কাউন্সিল নির্বাচনে আবারো প্রার্থী শাহানা হানিফ

পৃষ্ঠা ২৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 15 May 2025, 9th Year, Issue 426, 40 Pages

নিউইয়র্কে তাহসানের মনমুগ্ধকর কনসার্টে দর্শকদের ঢল
পৃষ্ঠা ২২

বৃহস্পতিবার, ১৫ মে এপ্রিল ২০২৫, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ১৭ জিলকদ ১৪৪৬, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪২৬, পৃষ্ঠা ৪০

বন্ধ ফোয়ারা ১৯২৫ সনে স্থাপিত মিশিগানের ডেট্রয়েট সংলগ্ন নয়নাভিরাম ও ঐতিহাসিক বেলি আইল্যান্ডের ফোয়ারা ১৬ তারিখ থেকে বন্ধ হতে চলেছে। রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলবে বিধায় ২০২৭ সাল পর্যন্ত বন্ধ থাকছে এটি। ছবি: ইশতিয়াক রূপু

ফুড স্ট্যাম্প ও মেডিকেইড পাওয়া কঠিন করা হচ্ছে!

বিশেষ প্রতিনিধি

কাজ করার ক্ষমতা আছে, আছে কাজের বয়সও—তবু কেন ভাতার উপর ভরসা করতে হবে? রবার্ট এফ. কেনেডি জুনিয়র ও ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ নেতাদের প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের সমাজকল্যাণ (সোশ্যাল সিকিউরিটি) ব্যবস্থাকে ‘সত্যিকারের প্রয়োজনমতো দরিদ্রদের’ জন্য সংরক্ষণের ডাক দিয়েছেন স্বাস্থ্য সেক্রেটারি রবার্ট এফ. কেনেডি জুনিয়রসহ ট্রাম্প প্রশাসনের তিন শীর্ষ কর্মকর্তা। শীর্ষ কর্মকর্তাদের এমন অবস্থানে ধরে নেয়া হচ্ছে আমেরিকা জুড়ে ফুড স্ট্যাম্প ও মেডিকেয়ারের মতো কর্মসুচির সুবিধা পাওয়া অনেকের জন্য কঠিন হয়ে উঠবে।

নিউইয়র্ক টাইমসে গত বুধবার প্রকাশিত এক মতামত নিবন্ধে তারা বলেছেন, কর্মক্ষম ও কাজের উপযুক্ত বয়সী আমেরিকানদের আর সমাজকল্যাণ ভাতার অপব্যবহার করা উচিত নয়। নিবন্ধে সহ-স্বাক্ষর করেছেন মেডিকেয়ার ও মেডিকেইড সার্ভিসেসের প্রশাসক ড. মেহমেত ওজ, কৃষি সেক্রেটারি ব্রুক রোলিনস এবং আবাসন ও নগর উন্নয়ন সেক্রেটারি স্কট টার্নার। তাদের ভাষায়, সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাকে 'সত্যিকারভাবে দরিদ্র'—যেমন বয়স্ক নাগরিক, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

স্বপ্নের শহরে ঠাঁই নেই গরিবের!

নিউইয়র্ক

নগরের সবচেয়ে গরিব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা দিনের পর দিন চেষ্টা করেও পাচ্ছেন না মাথা গোঁজার ঠাঁই।

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক শহরের লাখো মানুষের জন্য ‘অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং’র স্বপ্ন ক্রমেই অধরা হয়ে উঠছে। সিটি সরকারের হাউজিং লটারি সিস্টেমে প্রতি বছর লাখ লাখ আবেদন জমা পড়লেও বাস্তবে গৃহ পাওয়া মানুষের সংখ্যা নগণ্য। সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে হাউজিং কানেক্ট প্ল্যাটফর্মে জমা পড়ে প্রায় ৬০ লক্ষ আবেদন। অথচ বরাদ্দ ছিল মাত্র ১০ হাজার ইউনিট।

নগরের সবচেয়ে গরিব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা দিনের পর দিন চেষ্টা করেও পাচ্ছেন না মাথা গোঁজার ঠাঁই। সিটি কাউন্সিলের হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিংস কমিটির চেয়ারপার্সন পারিনা আনা সানচেজ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, এই লটারির পদ্ধতি কার্যত ভেঙে পড়েছে। এটি বৈষম্য সৃষ্টি করছে এবং প্রকৃত প্রয়োজনে থাকা

মানুষদের বঞ্চিত করছে।

আবাসনের এই সংকটে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন ও কুইন্স এলাকার নিম্নআয়ের পরিবারগুলো। তারা বছরের পর বছর ধরে একের পর এক আবেদন করে যাচ্ছেন। কিন্তু কোনো ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন না। ৬৫ বছর বয়সী ভ্যালেন্তিনা মেজিয়া ২০১২ সাল থেকে আবেদন করে আসছেন। কিন্তু আজও একটি ইউনিট পাননি। স্বাস্থ্যকর্মী মিলাগ্রোস সালাজার জানান, তিনি ৬৩ বার আবেদন করেছেন। অথচ একবারও কোনো আবাসনের প্রস্তাব পাননি। তাদের অভিজ্ঞতা একটি প্রশ্ন তুলে দেয়—এই ‘অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং’ কি সত্যিই গরিবদের জন্য?

সূত্র বলছে, আবাসনের যোগ্যতা নির্ধারিত হয় এলাকার গড় আয়ের ভিত্তিতে। যা বর্তমানে একটি চার সদস্যের পরিবারের জন্য ১০০ শতাংশ এরিয়া মিডিয়ান ইনকাম

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ধরপাকড়ে গৃহকর্মী সংকট

অনিয়মিত অভিবাসী

গৃহকর্মী নিয়োগকারীরা অবিলম্বে অভিবাসীবান্ধব আইন পাস করার দাবী জানিয়েছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের ধরপাকড়ের ঘোষণার পর রাজ্যজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে যেসব অভিবাসী বাসাবাড়িতে পরিচ্ছন্নতা, শিশুদের দেখভাল কিংবা বৃদ্ধদের যত্নে নিয়োজিত তাদের নিরাপত্তা এখন বড় প্রশ্নের মুখে।

এই পরিস্থিতিতে নিউইয়র্কের গৃহকর্মী নিয়োগকারীরা রাজ্যের আইনপ্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, যেন অবিলম্বে অভিবাসীবান্ধব আইন পাস করে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়।

জানা গেছে, ‘হ্যান্ড ইন হ্যান্ড: গৃহকর্মী নিয়োগকারীদের সংগঠন’র অন্তর্ভুক্ত ৮৯ জন নিয়োগকারী গভর্নর ক্যাথি হোকুল, সিনেট মেজরিটি লিডার আন্দ্রেয়া স্টুয়ার্ট-কাজিন্স এবং অ্যাসেম্বলি স্পিকার কার্ল হেস্টির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে ‘নিউইয়র্ক ফর অল অ্যাক্ট’সহ আরও তিনটি বিল দ্রুত পাসের দাবি জানিয়েছেন।

তাদের মতে, অভিবাসন কর্মকর্তাদের সঙ্গে রাজ্য বা স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতা বন্ধ করতে এই আইন অত্যন্ত জরুরি। চিঠিতে বলা হয়েছে, নিউইয়র্কে পরিচর্যা ও গৃহস্থালির কাজে নিযুক্ত জনবলের ১০ শতাংশই অনিয়মিত অভিবাসী। এদের অনুপস্থিতি সরাসরি প্রভাব ফেলছে পরিবার ও কর্মজীবনের ওপর।

গৃহকর্মী নিয়োগকারী র‍্যাচেল কাহান জানান, তিনি আগে যেসব ন্যানি ও হোম কেয়ার কর্মীর ওপর নির্ভর করেছেন। তাদের সহায়তা ছাড়া নিজের পেশাগত জীবন বজায় রাখা সম্ভব হতো না। তিনি বলেন, এই মানুষগুলো আমাদের জীবন চালিয়ে যেতে সহায়তা করেন। তাদের ছাড়া আর কোনো কাজই সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, এখন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

আ.লীগ নিষিদ্ধের প্রভাব কী হতে পারে

জুলাই অগাস্টের হত্যাকাণ্ড

দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা ধরনের বিশ্লেষণ চলছে রাজনৈতিক অঙ্গনে।

বিবিসি নিউজ বাংলা

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে' আওয়ামী লীগ ও দলটির নেতাদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত দলটির যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, সেটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে- তা নিয়ে নানা ধরনের বিশ্লেষণ চলছে রাজনৈতিক অঙ্গনে।

বিশ্লেষকরা কেউ কেউ বলছেন, জুলাই অগাস্টের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ীদের বিচার হতে হবে কিন্তু 'যে প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধের দাবিটি সামনে এনে সরকার অগ্রসর হয়েছে' তা ভবিষ্যতে

শেখ হাসিনার পতনের পর থেকেই আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবি আসছিলো

প্রতিপক্ষ দমনে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠতে পারে।

আবার কেউ বলছেন, শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দিকে গড়ালে এবং সেই প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা শুরু করলে সংঘাত সংঘর্ষের রাজনীতিই আবার ফিরে আসতে পারে।

আর সংঘর্ষ, সহিংস রাজনীতি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে আরও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে পারে বলে মনে করছেন কেউ কেউ।

আদালত কর্তৃক নিষিদ্ধ হলে বা চূড়ান্তভাবে নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিলে আওয়ামী

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নিউইয়র্কে বয়স্কদের আর্থিক দুর্দশা চরমে

ইব্রাহীম চৌধুরী

নিউইয়র্ক শহরে ৬৫ বছর ও তার বেশি বয়সী নাগরিকের সংখ্যা বেড়ে এখন প্রায় ১৪ লাখ, যা গোটা ডালাস শহরের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। বয়সের শেষপ্রান্তে এসে অনেকেই বেঁচে আছেন অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মাঝে। অবসরের পর জীবনের যে সময়টি হওয়া উচিত ছিল নিঃশব্দ শান্তির, তা রূপ নিয়েছে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ভয়ে। নিউইয়র্কের মতো এক উচ্চমুল্যের শহরে বাঁচতে গিয়ে, আজ অনেক সিনিয়র সিটিজেন মুখোমুখি হচ্ছেন কঠিন বাস্তবতার।

অথচ এই প্রবীণরাই এক সময় এই শহরের স্কুল, হাসপাতাল, দোকান, রাস্তা, ও নির্মাণের ভিত গড়েছেন। তাদের

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

ইনফ্লেশন রিফান্ড চেক পাবেন নিউইয়র্কবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক রাজ্যের অভিভাবকরা চলতি বছরেই পাবেন সরকার ঘোষিত ইনফ্লেশন রিফান্ড চেক। পাশাপাশি ২০২৬ সাল থেকে প্রযোজ্য নতুন শিশু কর ছাড়ে আসছে বড় পরিবর্তন। এই দুটি উদ্যোগ রাজ্যের লাখো পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে স্বস্তি দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রেক্ষাপটে গভর্নর ক্যাথি হোকুল এ পদক্ষেপের ঘোষণা দেন। যা রাজ্যের অতিরিক্ত বিক্রয় কর রাজস্বের একটি অংশ জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। গত ৯ মে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় নিউইয়র্ক রাজ্য প্রশাসন।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

CDPAP Transition

Community Outreach Partner

• Bangla • Hindi • Urdu • Spanish

+1 347 571 1804

CHISHTI CPA PC

GROW YOUR BUSINESS WITH US

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services

Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

LIBERTY TRAVELS & TECH

AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

Our Other Services:

- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

Mohammad K. Chishti, CPA

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যরাম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

নিউইয়র্কে শেরপুর জেলা সমিতির ঈদ পুনর্মিলনী ও পিঠা উৎসব

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতির ঈদ পুনর্মিলনী ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৩ মে) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সানাই পার্টি হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং গীতাপাঠ করেন স্বপন কুমার চক্রবর্তী।

সংগঠনের সভাপতি প্রকৌশলী প্রদোষ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ছামেদুল হকের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর জান্নাত রহমান। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী এন. মজুমদার ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্ট্যাটেন আইল্যান্ড লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কাজী আশরাফ হোসেন।

প্রধান আলোচক সাংবাদিক মোঃ আবুল কাশেম তাঁর বক্তব্যে বলেন, “পিঠা উৎসব বাঙালি গ্রামীণ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রবাসে নতুন প্রজন্মের মাঝে এই ঐতিহ্য তুলে ধরতে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন গৌতম চক্রবর্তী, মামুন রাশেদ, আখতারুজ্জামান, নাইছ চৌধুরী।

বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাদল রহমান জিল্লুর, মো. সাঈদ, নাজমুল আহসান, মো. মিজানুর রহমান, মনজুরুল হক, আনিসুর রহমান, সাখাওয়াৎ হোসেন সেলিম, ফারুক হোসেন মজুমদার, নাহিদ রায়হান লিখন, সাবেরা জামান কচি, রাকিবুল ইসলাম রাসেল প্রমুখ।

পিঠা উৎসবে ছিল শেরপুরের ঐতিহ্যবাহী ২৮-২৯ প্রকারের পিঠা, যার মধ্যে ছিল চিতই, তেলের, ভাপা, পাটিসাপটা, গোটা, নারিকেল বরা, তাল, খির, লবঙ্গ, সেমাই পিঠা সহ নানা রকমের মুখরোচক পিঠা।

আনন্দঘন এই সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন শামীম রেজা ও জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শাহ মাহবুব। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন রেখা জামান চৌধুরী, মাসুদ পারভেজ মুক্তা, আসমাউল হুসনা লীরা, শহিজ উদ্দিন মিয়া শিমুল। এই আয়োজনে বক্তারা আমেরিকান মূলধারার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে কম্যুনিটির উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানান।

যুক্তরাষ্ট্রে কমলো ডিমের দাম

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ সময় পর ডিমের দামে স্বস্তি ফিরে এলেও তা এখনও সাধারণ ভোক্তার নাগালের বাইরে রয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ডিমের গড় মূল্য ১২.৭ শতাংশ কমে দাড়িয়েছে ডজনপ্রতি ৫.১২ ডলারে। যা মার্চে ছিল রেকর্ড ৬.২৩ ডলার।

মার্কিন সরকারের কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই প্রথম অক্টোবর ২০২৪-এর পর ডিমের দামে মাসিক ভিত্তিতে পতন ঘটেছে। তবে তুলনামূলক দিক দিয়ে দেখলে, গত বছরের এপ্রিলের তুলনায় এবারের দাম প্রায় ৭৯ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে ডজনপ্রতি ডিমের গড় মূল্য ছিল ২.৮৬ ডলার।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ডিমের দামে এই স্বস্তি সাময়িক হতে পারে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে বার্ড ফ্লু সংক্রমণ এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি। ২০২২ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বার্ড ফ্লুতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ১৬৯ মিলিয়নের বেশি পাখি। যেকোনো খামারে বার্ড ফ্লু ধরা পড়লেই পুরো খামারের মুরগি নিধন করা হয়। ফলে ডিমের উৎপাদনে বড় ধাক্কা লাগে।

এপ্রিল মাসে ওহায়ো এবং সাউথ ডাকোটার দুটি খামারে বার্ড ফ্লু সংক্রমণে ৯ লাখ ২৭ হাজার ডিমপাড়া মুরগি নিধন করা হয়। যদিও ইস্টার ও পাসওভারের মতো ধর্মীয় উৎসবের কারণে এপ্রিল মাসে চাহিদা কিছুটা বেশি ছিল। তারপরও দামে এই কমতি কিছুটা ইতিবাচক ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ভোক্তারা আশা করছেন, পরবর্তী মাসগুলোতে বার্ড ফ্লুর প্রভাব কমলে ডিমের বাজার আরও স্থিতিশীল হবে এবং সাধারণ মানুষের জন্য তা আরও সাশ্রয়ী হবে।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAM ZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ব প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?
বিশেষজ্ঞ দল
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিষ্ট
প্রিমিয়াম সহায়তা
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
ZAM ZAM TRAVEL US
এয়ার লাইন সমূহ
SAUDIA
QATAR
Emirates
TURKISH AIRLINES
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

CENTERLIGHT
Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা
হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে
আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর
সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
SVF
Alpha-i
& CHORKI
AFRAN NISHO
IN
দাগি
A FILM BY SHIHAB SHAHEEN
FARMINGDALE, NY
SHOWCASE CINEMA DE LUX FARMINGDALE
1001 BROADHOLLOW RD, FARMINGDALE, NY 11735
FRI 5/16 @ 3:00 PM & 6:30 PM
SAT 5/17 @ 3:00 PM & 6:30 PM
SUN 5/18 @ 3:00 PM & 6:30 PM
MON 5/19 @ 3:00 PM & 6:30 PM
TUES 5/20 @ 3:00 PM & 6:30 PM
WED 5/21 @ 3:00 PM & 6:30 PM
THU 5/22 @ 3:00 PM & 6:30 PM
TICKETS AVAILABLE ON THEATER WEBSITE & BOX OFFICE

সম্পাদকীয়

যুদ্ধ নয়, মানবতার জয় হোক

যুদ্ধ কখনোই শান্তির সমাধান নয়। ইতিহাস বারবার তার সাক্ষ্য দিয়েছে। ধর্ম শান্তির কথা বলে, মানবতার কথা বলে। কিন্তু ইতিহাসের পরতে পরতে দেখা যায়, ধর্মের নামেই হয়েছে সবচেয়ে বেশি রক্তপাত। বিশ্বাস, পরিচয় ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে মানবজাতি। আজ যখন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজমান, তখন অতীতের এই অভিশপ্ত ধারাগুলো আমাদের নতুন করে ভাবিয়ে তোলে।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাতিগত পরিচয়কে কেন্দ্র করে উপমহাদেশে বারবার রক্ত ঝরেছে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর উপমহাদেশ যে বিভক্ত হলো, তা কোনো সমাধান এনে দেয়নি। বরং জন্ম দিল স্থায়ী শত্রুতার। ১৯৪৭-এর বিভাজন লাখো প্রাণ কেড়ে নিলো, লাখো মানুষকে পরিণত করল উদ্বাস্তুতে। কিন্তু তাতেও শেষ হয়নি বিদ্বেষ। এরপর ১৯৬৫, ১৯৭১, ১৯৯৯—প্রতিবারই অস্ত্রের মুখোমুখি হয়েছে দুই প্রতিবেশী। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু শান্তি আসেনি।

সাম্প্রতিক সময়ে আবারও যুদ্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে উপমহাদেশের আকাশে। সীমান্তে গোলাগুলি, বোমা হামলা, পাল্টা জবাব—এ যেন পুরনো চিত্রনাট্যের নতুন দৃশ্য। দুই দেশের রাজনৈতিক নেতারা একে অপরকে দোষারোপ করছেন, কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপের দিকে যাচ্ছে, মিডিয়া যুদ্ধের ঢাক বাজাচ্ছে, আর সাধারণ মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

এ যেন যুদ্ধকে উস্কে দেওয়ার প্রতিযোগিতা। অথচ এই 'জাতীয়তাবাদী' রণহুংকারের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর, যারা শান্তি চায়, নিরাপত্তা চায়, উন্নয়ন চায়।

যুদ্ধ কখনোই সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু, ধ্বংস আর হাহাকার। বোমা ছোঁড়ার পর যে শিশুর প্রাণ ঝরে যায়, সে হিন্দু না মুসলিম—এতে কিছু যায় আসে না। মায়ের কোল খালি হয়ে গেলে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্যই তার শোককে সান্ত্বনা দিতে পারে না। অথচ রাজনীতিবিদরা এসব মানবিক ব্যথাকে নিছক 'কোলেটারাল ড্যামেজ' বলে এড়িয়ে যান।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেওয়া, শত্রুর ছায়া তৈরি করে জনমত নিয়ন্ত্রণ—এই পুরনো ফর্মুলা থেকে আমরা এখনো বের হতে পারিনি। ভারত ও পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, অভ্যন্তরীণ সংকট এড়াতে 'বাইরের শত্রু' সৃষ্টি করা একটা প্রচলিত কৌশল। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, সংখ্যালঘু নিপীড়ন—এসব বাস্তব সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টি সরাতে যুদ্ধের উত্তেজনা তৈরি করা হয়। মিডিয়া সেই আগুনে ঘি ঢালে।

অথচ এই দুই দেশের জনগণের মধ্যে কোনো ঘৃণা নেই। সীমান্তের দুই প্রান্তে বাস করা মানুষ একে অপরকে নিয়ে কৌতূহলী, শ্রদ্ধাশীল। ভাষা, সংস্কৃতি, খাবার, গান—সবকিছুতেই অদ্ভুত মিল। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যখন যুদ্ধের কথা বলা হয়, তখন ওই সাধারণ মানুষগুলোই হয় শিকার।

এই অবস্থায় দরকার গণসচেতনতা। দরকার দুই দেশের নাগরিক সমাজ, সাংবাদিক, লেখক, শিল্পী, তরুণ প্রজন্মের জোরালো ভূমিকা। যুদ্ধ নয়, শান্তির পক্ষে, মানবতার পক্ষে অবস্থান নেওয়ার সময় এখনই। যুদ্ধ বাধলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দুই দেশই। জয়-পরাজয়ের পরিসংখ্যান যতই দেওয়া হোক, মানুষের কান্না কোনো সংখ্যা বোঝে না।

মানবতা যেন রাজনীতির কূটচালের বলি না হয়। সত্য, ন্যায়, শান্তির পক্ষে মানুষকে দাঁড়াতে হবে। শুধু নেতা বদলালে চলবে না, মানসিকতার বদল জরুরি। ধর্ম মানুষকে বিভক্ত করার বিষয় হতে পারে না, যে ধর্ম মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়, সেই ধর্মচর্চা দরকার।

পাকিস্তান-ভারতের এই উত্তেজনাকর মুহূর্তে আমাদের আরও উচ্চকণ্ঠ হতে হবে। শান্তির আহ্বান ছড়াতে হবে সামাজিক মাধ্যমে, রাস্তায়, সভা-সেমিনারে, মঞ্চে, কবিতায়, গানে, কার্টুনে—সব জায়গায়। সত্যকে তুলে ধরতে হবে সাহসের সঙ্গে, কারণ যুদ্ধ শুরু হলে প্রথম মৃত্যু হয় সত্যেরই।

উপমহাদেশকে আর কোনোভাবেই নব্য পরাশক্তির খেলার মাঠ হতে দেওয়া যায় না। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক বড় শক্তি এই অঞ্চলের উত্তেজনাকে পুঁজি করে ফায়দা লুটতে চায়। অস্ত্র ব্যবসা, প্রভাব বিস্তার কিংবা ভূরাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ—সবকিছুই এই অঞ্চলের অস্থিরতা থেকে লাভবান হয়। ফলে যুদ্ধের আগুনে যেন বাইরের কারও রুটি না সেঁকা যায়, সে সতর্কতা এখনই নিতে হবে।

মানুষই পারে ঘৃণার এই বৃত্ত ভাঙতে। মানুষই পারে ভালোবাসার সেতু গড়তে। রাজনীতির শত্রু-বন্ধুর ফ্রেম ভেঙে মানুষ যদি মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তাহলে শান্তির সম্ভাবনা অটুট থাকে।

শেষ কথা হলো—যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। অস্ত্র নয়, আলোচনার টেবিল চাই। ঘৃণা নয়, ভালোবাসা চাই। কারণ আমরা সবাই মানুষ, এবং সবার আগে মানবতা।

যুদ্ধের নামে পুঁজি : ভারত পাকিস্তান সংঘাত

হাবীব ইমন

সাম্রাজ্যবাদ একসময় যেভাবে বন্দুকের জোরে উপনিবেশ কায়েম করত, আজ সেই একই রণনীতি চলছে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আধিপত্যের দাপটে। এই জটিল ও নির্মম বাস্তবতায় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অবস্থান কোন দিকে—এই প্রশ্ন কেবল কূটনৈতিক নয়, একান্তভাবে রাজনৈতিক, মানবিকও বটে। এই লেখা সেই প্রশ্নের দিকেই চোখ ফেরাতে চায়।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক সংঘাতের মাঝখানে—যে সংঘাত আমাদের তৈরি নয়, যার বীজ অন্যের হাতে বোনা, কিন্তু ফল আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য আর পাকিস্তানের প্রতি ধর্মীয় আবেগ—এ দুই মেরুর মাঝে পড়ে আছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন।

কাশ্মীরের পেহেলগামে ২৬ জন নিহত। ভারত অভিযোগ করে পাকিস্তানের দিকে। পাকিস্তান অস্বীকার করে। পাল্টা হামলা, বিমান ধ্বংস, সীমান্তে উত্তেজনা, নিহতের সংখ্যা ৪৩। কাশ্মীরের আকাশে ধোঁয়ার রেখা যখন ক্রমে অন্ধকার করে তোলে, তখন একই সময়ে গাজার আকাশে ইসরায়েলের আগ্রাসনে শত শত ফিলিস্তিনি নিহত। দুটি ভিন্ন মানচিত্র, দুটি ভিন্ন ভাষা—তবু একটাই ছায়া : সাম্রাজ্যবাদ। সেই ছায়া যখন ঘন হয়, তখন জাতিসংঘ শুধু বিবৃতি দেয়, যুক্তরাষ্ট্র কেবল উদ্বেগ জানায়, আর বেইজিং-মস্কো-ওয়াশিংটন—সবাই কৌশলে হাসে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে দাঁড়িয়ে যে রক্ত ঝরে, তা কোনো ক্ষমতাধর মানে না। ইতিহাস কেবল 'মিত্র' আর 'শত্রু'র গল্প বলে।

এই উত্তেজনা, এই যুদ্ধের হুংকার—সবই পুরোনো এক যন্ত্রের পুনরাবৃত্তি, যেখানে রাষ্ট্র নামক শিকারিরা নিজেরাই তাদের জনগণকে ভয়ে রাখে, ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু আসল শিকার কে? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে পৌঁছাতে হয় ১৯৪৭-এর বিভাজনে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন এক শাসকের মতো খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করে দিল দুই ভ্রাতৃপ্রতিম জাতিকে। কেবল ধর্মের বিভাজন নয়, ছিল ভূগোলের ভাগাভাগি, ইতিহাসের বিকৃতি এবং জনগণের আত্মপরিচয় মুছে ফেলার এক নিষ্ঠুর প্রয়াস।

এই বিভাজনের সুফল আজও ভোগ করছে সাম্রাজ্যবাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সামরিক সাম্রাজ্য ন্যাটো—এই উপমহাদেশের দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করছে একটি 'ডিপ ফ্রন্টিয়ার' হিসেবে, যেখানে অস্ত্র বিক্রি, সামরিক চুক্তি এবং 'সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা'র নামে লালিত হচ্ছে স্থায়ী উত্তেজনা। যখন আমেরিকার সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া করে ভারত, কিংবা আইএমএফের ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে পাকিস্তান, তখন আসলে কারা জয়ী হয়?

আমরা কি ভুলে গেছি, কীভাবে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতকে যুগের পর যুগ ধরে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ নিজের বৈধতা প্রতিষ্ঠার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছে? ভারত-পাকিস্তান পরিস্থিতিও আজ সেই একই ছাঁচে প্রবেশ করছে। কাশ্মীর আজ আর কেবল একটি ভৌগোলিক সংকট নয়—এটি এক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক লড়াই। এক দিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের ট্যাংক, আরেক দিকে জনগণের বঞ্চিত চিৎকার।

যখন কৃষক আন্দোলনের দাবিগুলো দমিয়ে ফেলা হয়, যখন শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, তখন ভারত সরকার অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে জনগণের দৃষ্টি সরাতে সীমান্ত উত্তেজনাকে ব্যবহার করে। পাকিস্তানও একই কৌশল নেয়, যখন অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় মৌলবাদ কিংবা অর্থনৈতিক বিপর্যয় চাপ বাড়ায়। কিন্তু এ দুই রাষ্ট্রের আপাতত বিরোধের মাঝেই রয়েছে গভীর এক সংযোগ—উভয়েই সাম্রাজ্যবাদের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে। আমেরিকার 'ইন্দো-প্যাসিফিক' কৌশলের প্রধান মিত্র ভারত আর চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' পরিকল্পনায় যুক্ত পাকিস্তান। অর্থাৎ, উভয়েই একেকটি সাম্রাজ্যবাদী জোটের মঞ্চে খেলছে জনগণের দুঃখকে পণ্যে পরিণত করে।

আজকের বিশ্বে যুদ্ধ আর রাজনীতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যুদ্ধ এখন রাজনীতির ব্যাকরণ—সেখানে অস্ত্র হলো ব্যাকরণবিধি আর কূটনীতি তার ছদ্ম-সমালোচক। ভারতের জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তানের ধর্মীয় জুজু, উভয়ই মূলত জনমত নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। বাংলাদেশ? এক অনির্ধারিত দর্শক, যে না চাইলেও টিকিট কেটে বসে আছে—একটি ভূতুড়ে নাটকের প্রথম সারিতে।

> বাংলাদেশ যদি কেবল 'কোনো পক্ষ না নেওয়া' নীতিতে চলে, তাহলে সে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বোর্ডে ঘুঁটি হয়ে থাকবে। সময় এসেছে এক নতুন 'আধা-অবস্থানীয় কূটনীতি' চালুর, যেখানে আমরা শুধু প্রতিবেশী নই, আমরা পথনির্দেশক হতে পারি।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র রাষ্ট্র, যার একদিকে ভারত, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর—যেখানে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার কৌশলগত প্রতিযোগিতা দিনে দিনে বাড়ছে। সুতরাং ভারত-পাকিস্তান সংঘাত কেবল 'দুই দেশের বিষয়' নয়। এর পরোক্ষ অভিঘাত গভীরভাবে বাংলাদেশকে ছুঁয়ে যায়। ভারত চাইবে বাংলাদেশের নৈতিক সমর্থন। চীন চাইবে নিরপেক্ষতা। যুক্তরাষ্ট্র চাইবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা।

যুদ্ধ মানে জ্বালানির দাম বাড়া, পণ্য সরবরাহে বিঘ্ন, বিনিয়োগে অনিশ্চয়তা। ইউক্রেন যুদ্ধ যেমন বাংলাদেশের তৈরি পোশাকনির্ভর বাজারে ধাক্কা দিয়েছে, ভারত-পাকিস্তান সংঘাতেও রপ্তানিনির্ভর খাত, বিশেষ করে গার্মেন্টস ও ওষুধশিল্প প্রভাবিত হবে। যুদ্ধ মানে চরমপন্থার উত্থান, বিভাজনের রাজনীতি, উদ্বাস্তু প্রবাহ ও সন্ত্রাসবাদের জৈবিক উষ্ণতা। কাশ্মীরের যেকোনো অস্থিরতা বাংলাদেশে মৌলবাদী তৎপরতার অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়—ইতিহাস বলেছে তেমনই। ভারত যদি দীর্ঘ মেয়াদে পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সামরিক ঘাঁটি ও নজরদারি বাড়ায়, তাহলে তার ছায়া বাংলাদেশে পড়বেই।

বাংলাদেশ যদি কেবল 'কোনো পক্ষ না নেওয়া' নীতিতে চলে, তাহলে সে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বোর্ডে ঘুঁটি হয়ে থাকবে। সময় এসেছে এক নতুন 'আধা-অবস্থানীয় কূটনীতি' চালুর, যেখানে আমরা শুধু প্রতিবেশী নই, আমরা পথনির্দেশক হতে পারি। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা—এই দেশগুলোর একটি স্বতন্ত্র জোট প্রয়োজন, যারা 'উন্নয়নভিত্তিক নিরপেক্ষতা' চালাতে পারে। ভারত বা চীননির্ভরতার বদলে বাংলাদেশকে মাল্টিন্যাশনাল প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সাইবার নিরাপত্তায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। যুদ্ধজীবী রাষ্ট্র নয়, চতুর কৌশলগত মধ্যপন্থী রাষ্ট্র হতে হবে।

ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সংঘাতকে যদি কেবল 'সীমান্ত উত্তেজনা' হিসেবে দেখি, তাহলে আমরা কেবল খবর পড়ি, ইতিহাস বুঝি না। এপ্রিলের শেষে কাশ্মীরে যেসব প্রাণ হারাল, সেগুলোর দায় পাকিস্তানকে দিয়ে ভারত বিমান হামলা চালায়, পাল্টা জবাব আসে এবং দক্ষিণ এশিয়ার দুই পরমাণু শক্তির মাঝে আবারও যুদ্ধের প্রহর গোনা শুরু হয়।

এদিকে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন যেন আরেক উন্মত্ত অধ্যায়—হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে গাজাকে জনমানবহীন করতে চাইছে তারা। জাতিসংঘ এই আগ্রাসনকে গণহত্যার দিকে এগোনো বললেও পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো নীরব, বরং যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে ইসরায়েল আরও সাহসী।

দুই অঞ্চল, দুই যুদ্ধ কিন্তু লক্ষ্য এক—অস্ত্র বিক্রি ও ভূরাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের সুযোগে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে আর চীন পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা দিয়ে দক্ষিণ এশিয়াকে অস্ত্রভান্ডারে পরিণত করছে। এই সহায়তা প্রকৃত অর্থে একধরনের রাজনৈতিক পুঁজি, যা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বাজার ও প্রভাব দখল করা হয়।

সবচেয়ে চরম সত্য হলো—এই যুদ্ধগুলো আসলে 'আমাদের যুদ্ধ' নয়, তবে ফলাফল আমাদেরও ভোগ করতে হয়। অর্থনৈতিক চাপ, সামাজিক উত্তেজনা, ভূরাজনৈতিক কোণঠাসা হওয়া—এ সবই বাংলাদেশের নিত্যদিনের বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়। আর আমরা তর্ক করি—কে পাকিস্তানের পক্ষে, কে ভারতের। একটি সংঘাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা ভুলে যাচ্ছি যে এই যুদ্ধ আমাদের নয়। তবু আমরা যেন কেউ না কেউ একটা পক্ষেই দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের রাজনীতিও সেই বিভক্তির প্রতিচ্ছবি—একটা অংশ ভারতের প্রতি অতিনির্ভর, আরেক অংশ মুসলিম বিশ্বে পাকিস্তান বা আরব শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের কল্পিত বিজয় খোঁজে। এই বিভাজনের ফলেই অন্তর্বর্তী সরকার গোপনে কোনো পক্ষের হয়ে 'নেতৃত্ব' নিতে চায়, আবার জনগণের সামনে নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে। কিন্তু সত্য হলো—যে রাষ্ট্র অন্যের যুদ্ধে জড়ায়, সে নিজের ভবিষ্যৎ হারায়। আমাদের কূটনীতি যদি একসময় অন্যের ফ্ল্যাগে রং চায়, তবে একদিন নিজের পতাকা ম্লান হয়।

প্রকৃতপক্ষে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো—বিভক্ত হয়ে পড়া নয়, বরং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধচিন্তা গড়ে তোলা। ফিলিস্তিনের প্রশ্নে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া যেমন নৈতিক দায়িত্ব, তেমনি ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে 'অন্ধ পক্ষপাত' নয়, চাই তৃতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান।

পাকিস্তান ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধও নিতে পারে

হামিদ মির

গত ৬ মে দিবাগত রাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাকিস্তানকে নয়, নিজের ওপর হামলা করেছিলেন। হামলার পরপরই ভারত সরকার এক বিবৃতিতে দাবি করে যে, তারা পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীরে সন্ত্রাসীদের আস্তানাগুলোতে হামলা করেছে। ২০১৯ সালে মোদি সরকার বালাকোটের একটি পাহাড়ি স্থানেও আক্রমণ করে। সে সময় তারা দাবি করেছিল যে, একটি সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ধ্বংস করা হয়েছে। হামলার কয়েক ঘণ্টা পর যখন আমি ঘটনাস্থলে পৌঁছাই, তখন সেখানে কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না। ২০১৯ সালে ভারত যে মিথ্যা বলেছিল, ২০২৫ সালেও তা বলা হবে।

এবারও পাকিস্তান এবং আজাদ কাশ্মীরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শিশুসহ আটজন নিরীহ পাকিস্তানি শহীদ হয়েছেন এবং নারীসহ ৩৫ জন আহত হয়েছেন। ২২ এপ্রিল পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর হামলার জন্য ভারত পাকিস্তানকে দায়ী করে। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেনি। ৬ থেকে ৭ মে রাতে পাকিস্তানে নিরীহ শিশু ও নারীদের শহীদ করে ভারত নিজের বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ রেখে গেছে।

পাকিস্তান তাৎক্ষণিকভাবে ভারতের হামলার জবাব দেয় এবং ছয়টি ভারতীয় যুদ্ধবিমান গুলি করে ভূপাতিত করে। পাকিস্তান বিমান বাহিনী একটি ডগফাইটে চারটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করে। আরও দুটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান পাকিস্তানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে ছোড়া এইচকিউ-৯ ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে। ৭ মে সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ভারতীয় গণমাধ্যম তাদের বিমান বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরতে শুরু করে। এখন হিসাব তো নরেন্দ্র মোদিকে দিতে হবে এবং নিতে হবে।

পাকিস্তান কেবল ভারতীয় যুদ্ধবিমানকেই লক্ষ্য করেনি, নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর বেশ কয়েকটি ভারতীয় চেকপোস্ট ও ফরোয়ার্ড পোস্টও ধ্বংস করেছে। নরেন্দ্র মোদির কাছে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া অপ্রত্যাশিত ছিল। মোদি ভেবেছিলেন, কিছু বেসামরিক এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে তিনি তার বিজয় উদ্‌যাপন করবেন। কিন্তু ৭ মে ভারতীয় গণমাধ্যম আলোচনা করছিল যে, কীভাবে তাদের বিমান বাহিনী এক রাতে এত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

পাকিস্তান বিমান বাহিনী ২০১৯ সালেও ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিপক্ষে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিল। এখন ২০২৫ সালেও তারা ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিপক্ষে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছে। এটা স্পষ্ট যে, এতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর মর্যাদা আবারও ক্ষুণ্ন হয়েছে। এবং এটি কেবল ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্যই নয়, নরেন্দ্র মোদির জন্যও রাজনৈতিক ক্ষতি। এখন তারা এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। পাকিস্তান কোনো হামলার উদ্যোগ নেয়নি, কেবল প্রতিশোধ নিয়েছে। এখন যদি ভারত আবার পাকিস্তানে আক্রমণ করে, তাহলে আগের চেয়ে আরও কঠোর জবাব পাবে।

> আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত না যে, ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে, ভারত সরকার ব্রিটেনের সাথে যোগসাজশে শ্রীনগর দখল করে নেয়। যার ফলে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য জাতিসংঘের কাছে আবেদন করেছিল পাকিস্তান নয়, ভারত।

অনেক বিশ্বনেতা পাকিস্তান ও ভারতকে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ এড়াতে পরামর্শ দিচ্ছেন। যুদ্ধ কোনো সমস্যার সমাধান নয়। কিন্তু পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু করেনি। ভারত পানি আগ্রাসন দিয়ে শুরু করে। ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মাধ্যমে বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে শুরু করে। ভারতের পক্ষে যখন খুশি আক্রমণ করা এবং যখন খুশি গুলি চালানো বন্ধ করা সম্ভব না। তাই পাকিস্তানের উচিত সিন্ধু পানি চুক্তি পুনরুদ্ধারের শর্তে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা। সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিতের ঘোষণা আসলে যুদ্ধের সূচনা ছিল।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং জাতিসংঘের এই সত্যটি উপেক্ষা করা উচিত নয় যে, সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত করার পর ভারত পাকিস্তানের নদীগুলোর পানি বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। যদি ভারত সিন্ধু নদের পানি চুক্তি পুনরুজ্জীবিত না করে, তাহলে পাকিস্তানের উচিত সিমলা চুক্তি স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়া। সিমলা চুক্তি ১৯৪৮ সালের যুদ্ধবিরতি রেখাকে নিয়ন্ত্রণ রেখায় রূপান্তরিত করে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে, যখন দুটি দেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে একটি নিয়ন্ত্রণ রেখায় একমত হয়, তখন এটি রক্ষা করা উভয় দেশের দায়িত্ব। কিন্তু যদি এই নিয়ন্ত্রণ রেখা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কাশ্মীরিদের পারাপারের পথ বন্ধ করা যাবে না।

কাশ্মীরিরা কখনও এই নিয়ন্ত্রণ রেখাকে স্বীকৃতি দেয়নি। অতীতে জেকেএলএফসহ অনেক সংগঠন এই নিয়ন্ত্রণ রেখা লঙ্ঘনের ঘোষণা দিয়েছে এবং পাকিস্তানকে শক্তি প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ রেখা রক্ষা করতে হয়েছে। সিমলা চুক্তি স্থগিত হলে, নিয়ন্ত্রণ রেখাও স্থগিত থাকবে। সিমলা চুক্তি স্থগিত করার পেছনে পাকিস্তানের দৃঢ় যুক্তি রয়েছে। ১৯৮৪ সালে সিয়াচেন শৃঙ্গ দখল করে ভারত সিমলা চুক্তি লঙ্ঘন করে। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ভারত আবারও অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে সিমলা চুক্তি লঙ্ঘন করে। সিন্ধু নদের পানি চুক্তি বাতিল করে। ভারত অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে নির্মিত বাঁধের মাধ্যমে পাকিস্তানে পানি প্রবাহ বন্ধ করে দেয়, যার ফলে অধিকৃত অঞ্চলে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়। ভারতের পানি আগ্রাসন কেবল পাকিস্তানের জন্যই নয়, অধিকৃত কাশ্মীরের জনগণের জন্যও বিপদ তৈরি করেছে। অতএব, এই পানি আগ্রাসন বন্ধে সিমলা চুক্তি স্থগিতের ঘোষণাকে আগ্রাসন বলা হবে না; বরং এটি একটি প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া বলা হবে।

আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত না যে, ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে, ভারত সরকার ব্রিটেনের সাথে যোগসাজশে শ্রীনগর দখল করে নেয়। যার ফলে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য জাতিসংঘের কাছে আবেদন করেছিল পাকিস্তান নয়, ভারত। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ একটি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাস করে এবং কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হিসেবে গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা করে। ভারত এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানায়।

কাশ্মীর নিয়ে ১৯৬৫ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর ১৯৭১ সালে যুদ্ধ হয়েছিল। এরপর ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধ হয়। এখন আবারও নিয়মিত যুদ্ধের হুমকি রয়েছে। এই যুদ্ধে ভারত আক্রমণকারী এবং পাকিস্তান আত্মরক্ষা করছে। যদি পাকিস্তান তার কার্ড সঠিকভাবে খেলে এবং জাতীয় ঐক্য বজায় রাখে, তাহলে এবার এটি কাশ্মীরিদের জন্য অনেক স্বস্তি বয়ে আনতে পারে এবং ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধও নিতে পারে।

লেখক : পাকিস্তানের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি: বিকৃত যৌন নিপীড়ন ও ‘সুগার ড্যাডি’ সংস্কৃতি

শাহাবুদ্দিন শুভ

সম্প্রতি রাজধানীর অভিজাত বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় সংঘটিত একটি ঘটনা দেশের বিবেকবান মানুষের চেতনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, এক পুরুষকে উলঙ্গ করে চাবুক দিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন করছেন তরুণী। অন্য একজন তা ধারণ করছেন। প্রথমে হয়তো কেউ এটি কোন পর্নোচিত্রের দৃশ্য বলে ভুল করতে পারেন, কিন্তু বাস্তবতা আরও ভয়াবহ ও লজ্জাজনক।

পরে জানা যায়, এটি ছিল একটি ‘ফেমডম সেশন’। ফেমডম অর্থাৎ ‘ফিমেল ডমিনেশন’- এমন একটি বিকৃত যৌনক্রিয়া যেখানে একজন বা একাধিক নারী কর্তৃত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে পুরুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করেন এবং উভয় পক্ষই তাতে বিকৃত আনন্দ পান। ঢাকা মহানগর পুলিশের ভাষ্যমতে, অভিযুক্ত দুই নারী- শিখা আক্তার ও সুইটি আক্তার জারা- এই কাজের জন্য অর্থ নিতেন এবং নিজেদের ‘মিসট্রেস’ হিসেবে পরিচয় দিতেন। এদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হওয়া পুরুষেরা স্বেচ্ছায় এতে অংশ নিতেন। এর মাধ্যমে সমাজে নৈতিকতার যে ভাঙন শুরু হয়েছে, তা শুধু আতঙ্কজনক নয়- সরাসরি সামাজিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিতবাহী।

ঘটনাস্থল থেকে চাবুক, হাই হিল, বিকৃত যৌনক্রিয়ায় ব্যবহৃত পোশাক, মোবাইল ফোন ও ভিডিও সংরক্ষণের নানা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এটি কেবল নিছক ‘আনন্দ’ বা ব্যক্তিগত বিকৃতির বিষয় নয়- বরং এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে একটি সুসংগঠিত পর্নোগ্রাফি চক্র, যারা এসব কনটেন্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে এসব শুধু অপরাধ নয়, তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার অন্যতম হাতিয়ারও বটে।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেছে- আমাদের সমাজ আসলে কোন পথে হাঁটছে? কোথায় যাচ্ছে আমাদের মূল্যবোধ, মানবিকতা ও নৈতিকতা?

এক সময় ছিল, যখন পারিবারিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক সংস্কার মানুষকে সঠিক-ভুলের পার্থক্য করতে শেখাত। এখনকার বাস্তবতা ভিন্ন। প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে আজকের প্রজন্মের হাতে ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, ইউটিউব, টিকটকসহ নানা প্ল্যাটফর্ম। ভালো-খারাপ সবকিছুই এখন হাতের মুঠোয়। কিন্তু যার মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই, নৈতিক বোধ নেই, সঠিক পারিবারিক দিকনির্দেশনা নেই- তারা সহজেই এই প্রবাহে গা ভাসিয়ে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে।

এই চরম নৈতিক অবক্ষয়ের আরেকটি প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ‘সুগার ড্যাডি’ সংস্কৃতিতে। এই শব্দটির উৎপত্তি হয়তো নিরীহ এক প্রেমের গল্প থেকে,

> এই সংকট থেকে উত্তরণ এক দিনে সম্ভব নয়, তবে আমাদের উদ্যোগ আজই নিতে হবে। পরিবারকে হতে হবে আরও সচেতন। মা-বাবাকে জানতে হবে সন্তানের চলাফেরা, বন্ধুদের সম্পর্কে, তাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের ধরন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যক্রমে যুক্ত করতে হবে নৈতিক শিক্ষা, আত্মসংযম ও প্রযুক্তির সচেতন ব্যবহার সংক্রান্ত পাঠ।

যেখানে ১৯০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের চিনি ব্যবসায়ী অ্যাডলফ স্প্রেকেলস তার চেয়ে ২৪ বছরের ছোট তরুণী আলমাকে বিয়ে করেন এবং আলমা তাকে ভালোবেসে ‘সুগার ড্যাডি’ ডাকতেন। কিন্তু আধুনিক যুগে এই ধারণাটি বিকৃতভাবে রূপ নিয়েছে এক প্রকার আর্থিক দাসত্বে। এখন ‘সুগার ড্যাডি’ বলতে বোঝায় এমন এক ধনী পুরুষকে, যিনি টাকার বিনিময়ে বয়সে অনেক ছোট মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। অনেক তরুণীও স্বেচ্ছায় এতে জড়িয়ে পড়ছে, অর্থ, বিলাসিতা কিংবা নিরাপত্তার আশায়।

সম্প্রতি বাংলাদেশে একজন লেখক ৪২ বছরের ছোট এক তরুণীকে বিয়ে করে বইমেলায় হাজির হন, যা ঘিরে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। কেউ বিষয়টিকে ‘ভিন্নধর্মী ভালোবাসা’ বললেও, অনেকে এটিকে দেখেছেন এক ধরনের সামাজিক ও নৈতিক বিচ্যুতি হিসেবে। বিশেষ করে, কিছু তরুণী প্রকাশ্যে ‘সুগার ড্যাডি’ খুঁজছেন বলে মন্তব্য করার পর ছেলেরা তাদেরকে ট্রল করে, শারীরিকভাবেও লাঞ্ছনা করে ঐ দম্পতিকে। এটি নিছক কৌতুক নয়, বরং বর্তমান প্রজন্মের মূল্যবোধ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, তারই এক সতর্ক বার্তা।

তবে এ অবস্থার দায় কেবল ব্যক্তি বা সমাজের নয়। গণমাধ্যমও এর পেছনে ভূমিকা রাখছে। কোন বিকৃত যৌনতা কিংবা বিতর্কিত সম্পর্ককে যখন গ্ল্যামারাইজ করে প্রচার করা হয়- যেমন নাটক, ইউটিউব কন্টেন্ট, টক শো, রিল- তখন সমাজের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কৌতূহলী তরুণরা সেটিকে ‘ট্রেন্ড’ বা ‘লাইফস্টাইল’ হিসেবে নিতে শুরু করে। তাদের কল্পনায় তৈরি হয় এক ভিন্ন বাস্তবতা- যেখানে সাফল্য মানেই অর্থ, সুখ মানেই দেহ, ভালোবাসা মানেই লেনদেন।

এই জায়গায় এসে প্রশ্ন ওঠে, আমরা আসলে কী চাই? আমরা কি চাই, আমাদের তরুণ প্রজন্ম নৈতিকতা, মানবিকতা, সৃজনশীলতা, সমাজসেবা কিংবা বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ হোক- নাকি বিকৃত যৌনতার দিকে ধাবিত হোক? তাদের হাতে কী দিচ্ছি আমরা- আলো, না অন্ধকার?

এই সংকট থেকে উত্তরণ এক দিনে সম্ভব নয়, তবে আমাদের উদ্যোগ আজই নিতে হবে। পরিবারকে হতে হবে আরও সচেতন। মা-বাবাকে জানতে হবে সন্তানের চলাফেরা, বন্ধুদের সম্পর্কে, তাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের ধরন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যক্রমে যুক্ত করতে হবে নৈতিক শিক্ষা, আত্মসংযম ও প্রযুক্তির সচেতন ব্যবহার সংক্রান্ত পাঠ। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুব সমাজের কাছে মানবিকতা ও আত্মসম্মানের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রকে কঠোর হতে হবে পর্নোগ্রাফি চক্র ও বিকৃত যৌনতার প্রসারে জড়িতদের বিরুদ্ধে। মিডিয়াকে হতে হবে দায়িত্বশীল- টিআরপি নয়, তরুণদের জন্য গঠনমূলক কনটেন্টই হোক তাদের অগ্রাধিকার।

আমরা যদি এখনই সচেতন না হই, তাহলে আমাদের সন্তানরাই এক দিন আমাদের ব্যর্থতার দায় নেবে। তারা প্রশ্ন করবে- কেন আমরা তাদের রক্ষা করিনি, কেন সমাজকে রক্ষা করিনি। প্রতিদিন চোখের সামনে আমরা যেসব ঘটনা দেখছি, তা নিছক বিচ্ছিন্ন নয়- সেগুলো ভবিষ্যতের এক ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত।

প্রশ্ন একটাই- আমরা কি কেবল তাকিয়ে থাকব, নাকি পরিবর্তনের পথে এক পা এগিয়ে রাখব?

লেখক: ফ্রান্স প্রবাসী সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্ট

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
NYS Department of Health LHCSAs
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

স্বপ্নের শহরে ঠাঁই নেই গরিবের!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হিসেবে ধরা হয় ১ লাখ ৬২ হাজার ডলার। অথচ নিউইয়র্ক শহরের প্রকৃত মধ্যম আয় এর অর্ধেকেরও কম। ফলে এমন অনেক ইউনিট যা 'সাশ্রয়ী' বলে ঘোষিত হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, এই ব্যবস্থাটি মূলত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সুবিধা দিচ্ছে। আর গরিবরা ক্রমেই বঞ্চিত হচ্ছেন।

এ অবস্থায় নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিংস কমিটির চেয়ারপার্সন পারিনা আনা সানচেজ নতুন তিনটি বিল উত্থাপন করেছেন। তিনি চান আবেদন প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ হোক, আবেদনকারীরা নিয়মিত আপডেট পান। এবং যাদের ডিজিটাল দক্ষতা কম তাদের জন্য সহায়তা কর্মসূচি চালু করা হোক।

হাউজিং বিশেষজ্ঞ র‍্যাচেল ফি মনে করেন, 'অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং' বলতে এমন ইউনিট বোঝানো উচিত যা ১ হাজার ডলারের নিচে ভাড়ায় পাওয়া যায়। অথচ বর্তমানে এমন ইউনিট নির্মাণ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ জমি ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ খুব বেশি। সরকারি ভাউচার প্রোগ্রাম যেমন সেকশন ৮ সম্প্রসারিত না হলে, প্রকৃত গরিবদের পক্ষে বাসা ভাড়া নেওয়াও দিনকে দিন অসম্ভব হয়ে উঠছে।

ইনফ্লেশন রিফান্ড চেক পাবেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইনফ্লেশন রিফান্ড চেক: কে কত পাবেন?

নিউইয়র্কের প্রায় ৮ মিলিয়নেরও বেশি বাসিন্দা ২০২৫ সালের মধ্যে পেতে যাচ্ছেন এককালীন 'ইনফ্লেশন রিফান্ড' চেক। গভর্নর ক্যাথি হোকুল ঘোষিত এই পরিকল্পনার আওতায় রাজ্যের অতিরিক্ত কর রাজস্ব থেকে ২ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করে এই সহায়তা বিতরণ করা হবে। করোনাপরবর্তী সময়ে মূল্যস্ফীতির কারণে রাজ্যে ভোক্তা ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় রাজস্ব আয়ও তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই বাড়তি আয়ের একটি অংশ জনগণের মধ্যে ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই রিফান্ড চেকের পরিমাণ নির্ভর করবে করদাতার ২০২৩ সালের আয় এবং ফাইলিং স্ট্যাটাসের ওপর। এককভাবে কর জমা দেওয়া ব্যক্তিদের জন্য সর্বোচ্চ ২০০ ডলার পর্যন্ত রিফান্ড পাওয়া যাবে। তাদের বার্ষিক আয় যদি ৭৫ হাজার ডলার বা তার কম হয় তাহলে তারা ২০০ ডলার পাবেন। আর যদি ৭৫ হাজার ডলার থেকে বেশি এবং ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারের মধ্যে হয় তাহলে পাবেন ১৫০ ডলার। একইভাবে, যৌথভাবে কর জমা দিলে যাদের বার্ষিক আয় ১ লাখ ৫০ হাজার বা তার কম তারা পাবেন ৪০০ ডলার। আর আয় যদি ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারের বেশি এবং ৩ লাখ ডলারের মধ্যে হয় তাহলে পাবেন ৩০০ ডলার রিফান্ড।

এছাড়া হেড অব হাউজহোল্ড এবং বিবাহিত আলাদা ফাইলারদের জন্যও একই আয়ের সীমা অনুসারে যথাক্রমে ২০০ ডলার এবং ১৫০ ডলার রিফান্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। যোগ্য বিধবা বা বিধবারা যৌথ ফাইলারদের মতোই সর্বোচ্চ ৪০০ ডলার পর্যন্ত রিফান্ড পাবেন।

রিফান্ড পাওয়ার জন্য আবেদন করার প্রয়োজন নেই, বরং নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ফাইন্যান্স ধাপে ধাপে এই চেকগুলো পাঠাতে শুরু করবে। তবে এই অর্থ সহায়তা পেতে হলে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে। ২০২৩ সালে করদাতাকে অবশ্যই নিউইয়র্কের পূর্ণকালীন বাসিন্দা হতে হবে এবং সেই বছরের রাজ্য ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিতে হবে। আয় নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকতে হবে এবং করদাতা যেন অন্য কারো ট্যাক্স রিটার্নে 'ডিপেন্ডেন্ট' হিসেবে তালিকাভুক্ত না থাকেন–সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। যারা এই রিফান্ডের জন্য যোগ্য, তারা শিগগিরই ডাকযোগে এই চেক পাবেন।

দ্বিগুণ হচ্ছে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট

নিউইয়র্কের শিশুদের জন্য আগামী বছর থেকে কর ছাড়ের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হতে যাচ্ছে। ২০২৬ সাল থেকে নিউইয়র্ক রাজ্যে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট (শিশু কর ছাড়) বাড়ানো হবে। যার ফলে পরিবারগুলো প্রতি শিশুর জন্য আরও বেশি আর্থিক সহায়তা পাবে। গভর্নর ক্যাথি হোকুল এই পরিবর্তনটি ঘোষণা করেছেন। যা রাজ্যের শিশুদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং পারিবারিক ব্যয় সামাল দিতে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৬ সাল থেকে চার বছরের কম বয়সী প্রতিটি সন্তানের জন্য পরিবারগুলো বছরে সর্বোচ্চ ১ হাজার ডলার করে কর ছাড় পাবে, যা বর্তমানে গড়ে ৪৭২ ডলার। আর ৪ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এই কর ছাড় হবে সর্বোচ্চ ৫০০ ডলার পর্যন্ত। বর্তমান গড় ছাড়ের তুলনায় এটি একটি বড় অঙ্কের বৃদ্ধি এবং অনেক পরিবারের জন্য এটি শিক্ষাব্যয়, খাদ্য, পোশাক ও শিশুসেবা খরচ মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এই চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের যোগ্যতা শর্ত আগের মতোই থাকবে। শিশু অবশ্যই ১৭ বছরের নিচে হতে হবে, বৈধ সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর থাকতে হবে, বছরে ছয় মাসের বেশি সময় ধরে অভিভাবকের সঙ্গে বসবাস করতে হবে এবং তাকে সন্তানের মতো বা যোগ্য আত্মীয় হিসেবে গণ্য হতে হবে।

শিক্ষা ও যত্ন খাতে বড় ধরনের বরাদ্দ

শিশুদের কল্যাণ এবং পারিবারিক সহায়তা নিশ্চিত করতে নিউইয়র্ক রাজ্য সরকার শুধু করছাড় বা নগদ সহায়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে গভর্নর ক্যাথি হোকুল বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বড় ধরনের বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন। যার লক্ষ্য হলো পরিবার ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সমর্থনমূলক পরিবেশ তৈরি করা।

এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শিশুদের যত্ন ব্যবস্থায় বরাদ্দ করা হয়েছে ২.২ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে নিউইয়র্ক সিটির দশ হাজারেরও বেশি পরিবারের জন্য চাইল্ড কেয়ার সাবসিডি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে। এতে কর্মজীবী বাবা-মা ও অভিভাবকরা শিশুদের যত্ন নিয়ে চিন্তামুক্ত থাকতে পারবেন, যা অর্থনৈতিকভাবে তাদের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনে সহায়তা করবে।

শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিশ্চিতে রাজ্যজুড়ে প্রত্যেক কেজি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য ফ্রি স্কুল ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩৪০ মিলিয়ন ডলার। এতে বছরে গড়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর পরিবারের প্রায় ১,৬০০ ডলার ব্যয় সাশ্রয় হবে। এই কর্মসূচি শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন এবং শিশুদের স্বাস্থ্যকর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন নীতিনির্ধারকরা।

এছাড়া স্কুলে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ডিভাইস ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনতে রাজ্যজুড়ে 'ডিস্ট্রাকশন-ফ্রি স্কুল' নীতি চালু করা হয়েছে। এই নীতির বাস্তবায়নে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৩.৫ মিলিয়ন ডলার। এটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিসরের স্মার্টফোন নিষিদ্ধকরণ উদ্যোগ, যার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ফিরিয়ে আনা এবং শ্রেণিকক্ষে শেখার পরিবেশ আরও উন্নত করা।

এই বহুমুখী উদ্যোগগুলো নিউইয়র্ক রাজ্যের শিশু, অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য একটি শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি করবে বলে মনে করছে প্রশাসন। এগুলো শুধু বর্তমান প্রজন্মকে নয়, রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নয়নকেও ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে এমটাই মতামত সংশ্লিষ্টদের।

ফুড স্ট্যাম্প ও মেডিকেইড পাওয়া কঠিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নারী এবং শিশুসম্পন্ন নিম্নআয়ের পরিবার— এই শ্রেণির জন্য কেন্দ্রীভূত করা উচিত।

নিবন্ধে লিখা হয়েছে, "কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সমাজকল্যাণ হওয়া উচিত স্বল্পমেয়াদি সহায়তা, দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরশীলতা নয়। অনেকের জন্য সমাজকল্যাণ এখন আর স্বনির্ভরতার সেতু নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে একপ্রকার ফাঁদ।" এই চার কর্মকর্তা বলেছেন, তারা রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের বর্তমান বাজেট-সম্পর্কিত প্যাকেজে প্রস্তাবিত মেডিকেইড ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির জন্য নতুন বা সংশোধিত কাজের শর্তের পক্ষে।

তাঁদের ভাষায়, "সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই সমাজকল্যাণ কর্মসূচিগুলো তাদের মূল লক্ষ্য থেকে সরে গেছে—কখনো অজান্তে, কখনো পরিকল্পিতভাবে। গত এক দশকে কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্কদের একটি বড় অংশ এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে, বিশেষ করে মেডিকেইড সম্প্রসারণের কারণে।"

নিবন্ধে বলা হয়েছে, বহু উপকারভোগী এমন কর্মক্ষম, শিশুহীন প্রাপ্তবয়স্ক—যারা বছরের পর বছর এই সহায়তার ওপর নির্ভরশীল থাকছেন। অনেকেই বা কাজই করেন না, বা অনিয়মিতভাবে করেন। তারা তুলে ধরেন আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের এক অর্থনীতিবিদের বিশ্লেষণ। যেখানে দেখা গেছে, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে মেডিকেইড সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কেবল ৪৪% মানুষই সেই মাসে অন্তত ৮০ ঘণ্টা কাজ করেছেন। তারা দাবি করেন, "মেডিকেইডে কাজের শর্ত আরোপের পক্ষে ৬০% থেকে ৮০% মার্কিন নাগরিকের মত রয়েছে।"

নিবন্ধে সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অতীত অবস্থানের কথাও তুলে ধরা হয়েছে—"সিনেটর থাকাকালে জো বাইডেন নিজেও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে কাজের শর্তের পক্ষে ছিলেন।" ১৯৯৬ সালের বিখ্যাত দ্বিদলীয় সমাজকল্যাণ সংস্কারের কথাও উল্লেখ করেন তাঁরা। তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিল ক্লিনটন এবং কংগ্রেস স্পিকার নিউট গিংরিচ। তাঁদের উদ্যোগে কাজের শর্তসহ সমাজকল্যাণ সংস্কার কার্যকর হয়।

তাদের দাবি, "এর প্রভাব ছিল তাৎক্ষণিক। ১৯৯৭ সালেই অর্থনীতিবিদরা দেখতে পান, দেশজুড়ে কর্মশক্তির অংশগ্রহণ বেড়েছে, সমাজকল্যাণ নির্ভরতা কমেছে।"

সেই সংস্কার, শক্তিশালী অর্থনীতি ও নিম্নআয়ের শ্রমজীবীদের জন্য ট্যাক্স ক্রেডিট সম্প্রসারণ—এই তিনের সমন্বয়ে ১৯৯০ দশকের শেষভাগে শিশু দারিদ্র্যের হার নাটকীয়ভাবে কমে আসে। প্রস্তাবটি শুধু অর্থনীতির বিষয় নয়—এটি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও জরুরি বলে মনে করছেন তাঁরা।

তাদের মতে, "কাজ জীবনে অর্থ আর গতি এনে দেয় না শুধু, এটি পরিবার ও সমাজকে মজবুত করে। নতুন প্রজন্মের জন্য এটি একটি দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, কাজ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটায়।"

উপসংহারে তাঁরা লেখেন, "কাজের শর্ত যুক্ত করলে সমাজকল্যাণ (সোশ্যাল সিকিউরিটির) কর্মসূচিগুলোর ভারসাম্য ফিরবে, যা এখন ভুল অগ্রাধিকারের বোঝায় ন্যুব্জ। আমাদের এই নীতি যুক্তিসংগত—এটি একদিকে সত্যিকার দরিদ্রদের জন্য সহায়তা সংরক্ষণ করবে, অন্যদিকে কোটি কোটি পরিবারের ভবিষ্যৎ উন্নত করবে, দেশেরও উন্নতি হবে।"

আ.লীগ নিষিদ্ধের প্রভাব কী হতে পারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লীগের পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকবে না।

সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায় শনিবার রাতেই লিখেছেন 'বিচারিক প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত ভাবে নিষিদ্ধ হওয়াই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও স্থায়ী বন্দোবস্ত। এবং তা করার জন্য ছাত্র-জনতার দাবি অনুযায়ী আইসিটি আইনে যাবতীয় সংশোধন করা হয়েছে"।

এর আগে উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছিলেন, "আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও দলটির নেতাদের বিচার কার্যসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, জুলাই আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বাদী ও সাক্ষীদের সুরক্ষার জন্য সন্ত্রাস বিরোধী আইনের অধীনে সাইবার স্পেসসহ আওয়ামী লীগের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে"।

সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায় বিবৃতি দিয়ে বলেছে, 'সরকারের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেই আওয়ামী লীগ যথোচিতভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যাবে'। একই সাথে সরকারের এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 'জনগণ দাঁতভাঙ্গা জবাব দিবে' বলেও ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

নানা আলোচনা প্রভাব নিয়ে

আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছিলো ১৯৪৯ সালে এবং এর পর থেকে এ ভূখণ্ডে অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবেই গত প্রায় সাত দশকেরও বেশী সময় ধরে সক্রিয় ছিলো দলটি। এ দলটির নেতৃত্বেই স্বাধীনতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

কিন্তু টানা পনের বছরেরও বেশী সময় ক্ষমতায় থাকার পর গত বছর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনাসহ দলের বেশীরভাগ নেতাই ভারতসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন। দেশের মধ্যে আটক হয়ে কারাগারে আছেন সিনিয়র নেতা, সাবেক মন্ত্রী ও এমপি ছাড়া দলটির কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়েরও বহু নেতা।

ওই আন্দোলনের পর থেকেই আওয়ামী লীগ বিরোধী দলগুলো বিশেষ করে জুলাই আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের একটি অংশ আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিটি সামনে নিয়ে আসছিলো।

তবে বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি আগে এ ধরনের নিষিদ্ধের দাবিকে সরাসরি সমর্থন না করে এ বিষয়ে সরকার, নির্বাচন কমিশন ও জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে উল্লেখ করেছে। সরকারের সিদ্ধান্তের পর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অবশ্য বলেছেন, বিলম্ব হলেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তে তারা আনন্দিত।

সবশেষ গত সপ্তাহে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ব্যাংকক যাওয়ার পর থেকেই নবগঠিত রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপির একজন নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসেন এবং আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে অবস্থানের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

পরে এতে জামায়াতে ইসলামীসহ প্রথাগতভাবেই আওয়ামী লীগ বিরোধী হিসেবে পরিচিত প্রায় সব দলই তাতে সংহতি জানায়। এক পর্যায়ে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শাহবাগ এলাকায় অবস্থানের কর্মসূচিও দেওয়া হয়।

এর মধ্যেই শনিবার রাতে উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠক করে 'আওয়ামী লীগ ও এর নেতাদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

গত সাড়ে পনেরো বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের সমালোচনায় মুখর ছিলেন নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করা অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ।

আওয়ামী লীগের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রভাব কেমন হতে পারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য কতটা ভুল স্বীকার করে এবং কিভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ফিরে আসে, তার ওপরই নির্ভর করবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ।

"জুলাই অগাস্টে হত্যাকাণ্ডের বিচার জরুরি। যদিও বিচার কতটা স্বচ্ছ হচ্ছে- তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে পাইকারি মামলার কারণে। আর দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ করলেই রাজনীতিটা চলে যায় না। দল নিষিদ্ধ করলে কী হয়, তার দৃষ্টান্ত তো জামায়াত। আওয়ামী লীগের শেষ দিকে কাগজে কলমে নিষিদ্ধের আগেও কিন্তু জামায়াত কার্যত নিষিদ্ধই ছিলো। কিন্তু তাদের রাজনীতি বন্ধ হয়নি। তারা তাদের শক্তি কাজে লাগিয়েছে এবং সেটা এখন প্রকাশ্যেই দেখা যাচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন আনু মুহাম্মদ।

বিশ্লেষকরা বলছেন, দল হিসেবে সংকটে পড়া এবং সেখান থেকে উৎরে আসার অভিজ্ঞতা আওয়ামী লীগের আছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের আগে পাকিস্তান সরকার দলটিকে নিষিদ্ধ করলেও বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনে সফল হয়েছিলো দলটি ।

কিন্তু পঁচাত্তরের পনেরই অগাস্টে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর বড় ধাক্কা খেলেও দলের নেতারা শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন সামরিক শাসনামলেই।

এর আগে ১৯৫৭ সালেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি সামরিক চুক্তির জের ধরে ভাঙ্গনের মুখে পড়েছিলো আওয়ামী লীগ। এছাড়া পঁচাত্তরের পরেও বিভিন্ন সময়ে ভাঙ্গন কিংবা প্রভাবশালী অনেক নেতা দল থেকে বেরিয়ে গেলেও এবারের মতো বিপর্যয়ে কখনো পড়তে হয়নি দলটিকে।

অনেকেই মনে করেন এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। কারণ সরকারে থাকা অবস্থায় জুলাই অগাস্টের হত্যাকাণ্ডের দায় ছাড়াও ক্ষমতা হারানোর পর দলীয় প্রধানসহ অনেক নেতাদের দেশত্যাগ দলটিকে বড় সংকটে ফেলেছে।

এমন পটভূমিতে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের পর তারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিভাবে ফিরে আসার চেষ্টা করে, তার ওপর দেশ ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করবে বলে মনে করেন সংসদ বিষয়ক গবেষক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক নিজাম উদ্দিন আহমেদ।

তার মতে, সমাজের সব শ্রেণী পেশার মধ্যে আওয়ামী লীগের অবস্থান আছে এবং দলটি একটা সময় ফেরত আসার চেষ্টা করবে বলেই মনে করেন তিনি।

নিজাম উদ্দিন আহমেদ বলেন, তাছাড়া নির্বাচন নিয়েও শঙ্কা আছে। আর যাদের আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তাদের জনসমর্থন নিয়ে প্রশ্ন আছে। সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়ায় বিচার হতে পারে। কিন্তু নিষিদ্ধ করা হলে তার প্রতিক্রিয়ায় এক সময় পুরো রাজনীতি সংঘাত সহিংসতাময় হয়ে ওঠার আশংকা আছে।

ধরপাকড়ে গৃহকর্মী সংকট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিয়োগকারীরা বাধ্য হচ্ছেন গৃহকর্মীদের সঙ্গে আলাদা করে বসে আলোচনা করতে। তাদের যাতায়াত কিভাবে নিরাপদ রাখা যায়, সেই সমাধান খুঁজতে। অভিবাসী কর্মীদের অনুপস্থিতি শুধু ব্যক্তিগত জীবন নয়, কর্মজীবনেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের নির্বাহী পরিচালক মুরাদ আওয়াদেহ বলেন, 'নিউইয়র্ক ফর অল অ্যাক্ট' পাসই হবে অবৈধ অভিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার সবচেয়ে কার্যকর পথ। এই আইন রাজ্য ও স্থানীয় সরকারকে ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে নিষেধ করবে। ফলে অভিবাসীদের ওপর সরাসরি আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, আমরা আশা করছি জুন মাসের মধ্যেই আইনসভা এই বিল পাস করবে। এখনই সময়, রাজ্য সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা নিউইয়র্কবাসীদের রক্ষা করবে, না তাদের ঝুঁকির মুখে ফেলবে।

অভিবাসন ইস্যুতে চিঠি দেওয়া নিয়োগকারীরা শুধু একটি নয় বরং আরও কয়েকটি বিল পাসেরও আহ্বান জানিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে 'ডিগনিটি নট ডিটেনশন অ্যাক্ট (সম্মান রক্ষায় আটক বিরোধী আইন); যা ইমিগ্রেশন আটক কেন্দ্রের জন্য স্থানীয় সরকারকে চুক্তি করতে নিষিদ্ধ করবে। 'একসেস টু রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাক্ট (আইনি প্রতিনিধিত্বের অধিকার আইন); যার মাধ্যমে অভিবাসন আদালতে প্রত্যেককে আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার দেওয়া হবে। এবং 'ক্লেমেনসি জাস্টিস অ্যাক্ট (ক্ষমা ও ন্যায়বিচার আইন)'; যাতে মাফ ও ক্ষমার আবেদন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও কাঠামোবদ্ধ হয়।

তবে এসব বিল আদৌ আলোচনায় আসবে কি-না, তা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। বাজেট পাসের পর রাজ্য সিনেট নেত্রী আন্দ্রেয়া স্টুয়ার্ট-কাজিন্স বলেন, আমাদের সামনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিল রয়েছে। কোনো একটি বিলকে আলাদা করে অগ্রাধিকার দেওয়া কঠিন। তবে আমরা সব সময়ই বাস্তবতা ও প্রয়োজন বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি।

এই অবস্থায় অভিবাসীদের সুরক্ষায় আইন পাস হবে কি-না, তা নির্ভর করছে রাজ্য আইনপ্রণেতাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও নাগরিক সমাজের চাপের ওপর। গৃহকর্মী নির্ভর মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো এখন সরাসরি এই দাবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় রাজনীতিবিদদেরও বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া সহজ হবে না বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

গোলাপগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের প্রাণবন্ত অভিষেক

সামিল হোসেন

গ্রেটার গোলাপগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজার্সি-এর অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলন বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ মে প্যাটারসন শহরের অভিজাত একটি ভেন্যুতে প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে বর্ণাঢ্য এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বসবাসরত প্রবাসী হাজারো বাংলাদেশি।

বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সংগঠনের নব নির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মেদ মোজাম্মেল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক লেকচারার আদিলুল হক জোয়ারদার। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন রাইয়ান মুহিব উদ্দিন। এরপর পরিবেশিত হয় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত। এসময় নব গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সব সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত ও অভিষিক্ত করা হয়। নবগঠিত কমিটির সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান প্রখ্যাত শিক্ষা ক্যাডার প্রফেসর আবু তাহের জাবেদ।

নবনির্বাচিত সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আদিলুল হক জোয়ারদরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান আহ্বায়ক আবুল কালাম ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ কামাল।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেমোক্রেট গভর্নর প্রার্থী মিকি শেরিল, প্যাসাইক কাউন্টি ডেমোক্রেট পার্টির চেয়ারম্যান জন কেরি, অ্যাসেম্বলি ম্যান আল আবদেল আজিজ, অ্যাসেম্বলি প্রার্থী অরল্যান্ডো ক্রোজ, কমিশনার মাইক রামাগলিয়া, ক্রিস্টিনা স্কেয়াটজ, প্যাটারসন সিটির মেয়র আন্দ্রে সায়েগ, কাউন্সিলম্যান শাহিন খালিক, কাউন্সিলম্যান অ্যাট লার্জ মো. ফরিদ উদ্দিন, কাউন্সিলম্যান ইব্রাহিম ওমর, মার্টিজা ডেভিলা, প্যাটারসন এডুকেশন বোর্ডের কমিশনার মোহাম্মদ রশীদ, সাবেক কাউন্সিলর আখতারুজ্জামান ,রামিরেজ, হেক্টর নিয়েভেস, ক্লিথ রোসাডো।

উপদেষ্টা পরিষদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন রফিকুল ইসলাম, প্রফেসর আবু তাহের জাবেদ, আমিন উদ্দিন জোয়ারদার, ইছাক আলী, আব্দুল জলিল, ভিপি সফিক উদ্দিন, আলাউর খন্দকার, জয়নাল আবেদীন, এজিম শাহিন, বোরহান উদ্দিন বুলু।

অন্যদের মাঝে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন- মাসুদ আহমদ, হাসনা আহমদ, আব্দুল হান্নান, জুনেদ রহমান, শায়েক হোসেন, জায়েদ আহমদ, জাবেদ আহমদ, ফয়জুল ইসলাম, সামাদ উদ্দিন খান, ইমরান হোসেন, জামাল আহমদ, জুবের আহমদ, জুবের মতিন, মোস্তাব উদ্দিন।

সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি মোহাম্মেদ মোজাম্মেল হোসেন ঐতিহ্যবাহী গোলাপগঞ্জের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রেখে কমিউনিটির কল্যাণে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

পরিবেশ সমস্যা আঞ্চলিক নয়, বৈশ্বিক: শরীফ জামিল

ডেস্ক রিপোর্ট

পরিবেশ ও জলবায়ু সংকট এখন আর শুধু কোনো একটি অঞ্চলের সমস্যা নয়—এটি বৈশ্বিক। এই সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজন সম্মিলিত পদক্ষেপ। প্রত্যেকেই তাঁর নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন ও দায়িত্ববান ভূমিকা পালন করলে নদ-নদী, বন-বনানী, জলবায়ু ও পরিবেশ রক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি আনা সম্ভব। এভাবেই পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা যাবে।

এমন মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত পরিবেশ সংগঠক, 'ওয়াটারকিপার্স অ্যালায়েন্স'–এর বোর্ড সদস্য এবং 'ধরা' সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব শরীফ জামিল। তাঁর সম্মানে নিউইয়র্ক সফর উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

এই সভার আয়োজন করে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিয়োজিত সংগঠন "ধরিত্রী রক্ষায় আমরা—ধরা"।

১১ মে, রবিবার, নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সমন্বয়ক ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সেলিনা উদ্দিন। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী।

সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন পেশাজীবী, সাংবাদিক, উদ্যোক্তা ও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা। আলোচকদের ভাষ্যে উঠে আসে—পরিবেশ সুরক্ষায় প্রবাসীদের উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা, নতুন প্রজন্মকে পরিবেশ সচেতন করে তোলার গুরুত্ব, এবং সাংগঠনিকভাবে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার বাস্তব রূপরেখা।

আলোচনায় টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকার সিইও আবু তাহের বলেন, "বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনেক কিছু করার আছে। সচেতনতা তৈরি, অর্থনৈতিক সহায়তা ও কণ্ঠস্বর তোলার মাধ্যমে প্রবাস থেকে অনেক বড় ভূমিকা রাখা সম্ভব। 'ধরা'-এর মতো উদ্যোগগুলো সংগঠিত হলে, টাইম টিভি পরিবেশ বিষয়ক যেকোনো উদ্যোগে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।"

লেখক-সাংবাদিক রওশন হক বলেন, "সাংবাদিকতার নৈতিক জায়গা থেকে পরিবেশ লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আমার পেশাগত দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। দেশে যেমন তা করেছি, প্রবাসে বসেও দায়িত্ব অনুভব করি।" তিনি বলেন, "'ধরা' পরিবেশ আন্দোলনের জন্য একটি ইতিবাচক প্ল্যাটফর্ম হতে পারে, যা প্রবাসী সচেতনদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার মাধ্যমে কার্যকর উদ্যোগে রূপ নিতে পারে।"

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকার সিইও আবু তাহের, রাশিদা আখতার, শাহানা বেগম, সুমাইয়া চৌধুরী, জাকির হোসেইন, তাজুল ইসলাম, রওশন জাহান, রওশন হক, সৈয়দ ফজলুর রহমান, নাসিমা ইয়াসমিন, গুলশান চৌধুরী, রহমান মাহবুব, রোকেয়া দীপা, সায়ান সিদ্দীক প্রমুখ।

বাংলাদেশ সোসাইটির মিলনমেলা আয়োজনের প্রস্তুতি

সাবেক কর্মকর্তাদের উদ্যোগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তাদের উদ্যোগে একটি বৃহৎ মিলনমেলা আয়োজনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ মে সভাটি নিউইয়র্কের জ্যামাইকার মেজ্জান রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে সভাপতিত্ব করেন ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়া এবং সভা পরিচালনা করেন সদস্য সচিব বাবুল চৌধুরী ও প্রধান সমন্বয়ক মোহাম্মদ জামান তপন।

সভায় কুইন্স ও লং আইল্যান্ডের তিনটি ভেন্যু বিবেচনায় নেওয়া হয়। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আরও ভেন্যু যোগ করার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তী সভার তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়। এ সভায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন, বাজেট প্রণয়ন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন প্রকাশ, অতিথি নির্বাচন, রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া এবং সম্ভাব্য স্থান ও সময় নির্ধারণসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়।

সাবেক কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই মিলনমেলার ব্যাপারে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। যেখানে বেশিরভাগ সাবেক কর্মকর্তা একমত হন ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন সোসাইটির পক্ষ থেকে করা যেতে পারে। তবে সাবেক কর্মকর্তাদের উদ্যোগে মিলনমেলা আয়োজনের বিষয়টি আলাদা এবং এতে কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়।

সভায় সাবেক সাধারণ সম্পাদকদের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, সোসাইটি অনুযায়ী শুধুমাত্র সদস্যদের জন্য পুনর্মিলনী আয়োজনের কথা বলা হয়েছে।

তবে সাবেক কর্মকর্তাদের জন্য কোনো আলাদা আয়োজনের উল্লেখ নেই। ফলে সাবেক কর্মকর্তারা নিজেরাই মিলনমেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেন।

এছাড়া, বাংলাদেশ ডে প্যারেডে সাবেক কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ না জানানো এবং সম্মাননা প্রদান না করার বিষয়টি নিয়ে কিছু ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

সভায় একটি প্রস্তুতি কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তরা হচ্ছেন- আহ্বায়ক ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়া,যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রব মিয়া ও নার্গিস আহমেদ, সদস্য সচিব বাবুল চৌধুরী, যুগ্ম সদস্য সচিব জেড আই চৌধুরী জুয়েল ও জে সানি মোল্লা, সমন্বয়ক মো. জামান তপন, সহ-সমন্বয়ক মো. সাইফুল ইসলাম, সরোয়ার খান বাবু, মঈন উদ্দিন মাহবুব, এ কে এম রফিকুল ইসলাম (ডালিম)। ফাইন্যান্স কমিটির প্রধান এ কে এম নুরুল হক, সদস্য মো. হায়দার, সাংস্কৃতিক কমিটির প্রধান সাইদ আহমেদ চৌধুরী, অভ্যর্থনা কমিটির প্রধান মনিরুল ইসলাম (সঙ্গে সাবেক সকল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ), স্যুভেনির কমিটির প্রধান শেখ সিরাজ, সদস্য খান শওকত এবং সিরাজ উদ্দিন সোহাগ।

সভায় উপস্থিতিদের মধ্যে ছিলেন নার্গিস আহমেদ, আব্দুর রব মিয়া, মাহমুদ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, সাইদ আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ হোসেন খান, ফখরুল আলম, এ কে এম ফজলে রাব্বী, মনিরুল ইসলাম, দুলাল মিয়া এনাম, নিশান রহীম, এ কে এম নুরুল হক, শেখ সিরাজ, খন্দকার ফরহাদ, জেড আই জুয়েল চৌধুরী, সাইফুল ইসলাম, সিরাজ উদ্দিন সোহাগ, ওয়াহিদ কাজী এলিন, কাজী তোফায়েল ইসলাম, খান শওকত, সরোয়ার খান বাবু, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া প্রমুখ।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্কের নির্বাচনে একক প্যানেল শামীম-অলি পরিষদ

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক ইনক-এর আসন্ন নির্বাচনে একমাত্র প্যানেল হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে শামীম-অলি পরিষদ। গত ১৪ মে ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন। শেষ সময়ে এসে সভাপতি পদে শামীম আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে শেখ অলি আহাদের নেতৃত্বাধীন প্যানেলটি পূর্ণাঙ্গ ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মনোনয়নপত্র জমা দেয়।

মনোনয়নপত্র জমা পড়ার পর নির্বাচনী দপ্তর থেকে জানানো হয়, আর কোনো প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ না নেওয়ায় আগামী ২৫ মে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে শামীম-অলি পরিষদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছে। ব্রঙ্কসের স্ট্রালিন বাংলাবাজারে অবস্থিত নীরব রেস্টুরেন্টে অস্থায়ী নির্বাচনী কার্যালয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহবুব আলম এবং অপর দুই কমিশনার মোঃ শামীম মিয়া ও আবু কাউছার চিশতির উপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়।

মনোনয়ন জমা উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে শামীম-অলি পরিষদের নেতারা কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোঃ আব্দুস শহীদ, উপদেষ্টা আব্দুল মুহিত, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম এবং বর্তমান সভাপতি সামাদ মিয়া জাকারিয়া।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৫ মে নির্বাচনের নির্ধারিত দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী প্যানেলকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

প্রবাসী ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশ প্লাজার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) নিউইয়র্ক শাখার সেমিনার ও মতবিনিময় সভা। গত ১১ মে (রোববার) সন্ধ্যায় 'বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রবাসী ট্রাইবুন্যাল গঠনের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাখা সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়া জাকির এবং সঞ্চালনা করেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ। তিনি বলেন, দেশের

প্রচলিত আইনি জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রবাসীরা সম্পত্তি, ব্যবসা ও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের শিকার হলেও প্রতিকার পান না। তাই দ্রুত সমস্যা সমাধানে 'প্রবাসী ট্রাইবুন্যাল' গঠন সময়ের দাবি। তিনি প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে দূতাবাসগুলোতে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা ও নেতৃবৃন্দসহ বীর মুক্তিযোদ্ধারা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। সেমিনার শেষে ২০২৫-২০২৭ সালের জন্য নিউইয়র্ক শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

নিউইয়র্কে বয়স্কদের আর্থিক দুর্দশা চরমে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শুধু সামাজিক দায়িত্বই নয়—এটা একধরনের নৈতিক ঋণ হিসেবেই দেখা হয়ে থাকে।

সেন্টার ফর অরবান ফিউচার-এর সাম্প্রতিক এক গবেষণা অনুযায়ী, গত এক দশকে নিউইয়র্ক শহরের প্রবীণ নাগরিকদের দারিদ্র্যের হার ৪১ শতাংশ বেড়েছে। বর্তমানে ১৮ শতাংশ সিনিয়র সিটিজেন দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছেন।

নিউইয়র্কের অনেক প্রবীণ নাগরিক অবসরে গিয়েও কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ, তাদের অবসরকালীন আয়ের কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস নেই। গবেষণা বলছে, শহরের ৭০ বছরের বেশি বয়সী ৬০ শতাংশ মানুষের নেই কোনো স্থায়ী অবসর আয়। এই হার ব্রুকলিন ও ব্রংক্সে ৬৩ শতাংশ। এদের অনেকেই সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধা পান না। প্রায় ১৮.৮ শতাংশ সিনিয়র এই সুবিধার বাইরে রয়ে গেছেন। আর যারা পান, তাঁদের মধ্যে ১১ শতাংশ কেবলমাত্র স্বল্প পরিমাণের Supplemental Security Income (SSI) পাচ্ছেন, যা নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানোর জন্য খুবই অপ্রতুল।

ফলে দেখা যাচ্ছে, অবসরের বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরও বহু প্রবীণ নিউইয়র্কবাসী আংশিক বা পূর্ণকালীন কাজে যুক্ত। ৬৬ শতাংশ সিনিয়র নাগরিক এখনো কর্মরত, যেখানে আগের দশকের তুলনায় ৬৫ বছরের কম বয়সীদের কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র ৬.৪ শতাংশ।

বয়সভিত্তিক দারিদ্র্যেও দেখা গেছে জাতিগত বৈষম্যের প্রতিফলন। গবেষণা অনুসারে, নিউইয়র্ক শহরের হিস্পানিক সিনিয়রদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি। এরপর রয়েছে এশিয়ান, কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ সিনিয়ররা। অভিবাসী সিনিয়রদের দারিদ্র্য হার আমেরিকান জন্মগ্রহণকারী সিনিয়রদের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ বেশি।

নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস তার নির্বাহী বাজেটে ডিপার্টম্যান্ট ফর দ্যা এজিং কে ৫৭০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছেন। বয়স্কদের হোম-ডেলিভার্ড মিল, কেস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, এবং সিনিয়র সেন্টার আধুনিকায়ন—এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সেবা এখনো অপ্রাপ্ত অর্থায়নে ঝুলে আছে।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের এজিং কমিটির চেয়ার, ক্রিস্টাল হাডসন বলেছেন, "বর্তমান প্রেসিডেন্ট প্রশাসন দেশের বয়স্ক জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য সেবাগুলো একে একে সরিয়ে নিচ্ছে। এখন নিউইয়র্ক সিটির দায়িত্ব আরও বেড়েছে। আমাদের উচিত শহরের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এই জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানো।"

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file — IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea, NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

বাংলাদেশীদের অভিবাসন সমস্যা নিয়ে সেমিনার

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে 'মার্কিন অভিবাসন ক্র্যাকডাউন: বাংলাদেশি জনগণের জন্য চ্যালেঞ্জ এবং নীতিগত বিকল্প' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ মে (সোমবার) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হলে আয়োজিত এই সেমিনারটি আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনে সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান মাইকেল ই পিস্টন আইন অফিস।

সেমিনারের সঞ্চালনায় ছিলেন ফাওজিয়া আরিনা। শুরুতেই তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন অভিবাসন নীতিতে যেসব কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, তাতে বাংলাদেশি অভিবাসীরা একাধিক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। বিশেষ করে, ভিসা ব্যাকলগ, আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান, নির্বাসনের ঝুঁকি এবং অভিবাসন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কঠোর ভূমিকার কারণে অনেকেই উদ্বিগ্ন ও বিপাকে পড়েছেন।

মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিবাসন আইন বিশেষজ্ঞ এটর্নি মাইকেল এডওয়ার্ড পিস্টন ও তার সহকর্মী ল অফিসার লোকমান হোসেন ভূঁইয়া। তারা যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অভিবাসন নীতির পরিবর্তন এবং এর বাস্তব প্রভাব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, নীতিগত পরিবর্তন শুধু বর্তমান আইনি অবস্থান নয়, অভিবাসীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকেও প্রভাবিত করছে। তারা বলেন, সময়মতো সঠিক আইনি পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমেই এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব।

সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর সভাপতি গিয়াস আহমেদ এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আজগর হোসাইন খান বাবু। তারা জানান, বিশেষ করে যেসব বাংলাদেশি শিক্ষার্থী টার্মিনেশনের শিকার হয়েছেন, তাদের জন্য মাইকেল ই পিস্টন আইন অফিস বিনামূল্যে আবেদনসহ আইনি সেবা দেবে।

সেমিনারে বক্তারা একমত হন যে, অভিবাসন আইন সম্পর্কে সচেতনতা ও আইনগত সহায়তার প্রয়োজনীয়তা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বেশি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশি অভিবাসীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে জানার পাশাপাশি প্রযোজ্য পদক্ষেপ গ্রহণে সতর্ক ও সক্রিয় হতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, এই ধরনের সেমিনার শুধু তথ্যভিত্তিক আলোচনার সুযোগই সৃষ্টি করে না, বরং অভিবাসীদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনাও দেয়, যা তাদের নিরাপদ ও স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়ক হতে পারে।

হাইকোর্টে জামিন পেলেন জোবাইদা রহমান

ঢাকা ডেস্ক

জোবাইদা রহমান

সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে করা মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জোবাইদা রহমানকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে তাঁর আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিচারিক আদালতের দেওয়া অর্থদণ্ড স্থগিত করে মামলার নথি তলব করেছেন উচ্চ আদালত।

বুধবার শুনানি শেষে বিচারপতি মো. খসরুজ্জামানের বেঞ্চ এ আদেশ দেন। জোবাইদার পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী এস এম শাহজাহান, ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

আইনজীবী এস এম শাহজাহান বলেন, আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেছেন হাইকোর্ট। আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামিন দিয়েছেন।

এর আগে তিন বছরের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য ৫৮৭ দিনের বিলম্ব গতকাল মঙ্গলবার মার্জনা করেন হাইকোর্ট।

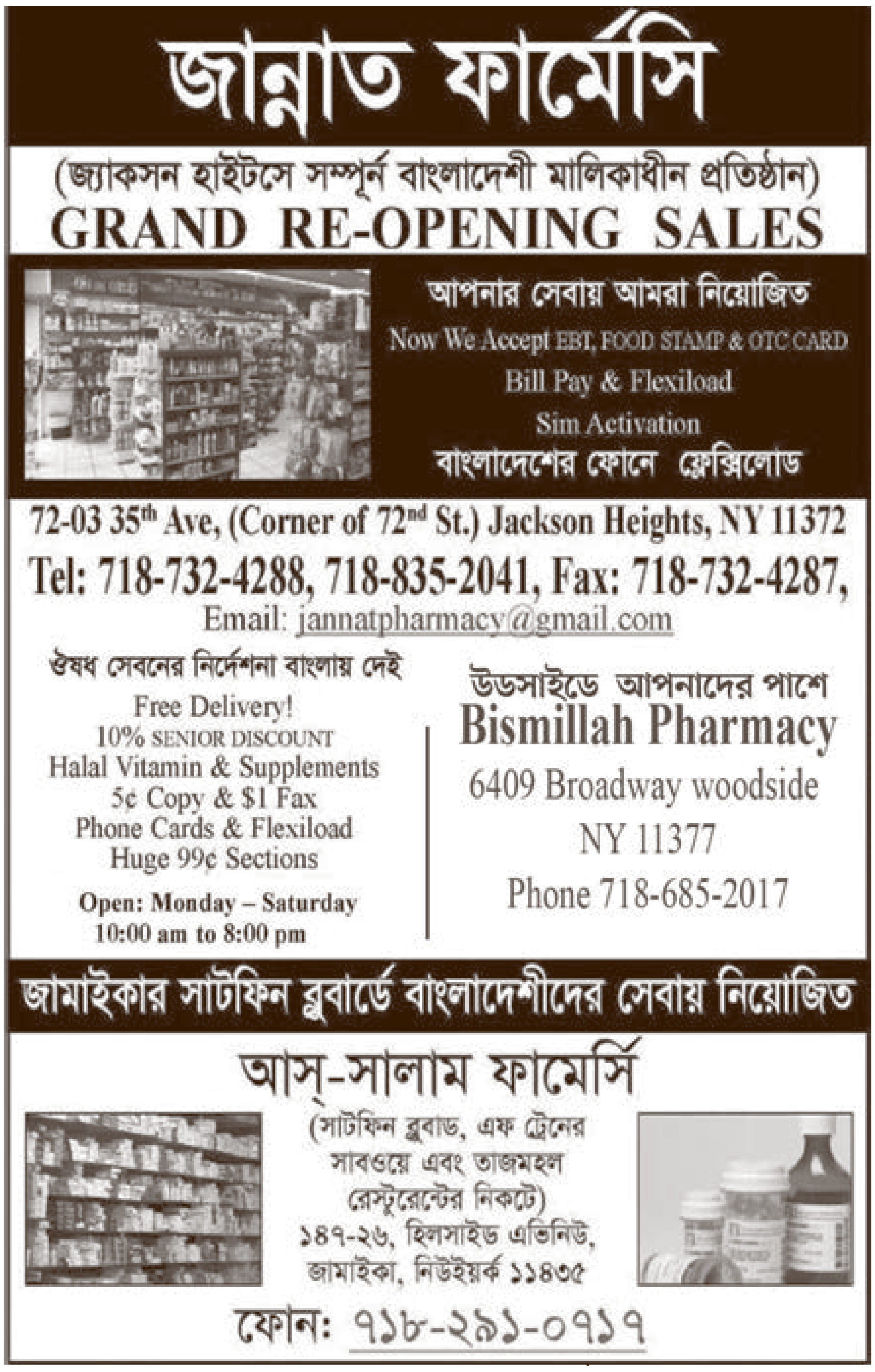

ব্রঙ্কসে বাফার বৈশাখী উৎসব উদযাপন

শেখ শফিকুর রহমান, নিউইয়র্ক

প্রবাসে বাঙালি সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে তাদের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির বন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের স্ট্রালিন বাংলাবাজারে শনিবার (১০ মে) উদযাপিত হয়েছে বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস তথা বাফার আয়োজনে বৈশাখী উৎসবের শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সহস্রাধিক মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রার সূচনা করেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর নাথালিয়া ফানন্ডেজ ও নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলর আমান্ডা ফারিয়াস।

শোভাযাত্রায় স্বাগত বক্তব্যে নাথালিয়া ফানন্ডেজ বলেন, 'ফরিদা ইয়াসমিনের নেতৃত্বে বাফার আজকের চমৎকার বৈশাখী আয়োজনে উপস্থিত থাকতে পেরে

আমি অত্যন্ত অভিভূত। সম্প্রতি আমরা গভর্নর কোথি হোচুলের নির্দেশনায় আলবেনি নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে প্রথম বারের মতো বাংলার ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী উৎসবের আয়োজন করেছিলাম; যা বাংলাদেশিদের জন্য অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের বিষয়।'

দিনব্যাপী বৈশাখী উৎসবের মূল আকর্ষণ বৈশাখী শোভাযাত্রাটি বাংলার ডোল ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তালে সব শ্রেণীর মানুষের নাচ গানে মুখরিত হয়ে পার্কচেস্টার এলাকার বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে স্ট্রালিন বাংলাবাজার এসে শেষ হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত থেকে সিটি কাউন্সিলর

> সহস্রাধিক মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রার সূচনা করেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর নাথালিয়া ফানন্ডেজ ও নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলর আমান্ডা ফারিয়াস।

আমান্ডা ফারিয়াস বাফার পক্ষ থেকে চারজন মহিয়সি নারীকে পুরস্কার দেন। তারা হলেন তাহমিনা শাহিদ ,ক্লারা রোজারিও, দুররে মাগদুম নবনি ও নাসরিন শাহানা।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সিরাজউদ্দিন আহমেদ সোহাগ, বীরমুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুর আহমদ, নুরুল ইসলাম মিলন, সাঈদুর রহমান লিংকন, সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের সভাপতি আব্দুর রব, মোশাররফ হোসেন, বিজয় সাহা।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশি নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোরসহ সহস্রাধিক মানুষের অংশগ্রহণে আয়োজনটি ভিন্ন মাত্রার রুপ পেয়েছিল। অনুষ্ঠান স্থলে বিভিন্ন স্টল বসে ছিল যা উপস্থিত অতিথিসহ সকলে উপভোগ করেন।

বৈশাখী উৎসবের আয়োজক বাফার কর্ণধার ফরিদা ইয়াছমিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

মৌলবাদী শক্তির আস্ফালন প্রতিরোধ করতে হবে

উত্তর আমেরিকা অফিস

সম্প্রতি রাজধানীর শাহবাগে আন্দোলনের সময় গোলাম আযমের নামে স্লোগান এবং জাতীয় সঙ্গীত থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে পিডিআই কানাডা। তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, 'স্বাধীনতাসংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধকে হেয় করার প্রচেষ্টা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।'

বুধবার (১৪ মে) এক বিবৃতিতে পিডিআই কানাডার সভাপতি আজফর সৈয়দ ফেরদৌস এবং সাধারণ সম্পাদক মনির জামান রাজু এই প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবিতে আন্দোলন চলাকালে একটি পক্ষ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামবিরোধী স্লোগান দিয়েছে। এমনকি প্রকাশ্যে জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। বগুড়ায় উদীচীর সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের আয়োজনে হামলা করেছে।'

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, 'ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর জনগনের বিজয়কে ৭১'-এর পরাজিত শক্তি ভিন্নভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীতসহ এ দেশের সংগ্রামী জনতার সব অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার ষড়যন্ত্রে নেমেছে।'

নিউইয়র্কে পর্যটক কমছে

প্রচারণায় নেমেছে শহর

রহমান মাহবুব

নিউইয়র্ক এখনো বিশ্বের সবচেয়ে উন্মুক্ত, বৈচিত্র্যময় ও অতিথিপরায়ণ শহর। নিউইয়র্ক সিটিতে ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটক আগমনের পূর্বাভাস হ্রাস পেয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধ, অভিবাসন-বিরোধী নীতি ও কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির হুমকিকে এই পতনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে নগরীর পর্যটন কর্তৃপক্ষ। গত দুই মাসে পূর্বাভাসটি দুবার সংশোধন করে ৬ কোটি ৭৬ লাখের জায়গায় এখন বলা হচ্ছে, এ বছর পর্যটক আসবেন ৬ কোটি ৪১ লাখ—গত বছরের তুলনায় ৪ লাখ কম।

কেন এই অবস্থা? অনেকেই মনে করছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের বিতর্কিত নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিদেশি পর্যটকদের অনীহা বেড়েছে। গত বছর ICE-এর আটককৃত বেশ কয়েকজন

বিদেশি পর্যটকের ঘটনা মিডিয়ায় আলোচিত হয়।

কানাডিয়ানরা কি কিছুটা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? ট্রাম্পের "কানাডাকে ৫১তম রাজ্য" বানানোর হুমকির প্রতিবাদে অনেক কানাডিয়ান যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ এড়াচ্ছেন। কানাডা থেকে পর্যটক আগমন ১৭ শতাংশ কমেছে, যা নিউ ইয়র্কের জন্য বড় ধাক্কা। আন্তর্জাতিক পর্যটকরা স্থানীয়দের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি খরচ করেন। ২০২৪ সালে তাদের খরচ ছিল ৫১ বিলিয়ন ডলার, যা এবার ৪ বিলিয়ন কমতে পারে।

নিউ ইয়র্ক সিটি ট্যুরিজম অ্যান্ড কনভেনশনস-এর প্রধান জুলি ককার জানান, "With Love + Liberty, New York City" শিরোনামে বিশ্বজুড়ে একটি প্রচারণা চালানো হচ্ছে। লক্ষ্য—নগরীর মুক্ত পরিবেশ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও আতিথেয়তার বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

অভ্যন্তরীণ পর্যটক সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ৪ লাখ বেড়ে ৫ কোটি ২০ লাখে পৌঁছলেও, আন্তর্জাতিক পর্যটক ১ কোটি ২১ লাখে নেমে এসেছে (৮ লাখ কম)। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা আরও পর্যটক হ্রাসের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

মহামারি-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের পথে থাকা নিউ ইয়র্কের পর্যটন খাত এখন ট্রাম্প নীতি ও ভ্রমণ বয়কটের দ্বৈত চাপে। তবে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পী গোষ্ঠীগুলো আশাবাদী—নিউ ইয়র্কের "অদম্য আত্মা"ই এই সংকট কাটিয়ে উঠবে।

স্ট্যাচু অফ লিবার্টির শহর এখনো সবার জন্য উন্মুক্ত। এই সংকট সাময়িক, কিন্তু নিউ ইয়র্কের গল্প চিরন্তন।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

টাঙ্গাইলে আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল

ঢাকা ডেস্ক

টাঙ্গাইলে কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের সমর্থনে মশাল মিছিল করেছেন একদল যুবক। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ভিডিওতে দেখা গেছে, সদর উপজেলার তারটিয়া বাইপাস এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়ক দিয়ে একটি মিছিল যাচ্ছে। রাত ৯টার পরে আয়োজিত এই মিছিলে নেতৃত্বে দেন ভূঞাপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলাম বাবু।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, রাতে হঠাৎ করেই মশাল জ্বালিয়ে মিছিল বের করেন একদল যুবক। পরে কিছু দূর এগিয়েই মিছিল শেষ করে তাঁরা এদিক-ওদিক চলে যান। মূলত টাঙ্গাইল-২ (গোপালপুর-ভূঞাপুর) আসনের

সাবেক সংসদ সদস্য তানভীর হাসান ছোট মনির সমর্থিত লোকজন এতে অংশ নেন। তাঁরা আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানভীর আহাম্মেদ বলেন, 'ভিডিওটি দেখেছি। মিছিলে অংশ নেওয়া শনাক্তকারীদের দ্রুতই গ্রেপ্তার করা হবে।'

এর আগে গত রোববার দিবাগত রাতে টাঙ্গাইল শহরে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। পরে সেই মিছিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

LEGAL NETWORK
INTERNATIONAL, LLC
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির
সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব
অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং
CPA দের সমন্বয়ে গড়া
ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL
COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.
৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

American Curry Awards 2025
এবার আপনিও হবেন শেফ
CURRY COMPETITION
Starter/ Appetizer (Chatpoti/ Fuchka etc.)
Dessert (Sweet/Cake/Pitha etc.)
Main Course (Polao/Roast/Korma/Biryani/Curry etc.)
QUEENS
SUNDAY, MAY 11, 2025 | 4.00 PM
AASHA PARTY HALL
89-14 168th Street, Jamaica, NY 11432
BRONX
SUNDAY, MAY 18, 2025 | 4.00 PM
KHALIL BIRYANI HOUSE
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462
SCAN HERE
FOR REGISTRATION
JOINTLY ORGANIZED BY
Khalil Group of Industries
AG
Aasha Group
More Details
Sadia Khondokar, Coordinator
917-722-4703, 347-459-8489, 929-624-8398

নিউইয়র্কে বিয়ানীবাজার মুড়িয়া সমিতি গঠিত

শেখ শফিকুর রহমান, নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কে মুড়িয়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনকের কার্যকরী পরিষদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এ উপলক্ষ্যে গত রোববার (১১ মে) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের কুইন্সে আল-মদিনা পার্টি হলে সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কার্যকরী পরিষদের গঠন ও শপথ শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

সম্মেলনের আহ্বায়ক গোলাম মর্তুজার সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ইফজাল আহমেদের পরিচালনায় কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কার্যক্রম

শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু। বিশেষ অতিথি ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের

তিন বারের সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিয়ানীবাজার সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান ও সাবেক সভাপতি বুরহান উদ্দিন কফিল, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক উপদেষ্টা

আজিজুর রহমান পাখি, সমাজসেবক আবুল হোসেন, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি সামসুদ্দিন, ব্যবসায়ী সানওয়ার চৌধুরী।

সম্মেলনে ইফজাল আহমদকে সভাপতি ও খলকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির বাকিরা হলেন সহ-সভাপতি আব্দুর নুর হারুন ও আব্দুল হামিদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফয়ছল আলম, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল বাছিত, সাংগঠনিক সম্পাদক বিলাল উদ্দিন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রেদোয়ান হোসেন, প্রচার সম্পাদক জুবের আহমদ, ক্রীড়া সম্পাদক আবেদ আহমদ মিষ্টু, কার্যকরী সদস্য গোলাম মর্তুজা, নাজমুল চৌধুরী, আলতাফ চৌধুরী, আব্দুল গফফার, ছাইফুল ইসলাম, আবু তাহের আছাদ, সাব্বির উদ্দিন, আলমগীর শাহ জেবুল, জামিল আহমেদ।

কানেকটিকাটে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী সাইফ মোহাম্মদের অনন্য সাফল্য

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থী সাইফ মোহাম্মদ যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব কানেকটিকাট থেকে ফিনান্সে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিশেষ চমকপ্রদ বিষয় হলো, সাধারণত দুই বছরের এই কোর্সটি তিনি মাত্র এক বছরেই সম্পন্ন করেছেন, যা তার নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও মেধার অনন্য প্রমাণ।

গত ১২ মে (সোমবার) ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাসে এক জাঁকজমকপূর্ণ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে এই ডিগ্রি প্রদান করা হয়। সাইফের এ অর্জন শুধু তার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, এটি বাংলাদেশি অভিবাসী সমাজের জন্যও গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে।

এর আগে, ২০২৪ সালের ৪ মে, একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিনান্স

বিভাগে চার বছরের ব্যাচেলর অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। সে সময় তিনি একযোগে গোল্ড এবং সিলভার মেডেল লাভ করেন, যা তার শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই অসাধারণ দক্ষতার স্বীকৃতি বহন করে।

সাইফ কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের স্টামফোর্ড শহরে তার বাবা মোহাম্মদ সাঈদুল হক (সাঈদ) এবং মা জোহুরা বেগম রহীম-এর সঙ্গে বসবাস করছেন। তারা দীর্ঘদিন ধরেই প্রবাসজীবনে নিজ সন্তানকে সুশিক্ষিত, মানবিক ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

ছেলের এমন অসামান্য কৃতিত্বে আবেগাপ্লুত সাইফের বাবা বলেন, আমার বিশ্বাস, এই অর্জন শুধু আমাদের পরিবারের জন্য নয়, বরং সমগ্র বখতিয়ারবাসীর জন্য এক আনন্দের খবর। সাইফ আগামী দিনে কর্মক্ষেত্রেও সাফল্যের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আমি আশাবাদী।

তার মা জোহুরা বেগম রহীম বলেন, ছেলেকে দেখে গর্বে চোখে জল আসে। তার এই অর্জন যেন আরও অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর অনুপ্রেরণার উৎস হয়।

পরিবারের পক্ষ থেকে দেশ ও প্রবাসের সকলের কাছে সাইফের জন্য দোয়া ও আশীর্বাদ কামনা করা হয়েছে, যাতে তিনি ভবিষ্যতেও তার প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রম দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

COMMITTED HOME CARE

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।

আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য COMMITTED HOME CARE নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

✓ আমরা বাংলায় কথা বলি
✓ আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

- Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
- Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

- **Home care PCA/PA** দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
- **Home care** সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
- আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
- **We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate**
- **We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish**

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care – we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI TOWER · BARI HOME CARE · BARI SUPERMARKET · BARI RESTAURANT · BARI PARTY HALL · BARI MEDIA · BARI CHARITY FOUNDATION · BARI & BARI · BARI ESTATE · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside,
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo. NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower
74-09 37th Ave,
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

গত শনিবার রেগো পার্কের জয়া হলে সংগীতশিল্পী তাহসানের কনসার্টে ছিল উপচে পড়া ভিড়। প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি রূপ নেয় এক মিলনমেলায়।

টেবিল টেনিস সম্প্রসারণে উপদেষ্টা নির্বাচিত হলেন আখলাকুর রহমান

মোহাম্মদ আরিফ

জীবনের দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে একসাথে এগিয়ে চলা মানুষটির নাম মোহাম্মদ আখলাকুর রহমান। একদিকে গবেষণাগারের নিখুঁত গণনা, অন্যদিকে টেবিল টেনিসের কোর্টে ঝড় তুলছেন। বাংলাদেশে জন্ম, এখন ফিলাডেলফিয়ায় প্রবাস জীবন। কাজ করছেন স্পার্ক থেরাপিউটিকসে (রোশে), পদবী লিড এনালিটিকেল ডেভেলপমেন্ট সায়েন্টিস্ট।

সম্প্রতি বাংলাদেশ টেবিল টেনিস সম্প্রসারণ উদ্যোগের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হিসেবে তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে। খবরটা বড়। কারণ পেছনে আছে দীর্ঘ পথচলা- মাঠে ও জীবনে।

আখলাক ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় জুনিয়র টেবিল টেনিস দলের চার বারের চ্যাম্পিয়ন। সেই সময় থেকেই শুরু। এরপর উচ্চশিক্ষা জাপানের ইয়ামাগুচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইক্রোবায়োলজি ও ইমিউনোলজিতে পিএইচডি। কাজ করেছেন বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড, জাপান আর যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে।

তবে খেলাধুলার প্রেমটা ছাড়েননি। এখন তিনি একজন ইউএসএটিটি রেটেড খেলোয়াড়। গত সেপ্টেম্বরে মিশিগানে অনুষ্ঠিত উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে নিউইয়র্ক ওয়ারিয়র্স দলের হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

এরপর একের পর এক সাফল্য- ফেব্রুয়ারিতে ক্লাব- ১৮ টুর্নামেন্টে ডাবলস চ্যাম্পিয়ন (ডেলাওয়্যার); এপ্রিল ২০২৫: নিউ জার্সিতে ডাবলসে রানার-আপ; ইউ২১০০ সিঙ্গেল- নিউ জার্সিতে রানার-আপ; লিলিওয়াইইপি- আরও একটি রানার-আপ ট্রফি; টরন্টো- ডাবলস চ্যাম্পিয়ন, সিঙ্গেল রানার-আপ; ওয়াশিংটনে জেইউআইসি নর্থ আমেরিকান টিম চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালিস্ট।

আখলাক বলেন, ‘দেশের জন্য কিছু করতে চাই। খেলাটা আমার শেকড়ের অংশ। টেবিল টেনিসের প্রেমটা বাঁচিয়ে রেখেছি বলেই আজ আমি নিজের জায়গা থেকে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারছি।’

নিউইয়র্কে তাহসানের মনমুগ্ধকর কনসার্টে দর্শকদের ঢল

জলি আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হল সংগীতশিল্পী তাহসান খানকে কেন্দ্র করে জমকালো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।

ফেসবুক পেজ বিউটিফুল লেডি ও ইজাজুল ইসলাম নাইমের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই আয়োজন। গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের সৌজন্যে অনুষ্ঠানটির টাইটেল স্পনসর ছিলেন ব্যবসায়ী নুরুল আজিম।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেন ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, শাহজাদী পারভিন সারা, ডাক্তার জেসি প্যাটেল, নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ড ডে কেয়ার পক্ষে জাহিদ আলম, এবিসিএইচ গ্রুপের অ্যাডমিন তরিকুল ইসলাম মিঠু ও অ্যাডভোকেট রেদওয়ানা সেতু।

তাহসানের পাশাপাশি আরও কয়েকজন শিল্পীর গান, নাচ ও উপস্থাপনায় ভরে ওঠে পুরো সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত করতে সহযোগিতা করেন ইজাজুল ইসলাম নাইম, বিউটিফুল লেডির এডমিন সিলভি, নাদিয়া চৌধুরী।

টিকিটের মূল্য ছিল ৫০ ডলার, যার সঙ্গে ছিল আকর্ষণীয় বুফে ডিনারের ব্যবস্থাও।

‘আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডসে’র প্রথম আসর ২৪ মে

‘বেস্ট হোম শেফ’ প্রতিযোগিতা ১৮ মে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের রন্ধনশিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করতে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে ‘আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডস’। এ উপলক্ষে আগামী ১৮ মে ব্রঙ্কসে খলিল বিরিয়ানি হাউসে অনুষ্ঠিত হবে ‘বেস্ট হোম শেফ’ প্রতিযোগিতা। যেখানে অংশ নিবেন আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডসে’র জন্য প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত অর্ধশতাধিক প্রতিযোগী।

এ ছাড়া আগামী ২৪ মে নিউইয়র্কের অভিজাত ভেন্যু টেরেস অব দ্য পার্কে বসবে কারি অ্যাওয়ার্ডসের প্রথম আসর। খলিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ ও আশা গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বর্ণিল এই আয়োজন। বুধবার (১৪ মে) এক সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকেরা এসব তথ্য জানান।

আয়োজকরা জানান, কারি অ্যাওয়ার্ডসকে আন্তর্জাতিক মানের একটি রন্ধন প্রতিযোগিতা ও সম্মাননা হিসেবে গড়ে তুলতে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এ উপলক্ষে ‘এবার আপনিও হবেন শেফ’ স্লোগানে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

তিনটি ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের বাছাই করে সম্মাননা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি আরও ৮টি ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হবে। সেগুলো হলো—বেস্ট রেস্টুরেন্ট, বেস্ট শেফ, বেস্ট ফুড ব্লগার, বেস্ট এন্টারপ্রেনিউর, শেফ অব দ্য ইয়ার, পারসনালিটি অব দ্য ইয়ার, কারি লিজেন্ড অ্যাওয়ার্ড এবং লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড।

আন্তর্জাতিক মানের এই আয়োজনে বিচারক হিসেবে থাকছেন বিশ্বের খ্যাতনামা রন্ধনশিল্পীরা। তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বখ্যাত শেফ টনি করিম খান, ভারতের ড. ইজ্জত হুসেন, মালয়েশিয়ার রসাহম বিন রুসলি, সৌদি আরবের মনতাসির মাসউদ, বাহরাইনের সিলভারস্টার রোজারিও, জর্ডানের মাহমুদ ইয়াসিন, ব্রিটিশ-বাংলাদেশি উদ্যোক্তা অলি খান এমবিই এবং বাংলাদেশের রাহিমা সুলতানা রীতা, শাহেদা ইয়াসমিন, মেরীনা খন্দকার ও লবি রহমান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ড. সবুর খান, ফুড ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর আদনান ফারুক হিল্লোল এবং জলটান বিডি খ্যাত নুসরাত ইসলাম। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট থেকে বিশিষ্টজন, রাজনীতিক ও আইনপ্রণেতারা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

নিউইয়র্কে মা দিবসে বর্ণিল কনসার্ট ও নৈশভোজ

জলি আহমেদ

নিউইয়র্কে অবস্থিত কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘মা দিবস কনসার্ট’ ও নৈশভোজ। গত রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু হওয়া এ ব্যতিক্রমধর্মী সাংস্কৃতিক আয়োজনটি ছিল নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এক আনন্দঘন মিলনমেলা।

মা ফাউন্ডেশন এর আয়োজনে এবং গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার’র সৌজন্যে অনুষ্ঠিত আয়োজনে গান, আড্ডা ও নৈশ ভোজনের মধ্য দিয়ে মা দিবস উদযাপন করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনপ্রিয় উপস্থাপক মিয়া মোহাম্মদ দুলাল ও শারমিনা শিরাজ সোনিয়া।

অনুষ্ঠানে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, শাহজাদী পারভিন সারা, ডা. জে সি প্যাটেল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম,বারী হোম কেয়ার পক্ষ থেকে আসিফ বারী টুটুল,ঢাকা জিলা এসোসিয়েশন এর পক্ষে দুলাল বৈদ্য,ক্রিসপি চিকেনের পক্ষে এমডি সারফরাজি।

পাশাপাশি ডায়মন্ড স্পনসর হিসেবে সহযোগিতা করেন ফাহাদ সোলায়মান ,কিম এন্ড অ্যাসোসিয়েট পক্ষে ইন্‌জিনিয়র খালেক,কেয়ারিং ফ্রেন্ড ডিরেক্ট পক্ষে জাকির এইজ চৌধুরী,এটারনাল কেয়ার সার্ভিস এর পক্ষে আশরাফ চৌধুরী খোকন, ওয়ারেন এন্ড কেলি এর পক্ষে মোর্শেদ এ হক,চৌধুরী এস হাসান এমডি, ল অফিস অফ মাইকেল গাসি, এক্সিট রিয়েলিটি প্রাইম এর পক্ষে মো. রাসেল,শাহ গ্রুপ ইউএসএ,মো ইসলাম।

এছাড়াও গোল্ড স্পনসর হিসেবে ছিলেন ইসলাম গ্রুপ, আব্দুর রশিদ বাবু, শেখ মোনান পলাশ, মেক ,সরোয়ার খান বাবু, গরেঞ্জ রায়, এশিয়ান হালাল মিট,ইশতিয়াক রুমি, সোহেল গাজী, আকবর হায়দার কিরন,ডিউক খান,মাইটেক ইউএসএ পক্ষে জিয়া উদ্দিন, দেওয়ান মনির, পল খানসহ আরও অনেকে।

বিশেষ সমন্বয়ে ছিলেন জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী ও ৮৮ বন্ধু মহল। পুরো অনুষ্ঠানটি কোন দলীয়করন ভেদাভেদ বাদ দিয়ে একটি পারিবারিক ও সামাজিক প্ল্যাটফর্মে রূপ নেয়, যেখানে মায়েদের প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হয় প্রাণবন্ত পরিবেশে।

অনুষ্ঠানে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ও বাংলাদেশ থেকে আগত একঝাঁক জনপ্রিয় কণ্ঠ শিল্পী নাজু, জুয়েল, শাহমাহবুব, জনি, কালা মিয়া, কামরুজ্জামান বকুল, টিপু,কামরুল, সবুজ, সেলিম ইব্রাহিমসহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মা ফাউন্ডেশনের কর্ণধার আমানত হোসেন আমান। তিনি বলেন, প্রবাস জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও মা দিবসের মতো উপলক্ষকে কেন্দ্র করে সবাইকে একত্রিত করতে পেরে আমরা গর্বিত। এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

কাউন্সিল নির্বাচনে আবারো প্রার্থী শাহানা হানিফ

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিল নির্বাচনে ফের প্রার্থী হয়েছেন কাউন্সিল সদস্য শাহানা হানিফ। পার্ক স্লোপ, উইন্ডসোর টেরেস, বোয়েরাম হিল ও ক্যারল গার্ডেনসসহ বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গঠিত ৩৯ নম্বর জেলায় দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য লড়ছেন এই বাংলাদেশি-মার্কিন রাজনীতিক।

২০২১ সালে নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়া শাহানা হানিফ নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম নারী। তিনি অভিবাসী ও প্রগতিশীল মূল্যবোধ নিয়ে যাত্রা শুরু করে প্রথম মেয়াদেই নজর কেড়েছেন মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে সোচ্চার অবস্থানের মাধ্যমে।

তবে এ বছরের নির্বাচনে তিনি মুখোমুখি হয়েছেন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন মায়া কর্নবার্গ। যিনি ব্রেনান সেন্টার ফর জাস্টিসের একজন গবেষক এবং ইহুদি বংশোদ্ভূত। গাজায় ইসরায়েলি হামলা নিয়ে হানিফের কণ্ঠস্বর এবং তার সমর্থনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিক্ষোভে অংশগ্রহণ তাকে রাজনৈতিকভাবে বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।

মায়া কর্নবার্গ এরই মধ্যে ‘সোলডারিটি পিএসি’র মতো প্রভাবশালী ইসরায়েলপন্থী রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটির সমর্থন পেয়েছেন। নিউইয়র্ক ফোকাসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর থেকেই কর্নবার্গের প্রচারে অন্তত ১৩ হাজার ডলার অর্থ সহায়তা এসেছে এই কমিটির মাধ্যমে।

অন্যদিকে, শাহানা হানিফের পক্ষে মাঠে নেমেছেন বেশ কিছু প্রগতিশীল সংগঠন ও সম্প্রদায়ভিত্তিক গোষ্ঠী। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ‘জিউসফরশাহানা’ নামের একটি ইহুদি নাগরিক আন্দোলন। যারা হানিফের অভিবাসী ও মানবাধিকারপন্থী অবস্থানকে সমর্থন জানাচ্ছেন।

দুই প্রার্থীর মধ্যকার এই প্রতিযোগিতা শুধু রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নয়, সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজন এবং অর্থায়ন নিয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এ নির্বাচনের ফল শুধু ৩৯ নম্বর জেলা নয় বরং বৃহত্তর নিউইয়র্কের রাজনৈতিক অবস্থানকেও নির্দেশ করবে।

প্রসঙ্গত, সিটির কাউন্সিল নির্বাচনে আগাম ভোট শুরু হবে ১৪ জুন এবং মূল ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ২৪ জুন। এই নির্বাচনে র‍্যাঙ্কড চয়েস ভোটিং প্রথা কার্যকর থাকবে। যার ফলে ভোটাররা একাধিক পছন্দক্রমে প্রার্থী নির্বাচন করতে পারবেন।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

সিএম কয়েস সামীকে সংবর্ধনা দিল জালালাবাদ এসোসিয়েশন

উত্তর আমেরিকা অফিস

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে সমাজসেবক, শিক্ষা অনুরাগী, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও সাবেক ব্যাংকার সিএম কয়েস সামীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গত ১ মে সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জয়া হলে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কয়েস আলী জালালাবাদ এসোসিয়েশন ঢাকার বর্তমান সভাপতি।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন আমেরিকার সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু ও বদরুন নাহার খান মিতা, বাংলাদেশ সোসাইটি সাবেক সাধারণ সম্পাদক রানা ফেরদৌস চৌধুরী, সেন্টার ফর এনআরবির চেয়ারম্যান শেকিল চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার বোর্ড অফ ট্রাস্টির সদস্য ছদরুন নূর, সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজিমুর রহমান বুরহান, বাংলাদেশ সোসাইটি সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি মকবুল রাহিম চুনই, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন বাংলদেশ সোসাইটির সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী।

সংবর্ধিত অতিথিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি বদরুল খান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু (সিলেট), সহ সভাপতি শামীম আহমেদ (সুনামগঞ্জ), মো. শফিউদ্দিন তালুকদার (হবিগঞ্জ) ও মো. জাবেদ উদ্দিন (মৌলভীবাজার), কোষাধ্যক্ষ মো. আলীম, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বুরহান উদ্দীন, কার্যনির্বাহী সদস্য হুমায়ুন কবির সোহেল, দেলোয়ার হোসেন মানিক।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন আমেরিকার নির্বাচন কমিশনার আব্দুস শহীদ, এডভোকেটেড নাসির উদ্দিন, ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক সদস্য তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশনের সভাপতি মাহবুব আলম, বাংলাদেশ সোসাইটি সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন সোহাগ, কুইন্স বাংলাদেশে সোসাইটি সভাপতি শামস উদ্দিন, এসোসিয়েশনের সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল মছব্বির, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মোস্তফা কামাল, সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি গোলাম মুর্তুজা, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল কুদ্দুস টিটু, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমদ ও উপদেষ্টা এমদাদ চৌধুরী, বিয়ানীবাজার সমিতির সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের অব আমেরিকার সাবেক নির্বাচন কমিশনার সালেহ চৌধুরী, সাবেক ফুটবলার হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএর জাবেদ আহমদ।

বক্তারা সরকারের কাছে সিলেটের উন্নয়নে পূর্বের নেয়া নানা পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন এবং আগামীতে বৃহত্তর সিলেটকে আরো সমৃদ্ধ করতে নতুন পরিকল্পনা হাতে নেয়ার জোর দাবি জানান।

কয়েস সামী জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা এবং উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি সব প্রবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের সরকারের কাছে তাদের দাবি তুলে ধরার জন্য আহ্বান জানান।

কয়েস সামী বলেন, 'দাবি আদায়ের সর্বোচ্চ মাধ্যম হচ্ছে একতা। আমরা সম্মিলিতভাবে কোন কিছু চাইলে যে কারো কাছ থেকে তা আদায় করা যায়। বৃহত্তর সিলেটের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে জালালাবাদ এসোসিয়েশন ঢাকা নানা পদক্ষেপ হাতে নিচ্ছে। প্রবাসীরাও আমাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করলে আমরা বৃহত্তর সিলেটের সব ধরনের দাবি দাওয়া পূরণ করতে পারব বলে বিশ্বাস করি।'

সম্মিলিত ব্রঙ্কসবাসীর সভা অনুষ্ঠিত

শেখ শফিকুর রহমান, নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বসবাসকারী বাংলাদেশি প্রবাসীদের সংগঠন সম্মিলিত ব্রঙ্কসবাসীর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত সোমবার (১২ মে) সন্ধ্যায় স্ট্রালিন বাংলাবাজারের গোল্ডেন প্যালেসে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশিষ্ট বাংলাদেশি কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোঃ আব্দুস শহীদের সভাপতিত্বে ও শামীম আহমেদের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন মোমিন মজুমদার, মাহবুব আলম, আব্দুল মুহিত, মোশাহিদ চৌধুরী, শেখ শফিকুর রহমান, কামরুজ্জামান বশির, শামসুল আলম দিদার, এন ইসলাম মামুন, কামাল উদ্দিন, জহিরুল ইসলাম, তোফাজ্জল হোসেন, আবুল কাসেম, সামাদ

মিয়া জাকেরিন, আশরাফ চৌধুরী, আনোয়ারুল হক ভূঁইয়া, মোস্তাফিজুর রহমান লিটন, মোজাফ্‌ফর হোসেন, মাহবুব খান।

সভায় উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে মাহবুব আলমকে আহ্বায়ক ও শামীম আহমেদকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করে অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটি গঠন করা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয়, সম্প্রতি বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে ব্রঙ্কস থেকে নির্বাচিত জুনেদ চৌধুরীকে সংবর্ধনা দেওয়া ও বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম হজে যাওয়া উপলক্ষে বিদায় জানানো।

এ উপলক্ষে আগামী ২১ মে বুধবার বিকেলে স্টালিন বাংলাবাজারের গোল্ডেন প্যালেসে সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

লাগোর্ডিয়া কলেজের ১৭ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাগোর্ডিয়া কমিউনিটি কলেজের ১৭ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করেছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি। এ সংখ্যাটি এপ্রিল মাসেরই। ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে কলেজে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, 'উল্লেখিত শিক্ষার্থীদের গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় এফ- ১ (স্টুডেন্ট ভিসা) বাতিল করা হলো।'

কলেজ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিক ই-মেইলে ভিসা বাতিল সংক্রান্ত ইমেইল পাঠিয়েছে। এ খবরটি জানাজানি হওয়ার পর লাগোর্ডিয়া কমিউনিটি কলেজসহ সিটির অন্যান্য কলেজগুলোতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। গত ৩ মাসে ৫ হাজার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করেছেন বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন সেক্রেটারি অব স্টেট মার্ক রুবিও।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ভূক্তভোগী শিক্ষার্থী বলেন, 'গত ১৭ এপ্রিল কলেজ থেকে ভিসা বাতিল সংক্রান্ত ই-মেইল পাই। সাথে সাথে কলেজে যোগাযোগ করি। এমনকি কলেজে যেতে চাই। তারা কলেজে না যেতে পরামর্শ দেন।'

লার্গোডিয়া কমিউনিটি কলেজ সেনচুয়ারি ক্যাম্পাস না হওয়ায় আইনশৃঙ্কলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেন তারা।

'কলেজ কর্তৃপক্ষ একজন এটর্নির নাম ও টেলিফোন নাম্বার দিয়ে তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার কথা বলেন। আমি এটর্নিকে কল করেছি।'

বাংলাদেশি এই শিক্ষার্থী বলেন, '৩ বছর আগে লাখ লাখ টাকা খরচ করে এ দেশে এসেছি। সুন্দর ও উজ্জ্বল একটি ভবিষ্যতের আকাঙ্খা ছিল। দেশে স্ত্রী ও সন্তান রেখে এ দেশে লেখাপড়া করছিলাম। সবই ঠিকঠাক চলছিল। আগামী জানুয়ারিতে কম্পিউটার সায়েন্সে ডিগ্রী নেওয়ার কথা ছিল। এখন ঘর থেকেই বের হতে পারছি না। কখন গ্রেফতার হই এই আতঙ্কে দিনাতিপাত করছি। ৩ বছরে প্রায় ১ কোটি টাকা খরচ করেছি। দেশে ফিরে গেলে কোন ডিগ্রী হাতে থাকবে না। আর দেশে গিয়ে কি করবো।'

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকাতে ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি সম্পূর্ণ বেসমেন্ট এখন থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬৫১-৭১৮৮, ৯১৭-৬৫১-৯৫২৮

বেইজমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ৮৯ এভিনিউ ও ২১২ প্লেস কিউ ০১, ৩৬, ৪৩ এবং ২২ নং আইল্যান্ড এমটিয়ে ক্লোজ টু হিলসাইড ভাড়া হবে। একবেড বাথ বড় লিভিং এপ্রিল থেকে। 718-675-9305

BASEMENT FOR RENT

Two bedrooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month. Please contact for details 7187857123

পাত্রী চাই

একজন নম্র ভদ্র শিক্ষিত ছেলের জন্য মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রী ডিভোর্স হলেও অসুবিধা নাই। শুধুমাত্র আগ্রহী পাত্রী কনটাক্ট করলে ভাল হয় যোগাযোগ: 929-407-7375

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিস্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩8 + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

টেবিল টেনিস সম্প্রসারণে উপদেষ্টা নির্বাচিত হলেন আখলাকুর রহমান

মোহাম্মদ আরিফ

জীবনের দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে একসাথে এগিয়ে চলা মানুষটির নাম মোহাম্মদ আখলাকুর রহমান। একদিকে গবেষণাগারের নিখুঁত গণনা, অন্যদিকে টেবিল টেনিসের কোর্টে ঝড় তুলছেন। বাংলাদেশে জন্ম, এখন ফিলাডেলফিয়ায় প্রবাস জীবন। কাজ করছেন স্পার্ক থেরাপিউটিকসে (রোশে), পদবী লিড এনালিটিকেল ডেভেলপমেন্ট সায়েন্টিস্ট।

সম্প্রতি বাংলাদেশ টেবিল টেনিস সম্প্রসারণ উদ্যোগের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হিসেবে তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে। খবরটা বড়। কারণ পেছনে আছে দীর্ঘ পথচলা- মাঠে ও জীবনে।

আখলাক ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় জুনিয়র টেবিল টেনিস দলের চার বারের চ্যাম্পিয়ন। সেই সময় থেকেই শুরু। এরপর উচ্চশিক্ষা জাপানের ইয়ামাগুচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইক্রোবায়োলজি ও ইমিউনোলজিতে পিএইচডি। কাজ করেছেন বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড, জাপান আর যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে।

তবে খেলাধুলার প্রেমটা ছাড়েননি। এখন তিনি একজন ইউএসএটিটি রেটেড খেলোয়াড়। গত সেপ্টেম্বরে মিশিগানে অনুষ্ঠিত উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে নিউইয়র্ক ওয়ারিয়র্স দলের হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

এরপর একের পর এক সাফল্য- ফেব্রুয়ারিতে ক্লাব- ১৮ টুর্নামেন্টে ডাবলস চ্যাম্পিয়ন (ডেলাওয়্যার); এপ্রিল ২০২৫: নিউ জার্সিতে ডাবলসে রানার-আপ; ইউ২১০০ সিঙ্গেল- নিউ জার্সিতে রানার-আপ; লিলিওয়াইইপি- আরও একটি রানার-আপ ট্রফি; টরন্টো- ডাবলস চ্যাম্পিয়ন, সিঙ্গেল রানার-আপ; ওয়াশিংটনে জেইউআইসি নর্থ আমেরিকান টিম চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালিস্ট।

আখলাক বলেন, 'দেশের জন্য কিছু করতে চাই। খেলাটা আমার শেকড়ের অংশ। টেবিল টেনিসের প্রেমটা বাঁচিয়ে রেখেছি বলেই আজ আমি নিজের জায়গা থেকে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারছি।'

বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনে আহ্বায়ক কমিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএর কার্যকরী পরিষদের মাসিক সভা গত রোববার (৪ মে) বিকালে বাংলাদেশ সোসাইটি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর পরিচলনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সহ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভুইয়া, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক মোহাম্মদ আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান জিলানী), কার্যকরি সদস্য হারুনও রশিদ, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান।

সভায় বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছর পূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ উপলক্ষে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন সহ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁইয়া এবং প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে থাকবেন কার্যকরী সদস্য হারুনও রশিদ। শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে এতে সংগঠনের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাদের বিভিন্ন দায়িত্বে রাখা হবে। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজন করতে প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

জমজম ট্রাভেল ইউএসএর হজ্জ ২০২৫ সেমিনার ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ১০ মে ২০২৫, শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় জমজম ট্রাভেল ইউ এস এবং রওয়াফ মিনা এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো হজ্জ ২০২৫ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন সেমিনার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জমজম ট্রাভেল ইউ এস এর সিইও মাহবুব আলম, ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাওহিদ মাহবুব মুন্না, এবং জমজম ট্রাভেল ইউ এস মনোনীত ইমাম মোহাম্মদ মনসুরুল হক , ও আননুর কালচারাল সেন্টারের পরিচালক মুফতি ইসমাইল সহ আরো অনেকেই।

সেমিনারে ২০২৫ সালের হজ্জে অংশগ্রহণকারী যাত্রীদের হজ্জ পালনের বিস্তারিত নিয়মাবলি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। হজ্জের বিভিন্ন ধাপ যেমন— ইহরাম পরিধান করার নিয়ম, হজ্জের সময়সূচি অনুযায়ী করণীয়, এবং নির্দিষ্ট দোয়া কখন ও কোথায় পাঠ করতে হবে— এসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এই ওরিয়েন্টেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল হজ্জ যাত্রীদের মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করা এবং তাদের হজ্জ পালনে সহায়তা প্রদান করা, যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে হজ্জের প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করতে পারেন।

আয়োজকরা জানান, হজ্জযাত্রীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে Zamzam Travel US সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ওসমানী বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পরিণত করার দাবি

উত্তর আমেরিকা অফিস

ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পরিণত, বার্মিংহাম থেকে বিমানের ফ্লাইট চালু ও ওসমানী বিমান বন্দর থেকে বিদেশী ফ্লাইট চালু না করলে বৃটেন থেকে রেমিট্যান্স বন্ধ ও বিমান বয়কট করা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার (১২ মে) বার্মিংহামের আস্টন রোডস্থ বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ ফয়েজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও ফয়জুর রহমান চৌধুরীর পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুল্লী ফান্‌কশনেল ওসমানী ইন্টারন্যাশনেল এয়ার পোর্টের আহ্বায়ক কেএম আবু তাহের চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠণের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান কোরেশী, সদস্য সচিব মোহাম্মদ আব্দুর রব, অর্থ সচিব মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, লুটন শাখার সেক্রেটারি মো. আনোয়ার হোসেন।

সভায় বক্তব্য দেনকমিউনিটির প্রবীণ নেতা এমএ লতিফ, আজাদ চৌধুরী ,আব্দুল মালিক পারভেজ, কামরুল হাসান চুনু, সৈয়দ জামশেদ আলী, মাফিজ খান, আব্দুর রশীদ, আব্দুল কাদির আবুল, ফিরোজ খান, কাজী আঙ্গুর মিয়া, ইনামুর রহমান, আব্দুল মুকিত আজাদ, মুফতি তাজুল ইসলাম, মোস্তফা মিয়া, কামরুজ্জামান।

সভায় কমিউনিটি নেতা তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, মসুদ আহমদ, সুজাতুর রেজা উপস্থিত ছিলেন।

দীর্ঘ ২৩ বছরেও ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পরিণত না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সভায় বক্তারা বলেন, 'চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমান বন্দর থেকে প্রতি সপ্তাহে ৫টি ফ্লাইট পরিচালনা করা হলেও সিলেট থেকে বিমান ছাড়া কোন ফ্লাইট দেওয়া হচ্ছে না। বৃটেনের বার্মিংহাম এলাকায় আড়াই লাখ বৃটিশ বাংলাদেশী বসবাস করার পরও বিমান কোন ফ্লাইট দিচ্ছে না। বিমান যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। ওসমানী বিমান বন্দরে লাগেজ কেটে চুরি ও যাত্রী হয়রানী বেড়েছে। প্রতিটি সরকার সিলেটবাসীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। আর কোন বৈষম্য সহ্য করা হবে না।'

সভায় ফয়জুর রহমান চৌধুরীকে আহ্বায়ক, আব্দুল মালিক পারভেজকে সদস্য সচিব ও আব্দুল কাদির আবুলকে অর্থ সচিব করে ৪৭ সদস্যের ক্যাম্পেইন কমিটি বার্মিংহাম শাখা গঠন করা হয়।

নিউইয়র্কে বাংলা ব্লকেড ইউএসএর আনন্দ মিছিল

জলি আহমেদ

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের খুশিতে নিউইয়র্কে বাংলা ব্লকেড ইউএসএর ব্যানারে মিছিল করেছে প্রবাসীরা।

রোববার (১১ মে) জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় এমন দৃশ্য দেখা যায়।

ঢাকায় আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সড়কে নেমে আসেন নিউইয়র্কের বিএনপির নেতাকর্মীরা। মিছিলের শ্লোগানে মুখরিত হয় চারপাশ। এ সময় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও গত ১৬ বছরের বিতর্কিত কর্মকাণ্ড নিয়ে কথা বলেন নেতারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলা ব্লকেড ইউএসএর প্রধান পৃষ্ঠোপোষক আবদুল লতিফ সম্রাট, প্রধান সম্পাদক গিয়াস আহমেদ, কনভেনর জমিম ভূঁইঞা, প্রধান সমন্বয়ক জিল্লুর রহমান, উপদেষ্টা মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, রিয়াজ মাহমুদ, আব্দুর সবুর, গিয়াস উদ্দিন, মোশারফ হোসেন সবুজ, ইবাদ চৌধুরী, জাহাঙ্গীর হাসান, খলকুর রহমান খলকু, আবু সাইদ, আনোয়ার হোসেন পলাশ, জিয়াউর রহমান মিলন, আল মামুন সবুজ।

ডাইভারসিটি প্লাজার সামনের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতাকর্মীদের জমায়েতে পরিবেশন করা হয় দেশাত্মবোধক সংগীত। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন বিএনপির নিউইয়র্ক শাখার নেতাকর্মীরা।

এইচআরপিবি'র সেমিনার

প্রবাসী ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশ প্লাজার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) নিউইয়র্ক শাখার সেমিনার ও মতবিনিময় সভা। গত ১১ মে (রোববার) সন্ধ্যায় 'বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রবাসী ট্রাইবুন্যাল গঠনের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাখা সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়া জাকির এবং সঞ্চালনা করেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ।

ভালো লাগে মানুষের জন্য কাজ করতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

রিনা আবেদীন বলেন, 'ম্যাচ মেকিং কোন সহজ কাজ নয়। মানুষের তথ্য সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করি। মনোযোগ দিয়ে তাদের গল্প শুনে তাদেরকে বুঝতে চেষ্টা করি। অনেকেই বিশ্বাস কিংবা ভরসা করতে পারে না, আমি তাদেরকে আশ্বাস দেই তথ্য গোপন রাখবার ব্যাপারে। আমেরিকায় প্রাইভেসী কথাটার গুরুত্ব অনেক, প্রাইভেসির আশ্বাস দিলে তখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কাজটা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও আমি খুব উপভোগ করি। ভালোবাসার মাধ্যমে কাজটা খুব সহজ হয়ে যায়।'

সোহানা নাজনীন বলেন, 'প্রবাসে ছেলে-মেয়েদের জন্য উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খোঁজা অভিভাবকদের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে। ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ সব কিছু মিলিয়ে একটা ভারসাম্য তৈরি করতে চান তারা।' এই প্রেক্ষাপটে সোহানা নাজনীন জানতে চান, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি পরিবারগুলো সাধারণত কেমন ধরনের ম্যাচ খোঁজেন, বয়স, ধর্ম, শিক্ষা কোন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন?

রিনা আবেদীন বলেন, 'অভিভাবকদের প্রথম শর্ত থাকে, তারা কোনো ছবি ও বায়োডাটা শেয়ার করবে না। এটা জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশানের কাজ বলে আমি তাদেরকে বোঝাই। চাকরির আবেদনের মতোই ম্যাচ মেকিংয়ের ক্ষেত্রে ছবি-বায়োডাটা ছাড়া কাজ করা সম্ভব না। এখানে জন্ম এবং বেড়ে ওঠা সন্তানদের জন্য বাবা-মায়েরা এখানে জন্ম নেওয়া পাত্র-পাত্রী খোঁজেন। আবার যারা বাংলাদেশ থেকে কিছুটা বড় করে এ দেশে সন্তান এনেছেন তারা চান ভিন্ন কিছু।'

ম্যাচ মেকিংয়ে গোপনীয়তা রক্ষা নিয়ে তিনি বলেন, 'আমি খুব একটা প্রচার করি না। তবুও ফেসবুক মাধ্যমের অনেকেই আমাকে চেনে। অনেক মানুষ তাদের মনের ইচ্ছা আমাকে বলেন। গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে তাদেরকে আশ্বস্ত করি। তারা তখন মন খুলে আমাকে সবকিছু জানায়, যার ফলে তাদের ম্যাচ করাটা আমার জন্যে সম্ভব হয়। এই বিশ্বাসের জায়গাটা আমি তাদের জন্যে রাখি।'

দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্য কোন গুণ বা প্রস্তুতিগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ- কুলসুম আক্তার সুমীর এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'বিয়ের জন্য আমি পাত্র-পাত্রী দুইজনকে কথা বলার সুযোগ করে দেই। তারা যেন সময় নিয়ে দুইজন দুইজনকে বুঝতে পারে। কোন নির্দিষ্ট সময় বেধে দেই না। পাশাপাশি তাদেরকে প্রচুর কাউন্সিলিং করি। সাথে এটাও বোঝাই যে, বিয়ের জন্যে স্যাক্রিফাইস মন থাকতে হবে, একে অন্যকে বিশ্বাস করতে হবে, ভালোবাসতে হবে, সম্মান বোধ থাকতে হবে, এগুলো জরুরি।'

ম্যাচ ম্যাকিংয়ে দুইজনের মধ্যে প্রেমের বিষয়টা কখন বা কীভাবে আসে, এ নিয়ে রিনা আবেদিন বলেন, 'প্রেম তো বলে কয়ে আসে না। প্রেমের পর বিয়ে করাকে আমি খুব পছন্দ করি। দুইজনের মধ্যে আলাপকালে প্রেম হলে বিয়ে হওয়াটাও সহজতর হয়। ওরা নিজেদের পছন্দের মানুষ খুঁজে পায়।'

ম্যাচমেকিং করতে গিয়ে রিনা আবেদীন প্রতিদিন নানা রকম মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, জুটি মেলান। বিয়ের আগে তাদের এক ধরনের মানসিক প্রস্তুতির সঙ্গীও হয়ে ওঠেন। এত ম্যাচ করাতে করাতে এক সময়কার 'সিনেমার জুটি' সম্পর্কে রিনা আবেদীনের মনে হয়েছে 'ইস! এমন ম্যাচই তো আমি করাতে চাই?' তার মতে, ক্ষমতা থাকলে তিনি অভিনেতা অমিতাভ বচ্ছন ও অভিনেত্রী রেখার এই জুটিকে বিয়ে করিয়ে দিতেন।

রিনা আবেদীন দীর্ঘ দিন ধরে এই কাজ করছেন। একেকটা সম্পর্ক তৈরির পেছনে অনেক সময়, শ্রম আর আবেগ জড়িত থাকে। সব প্রক্রিয়া সবসময় মসৃণ যায় না। তবে রিনা আবেদীন এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হননি। তিনি বলেন, 'কারণ আমি এতটাই তাদের সাথে বিশদ ব্যাখ্যা করি যে, নেগেটিভ কোন আভাস পেলে তাদেরকে জানিয়ে সাবধান করে দেই। কেউ চাইলে সে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু তাতে আমার কোন দায় থাকবে না।'

ম্যাচ মেকিং প্রক্রিয়ায় অভিভাবকের ভূমিকা কতটুকু এবং অভিভাবকরা সরাসরি যুক্ত থাকেন নাকি ছেলে-মেয়েরা নিজেরাই যোগাযোগ করেন- জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বেশির ভাগই বাবা-মায়েরা যোগাযোগ করেন। সেই বাবা-মায়েরাই করেন যারা তাদের সন্তানদের প্রেম করতে দেয়নি, অতিরিক্ত শাসনে রেখেছিল।'

ম্যাচ মেকার হিসাবে কাজ করতে পেরে রিনা আবেদীন বরাবরই ভালো লাগার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি আরো বলেন, 'কাজটা এতটাই আমার ভালো লাগার যে, আমার মন খারাপের সময়েও যদি কেউ বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে চায়, আমি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে যাই। আমার ভালো লাগে মানুষের জন্য কাজ করতে।'

তিনি জানান, শহরের কিছু সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে তাকে পাওয়া যাবে, বিশেষ করে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা, ঠিকানা, বাংলা পোস্ট- নামের পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। তিনি বলেন, 'আমি ম্যাচ মেকিং করি, খুব ভালোবাসার একটা কাজ। সারা বিশ্বজুড়েই আমার এই কাজ। রেফারেন্স দিলে আরো ভালো হয়। আমি চাই, প্রথমে আমাকে কেউ মেসেজ করুক। আমাকে আপন ভেবে সাহস করে এগিয়ে আসলে সবাই উপকৃত হবেন। কিন্তু আমাদের বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই বিয়ের পর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন না।'

তিনি যোগাযোগের জন্য মোবাইল নাম্বার শেয়ার করেন- 718-905-9460 এবং তার ওয়েবসাইট deshimatchmaking.com।

নানা আলোচনায় এভাবেই সেদিনের পর্বটি শেষ হয়। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

ফোবানা নিয়ে বাণিজ্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

এ বিভক্তি ও বাণিজ্যিকীকরণের প্রবণতায় ক্ষুব্ধ। তাদের অভিযোগ— আয়োজকরা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থকে জাতিগত ঐক্যের চেয়ে বড় করে দেখছেন। তারা বলছেন, ফোবানার মানও অনেক নিচে নেমে গেছে। আগে ফোবানা সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিশিষ্টজনেরা যোগ দিতেন। তাদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা সেমিনার হতো। প্রবাসীরা তাদের কথা মন দিয়ে শুনতেন। বহির্বিশ্বের ফোবানার কদর ছিল। কিন্তু এখন ফোবানা সম্মেলনে সভা-সেমিনার হয়। তাতে উপস্থিতি থাকে হতাশাজনক। বিনোদন থাকলেও সেখানে যেন রুচির দুর্ভিক্ষ লাগে!

সচেতন মহল বলছেন, শুধু আর্থিক দিক নয় এর পেছনে আছে রাজনীতি ও ইগোর খেলা। ফোবানা সম্মেলন সবসময় ব্যয়বহুল। কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন নিজ পকেটের অর্থ খরচ করে হলেও ফোবানা করতে হবে। এটা অনেকটা সামাজিক স্ট্যাটাস ধরে রাখার মত। অনেকে বলছেন, ফোবানা যারা করেন, তাদের অনেকে ইগোতে ভোগেন। আর এর কারণে তারা অর্থ ও সময় অপচয়, কোনো কিছুকেই প্রাধান্য দেন না।

প্রসঙ্গত, ১৯৮৭ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংকের একটি ছোট অডিটরিয়ামে অত্যন্ত ছোট পরিসরে ফোবানার জন্ম হয়েছিল। 'অদম্য বাংলাদেশে অবাক বিশ্ব' স্লোগানকে সামনে রেখে তিন দশক আগে যাত্রা শুরু করে এই সম্মেলন। প্রতিবছর ফোবানা আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যেখানে বাংলাদেশের গানের, নাচের, সাহিত্য এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক দিকগুলো উপস্থাপিত হয়। এর পাশাপাশি, বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়ন, শিক্ষা, এবং মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

অবশেষে পেনশন সুবিধা কাট করতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিবেশের কারণে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা বেড়েছে।

'তারা কর্মচারীদের কাছ থেকে বেশি টাকা নেবে এবং এরপর সুবিধার হিসাবের পদ্ধতি বদলে দিয়ে সুবিধার পরিমাণ কমিয়ে দেবে।' -এমনটাই বলেছেন আমেরিকান ফেডারেশন অব গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের নীতিনির্ধারক জ্যাকলিন সাইমন।

ইউনিয়নের মতে, এই কাটছাঁটের ফলে বহু কর্মচারী যাঁরা অবসরের যোগ্য, তারা বর্তমান সুবিধা নিশ্চিত করতে আগেভাগেই চাকরি ছেড়ে দিতে পারেন।

রিপাবলিকানদের এই প্রস্তাব এখনো চূড়ান্ত হয়নি এবং এটি পূর্ণ হাউস ও সিনেটের অনুমোদন প্রয়োজন। কমিটির চেয়ারম্যান রিপ. জেমস কোমার বলেন, 'এই উদ্যোগটি আমেরিকানদের করের অর্থ সাশ্রয় করার জন্য।' তিনি আরো বলেন, 'এই সব সুবিধার ব্যয়ভার বহন করে দেশের পরিশ্রমী করদাতারা ও ক্রমবর্ধমানভাবে সরকারি ঋণ।'

তবে সব রিপাবলিকান এই প্রস্তাবের পক্ষে নন। ওহাইওর প্রতিনিধি মাইক টার্নার ডেমোক্র্যাটদের সাথে একযোগে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। তিনি বিবৃতিতে বলেন, 'আমি এমন কোনো উদ্যোগকে সমর্থন করি না; যেখানে ফেডারেল কর্মচারীদের অর্জিত পেনশন থেকে অর্থ কেটে ব্যয় কমানোর চেষ্টা করা হয়। এই পেনশনগুলো দান নয়- এগুলো তাঁদের নিষ্ঠার বিনিময়ে দেয়া প্রতিশ্রুতি।'

কমিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হল- অনেক বর্তমান বেসামরিক ও ডাক কর্মীদের রিটায়ারমেন্ট তহবিলে বেতনের ৪ দশমিক ৪ শতাংশ উন্নিত করা। ২০১৪ সালের আগে নিয়োগপ্রাপ্তরা সাধারণত ০ দশমিক ৮ শতাং বা ৩ দশমিক ১ শতাংশ অবদান রাখতেন, যেখানে সাম্প্রতিক নিয়োগপ্রাপ্তরা সাধারণত ৪ দশমিক ৪ শতাংশ অবদান রাখেন।

যেসব অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এখনো সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট বয়স্ক হননি, তাঁদের জন্য বর্তমানে যে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হয়, সেটি বাতিল করা হবে। এছাড়া রিটারমেন্ট ভাতার হিসাব করার জন্য কর্মীদের সর্বোচ্চ উপার্জনের তিন বছরের গড়ের পরিবর্তে পাঁচ বছরের গড় ব্যবহার করা হবে, যা বার্ষিক হাজার হাজার ডলার সুবিধা কমাতে পারে।

তবে কিছু নির্দিষ্ট পেশার কর্মীরা- যেমন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, কাস্টমস ও বর্ডার প্রোটেকশন অফিসার এবং এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার- এই পরিবর্তনের আওতায় পড়বেন না। যদিও তাঁরাও ৫৬ বা ৫৭ বছর (পদের ওপর নির্ভর করে) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত অবসর সুবিধা পাবেন না।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, 'যেসব নতুন কর্মী 'অ্যাট উইল' অর্থাৎ চাকরির নিশ্চয়তা কম থাকা অবস্থায় চাকরি করতে রাজি হবেন না, তাঁদের জন্য ৫ শতাংশ অতিরিক্ত পেনশন অবদান বাধ্যতামূলক করা হবে।

ইউনিয়ন নেতারা জানিয়েছেন, এই প্রস্তাব ফেডারেল কর্মীদের মধ্যে বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

এএফজিইর কাউন্সিল অফ প্রিজন লোকালসের সভাপতি ব্র্যান্ডি মুর হোয়াইট বলেন, 'মানুষ এখন খুব হতাশ। তারা মনে করছে, এটা যেন এক ধরনের টোপ দেখিয়ে প্রতারণা করা হচ্ছে।'

তাঁর সংগঠন ৩০ হাজারের বেশি কারাগারের কর্মচারী ও কর্মকর্তা প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও তাঁর সদস্যদের অনেকেই এই নিয়মে সরাসরি প্রভাবিত হবেন না, তবুও যারা ৫৭ বছর হওয়ার আগেই অবসর নেবেন, তাঁরা অতিরিক্ত অর্থ পাবেন না। অনেক কর্মী ৪০'-এর দশকে বা ৫০'-এর শুরুর দিকে অবসর নেন, ফলে এই সুবিধা হারানো তাঁদের জন্য বিপর্যয়কর হতে পারে।

সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের 'এএফজিই' কাউন্সিল ২২০'-এর প্রেসিডেন্ট জেসিকা লা পয়েন্ট বলেন, তাঁদের সংস্থার এক চতুর্থাংশ কর্মী এখন অবসরের যোগ্য। অনেকেই তাঁকে ফোন করে জানাচ্ছেন, তাঁরা এখনই অবসর নিতে চান, যেন বর্তমান সুবিধা নিশ্চিত করতে পারেন।

তিনি বলেন, 'আমার সহকর্মীরা বলছেন, 'এই ধাক্কাটা আমি সামলাতে পারব না।'

যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষাঋণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

এখন হঠাৎ করে বড় অঙ্কের এই কিস্তি যোগ হওয়ায় তাদের আর্থিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ছে।

এনপিআরের এক প্রতিবেদনে কয়েকজন সাধারণ ঋণগ্রহীতার অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। কেউ কেউ জানিয়েছেন, তারা এখন মাস শেষে খরচ মেটাতে পারছেন না, আবার কেউ কেউ দ্বিতীয় চাকরির চিন্তা করছেন শুধুমাত্র বাড়ি ভাড়ার টাকাটা জোগাড় করতে।

ঋণগ্রহীতা ক্যাথরিন উটেন বলেন, মাসের শেষে খরচ চালানোই এখন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাইকেল হ্যারিসের বক্তব্য, আমি জানি না কী করবো। মনে হচ্ছে তারা শিগগিরই আমার আয় থেকে কিস্তি কেটে নিতে শুরু করবে। জে ডিয়া কাস্তিয়ো বলেন, ভাড়া মেটাতে হলেও এখন দ্বিতীয় চাকরি নিতে হবে।

এদিকে ঋণগ্রহীতাদের অনেকেই জানাচ্ছেন, হঠাৎ করে এত বড় অঙ্কের কিস্তির জন্য তারা প্রস্তুত ছিলেন না।

জেসিকা ডে লা বার্তো নামে একজন জানান, আমি এক হাজার ডলারের কিস্তির জন্য কোনো পরিকল্পনাই করিনি। অ্যামি টিবল বলেন, প্রতি মাসে ৯০০ ডলার কিস্তি দিতে গিয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

চার্লি ওয়াইজ আরও জানান, যারা এই কিস্তি সময়মতো পরিশোধ করতে পারছেন না তাদের ক্রেডিট স্কোরে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে যারা আগে ভালো স্কোর ধরে রেখেছিলেন তাদের ওপর প্রভাবটি আরও বেশি হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে বাড়ি কেনা বা গাড়ির ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে পারেন তারা।

ঋণগ্রস্তদের প্রতি ওয়াইজের পরামর্শ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেমেন্ট শুরু করুন। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ঋণ দাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিকল্প বা সহায়তা কর্মসূচির সন্ধান নিন।

এদিকে সংকটময় সময়ে অনেকের জীবনযাত্রা বদলে দিতে হচ্ছে। কেউ প্রয়োজনীয় খরচ কমাচ্ছেন, কেউ আবার নতুন আয়ের পথ খুঁজছেন।

প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউস ছাড়ার আগে, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার প্রশাসন ৫০ লক্ষেরও বেশি ছাত্রের ঋণ বাতিল করেছে। তবে এপ্রিলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ট্রাম্প প্রশাসনের শিক্ষা বিভাগ জানিয়ে দেয়, এখন আর কোনো গণ ঋণ ক্ষমা করা হবে না। সর্বশেষ গত ৫ এপ্রিল থেকে শিক্ষাঋণ পরিশোধের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

মিশিগানে মা দিবস উদযাপিত

মিশিগান প্রতিনিধি, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রোববার (১১ মে) মা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। মা দিবস উপলক্ষে ছেলে-মেয়েরা দূর দূরান্ত থেকে এসে মায়েদের সাথে দেখা করেছে, উপহার দিয়েছে, কেক কেটেছেন, মাকে নিয়ে বেড়ানো, খাওয়া দাওয়াসহ সুন্দর সময় কাটিয়েছে। মায়েরাও ছেলে-মেয়েদের দোয়া, আশীর্বাদ করেছেন।

দুর্গা মন্দির

ডেট্রয়েট শহরের দুর্গা মন্দিরে রোববার দুপুরে মা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে মায়েদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে গীতাপাঠ, কীর্তন ও মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। মায়েরা একত্রিত হয়ে কেক কাটেন। ছেলে-মেয়েরা মায়েদের নিয়ে ছবি তোলেন, সুন্দর সময় কাটান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মন্দিরের সভাপতি পংকজ দাশ, হেনা দাশ, অমল কৃষ্ণ দেব, জবা পাল। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক উজ্জল সুত্রধর।

মন্দিরের সভাপতি পংকজ দাশ জানান, প্রতিবারের মতো এবারো দুর্গা টেম্পলে মা দিবস উযাপন করা হচ্ছে। মা দিবসকে কেন্দ্র করে মা ও সন্তানরা একত্রিত হয়ে একটা সুন্দর সময় কাটান মন্দিরে।

মন্দিরের মিডিয়া ও পাবলিকেশান ডাইরেকটার পার্থ সারথী দেব জানান, দুর্গা মন্দির হচ্ছে এখানকার বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের দ্বারা পরিচালিত সবচেয়ে পুরাতন একমাত্র সর্বজনীন মন্দির। এ মন্দিরের একটা ঐতিহ্য আছে, সুনাম আছে। আমরা এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নতুন নতুন অনুষ্ঠান উপহার দিয়ে যাচ্ছি। মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিটি বাঙালি পার্বণ ও উৎসব পালন করে বাঙালির কৃষ্টি ও ঐতিহ্য তুলে ধরে নতুন প্রজন্মকে বাঙলা ও বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক, বিষয় জানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে দুর্গা মন্দির।

শিব মন্দির

ওয়ারেন সিটির শিব মন্দিরে রোববার বিকেলে মা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ছিল গীতাপাঠ, কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ। মায়েদের উদ্দেশ্যে কেক কাটা হয়। সব মা মিলে ছবি তোলেন, সন্তানদের সাথে সুন্দর সময় কাটান। সবশেষে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে সামান্য ভুলেই ভিসা বাতিল, নন-সিটিজেনদের উদ্বেগ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত নন-সিটিজেনদের জন্য উদ্বেগজনক এক নতুন ভিসা নীতি চালু করেছে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট। ‘কেচ অ্যান্ড রিভোক’ নামে এই নীতির আওতায় এখন থেকে ন্যূনতম আইন লঙ্ঘন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিতর্কিত মতামত প্রকাশ করলেই বাতিল হয়ে যেতে পারে ভিসা।

সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডেলে এ নীতির ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, ভিসা হলো একটি বিশেষ সুবিধা, অধিকার নয়।

এই সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষার্থী, ওয়ার্ক পারমিটধারী, গ্রীন কার্ড আবেদনকারীসহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বহু নন-সিটিজেনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় পড়েছে। ইমিগ্রেশন বিশ্লেষকরা বলছেন, কোনো আইনি প্রক্রিয়া বা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার সুযোগ না রেখেই শুধুমাত্র একটি ট্রাফিক টিকিট, পার্কিং লঙ্ঘন, মেট্রো ট্রানজিটে ভাড়া না দেওয়া, অথবা প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার মতো ঘটনার জন্যও ভিসা বাতিল করা হতে পারে।

এই নীতির অংশ হিসেবে মার্কিন প্রশাসন এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিদেশি নাগরিকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে। গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া অনেক শিক্ষার্থীর ভিসা ইতোমধ্যে বাতিল হয়েছে। যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরি করেছে।

বিশ্লেষক অ্যারন রেইখলিন-মেলনিক একে ‘ভয়ংকর দৃষ্টান্ত’ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, ওভারস্পিডিংয়ের মতো ছোটখাটো কারণে ভিসা বাতিলের নজির রয়েছে। এখন এর মাত্রা আরও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রের উদার গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী এবং বিদেশি শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করছে।

নতুন এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সবাইকে আইনি সচেতনতা ও ব্যক্তিগত আচরণে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইউনাইটেডহেলথ গ্রুপের সিইও’র পদত্যাগ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম স্বাস্থ্যবীমা সংস্থা ইউনাইটেডহেলথ গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অ্যান্ড্রু উইটি পদত্যাগ করেছেন। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মঙ্গলবার (১৩ মে) এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানিয় কোম্পানিটি। একই দিনে সংস্থাটি ২০২৫ সালের জন্য নির্ধারিত আর্থিক পূর্বাভাস স্থগিত করেছে।

অ্যান্ড্রু উইটির পদত্যাগের পরপরই ইউনাইটেডহেলথের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান স্টিফেন হেমসলিকে নতুন সিইও হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হেমসলি ২০০৬ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এবার তিনি আবারও সিইওর দায়িত্ব নিলেন এবং পাশাপাশি বোর্ড চেয়ারম্যান হিসেবেও বহাল থাকছেন। উইটি নতুন ভূমিকায় হেমসলির সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন।

বেঙ্গল ক্লাব অব আটলান্টিক সিটির ‘বর্ষবরণ উৎসব’ ২৮ মে

সুব্রত চৌধুরী, নিউ জার্সি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের বেঙ্গল ক্লাব অব আটলান্টিক সিটির উদ্যোগে বাংলা ‘বর্ষবরণ উৎসব’ আয়োজনের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে।

আগামী ২৮ মে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত এগ হারবার টাউনশিপের ৭০০৪ রিজ এভিনিউস্থ হলি ট্রিনিটি গির্জার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিতব্য ‘বর্ষবরণ উৎসব’ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে থাকছে কথামালা, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, র‍্যাফেল ড্র ও মেলা।

মেলায় বাংলার ঐতিহ্যবাহী চারুকারু, খাবার-দাবার, বুটিক, পোশাক-পরিচ্ছদ ও গয়নাসহ নানারকম দেশীয় পণ্যের সমাহার থাকবে।

এছাড়া প্রবাসে ভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোররা যাতে আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি-সংস্কৃতি অন্তরে ধারণ করে লালনপালন করতে পারে, তারই প্রয়াসে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

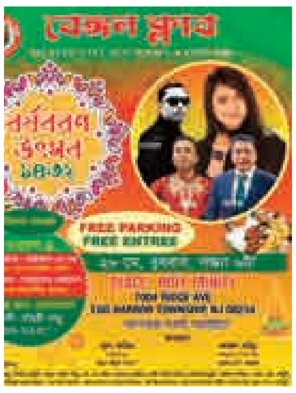

বেঙ্গল ক্লাব অব আটলান্টিক সিটির সভাপতি রানা কবির ও সাধারণ সম্পাদক কাজল বাড়ৈ ‘বর্ষবরণ উৎসব’ অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেলস ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীনকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
•Emirates •Qatar Airways •Etihad Airways •Turkish Airlines •Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের ‘কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড’ থেকে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি’তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

বইমেলার ৩৪ বছর
নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা
যত বই তত প্রাণ
34th
NEW YORK
INTERNATIONAL
BANGLA BOIMELA
৩৪তম
নিউ ইয়র্ক
আন্তর্জাতিক
বাংলা বইমেলা
May 23 – 26, 2025
Friday & Monday: 4:00 PM – 11:00 PM
Saturday & Sunday: 11:00 AM – 11:00 PM
VENUE
Jamaica Performing Arts Center (JPAC)
153-10 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432
CONTACT
+1 703-589-8534, +1 610-203-9695
+1 347-656-5106
প্রধান অতিথি
ফিলিস টেইলর
মুক্তিযুদ্ধের মার্কিন বন্ধু
বিশেষ সম্মাননীয় অতিথি
অধ্যাপক রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান, সিপিডি
গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক
সাহিত্য সমালোচক, দার্শনিক
অধ্যাপক, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
ড. রওনক জাহান
সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
ক্যাপ্টেন (অব.)
সিতারা বেগম
বীর প্রতীক
আমন্ত্রিত লেখক
ড. আবদুন নূর
কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার
বিরূপাক্ষ পাল
লেখক ও বিতার্কিক
মুস্তাফিজ শফি
কবি, বহুমাত্রিক লেখক, সাংবাদিক
সরকার কবীর উদ্দিন
লেখক ও সাংবাদিক
আবু সাঈদ খান
প্রাবন্ধিক
নাজমুন নেসা পিয়ারি
অনুবাদক
জাফর আহমদ রাশেদ
কবি
ড. শামীম রেজা
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বদরুজ্জামান আলমগীর
কবি ও প্রাবন্ধিক
ফারুক আহমেদ
কবি, সাহিত্য সম্পাদক
মঈনুদ্দীন মুনশি
কবি
অভীক সারোয়ার রহমান
লেখক ও সাংবাদিক
হুমায়ূন কবীর ঢালী
লেখক ও প্রকাশক
তানভীর তারেক
লেখক ও সাংবাদিক
আশিক মুস্তাফা
শিশুসাহিত্যিক
পারমিতা হিম
কথাসাহিত্যিক
লেখক-পাঠক-মুখোমুখি
নতুন বই নিয়ে আলোচনা
স্বরচিত কবিতা পাঠ
কবিতা আবৃত্তি
বিতর্ক
সেমিনার
আলোকচিত্র প্রদর্শনী
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
উদ্বোধক
সাদাত হোসাইন
কবি ও ঔপন্যাসিক
আমন্ত্রিত প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
আলমগীর সিকদার লোটন
আকাশ প্রকাশন
রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল
নালন্দা
জসিম উদ্দিন
কথাপ্রকাশ
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
দীপঙ্কর দাশ
বাতিঘর
মাহবুবুল হাসান ফয়সল
ঋদ্ধি প্রকাশন
এছাড়াও থাকছে
প্রকাশনা সংস্থা
সময় প্রকাশন
আহমদ পাবলিশিং হাউস
অন্বয় প্রকাশ
প্রথমা প্রকাশন
অঙ্কুর প্রকাশনী
স্টুডেন্ট ওয়েজ
কাকলী প্রকাশনী
কালের চিঠি
শব্দঘর
মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক
ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল
পাবলিকেশন্স
আমন্ত্রিত শিল্পী
রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা
ফাহমিদা নবী
দেবদাস চৌধুরী
শাহ মাহবুব
কৃষ্ণ তিথি
স্বপ্নীল সজীব
মোঃ শাহীন হোসেন
আরো থাকছেন
কার্তিক চন্দ্র মন্ডল, উজ্জ্বল ব্যানার্জিসহ
বিভিন্ন খ্যাতনামা শিল্পী ও সংগঠন
রোকেয়া হায়দার
আহ্বায়ক, নিউ ইয়র্ক
আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৫
ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ
চেয়ারপারসন, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন
আয়োজনে
মুক্তধারা ফাউন্ডেশন
MF
www.nyboimela.org
nyboimela@gmail.com
Principal
Patrons:
Syed Zaki &
Rahat Hossain
GFB GROUP
Principal Hosne Ara
Ahmad Foundation
DR. ZIAUDDIN AHMED & DR. FATEMA AHMED
REVIVIFY

মধুর আমার মায়ের হাসি

আফতাব চৌধুরী

‘মা’ ত্রিভুবনের সবচেয়ে মধুরতম অপার্থিব শব্দ। মা কথাটি ছোট্ট হলেও মা-ই বসুন্ধরা, মমতার আধার। মা তার সহজাত মমত্ব দিয়ে সন্তানকে আগলে রাখেন অসামান্য দরদে। সন্তানের রোগে-শোকে মাও আক্রান্ত থাকেন একই তন্ত্রীতে। সৃষ্টিকর্তার সেরা সৃষ্টি মায়ের মতো আপন কেউ নেই, কেউ হতে পারেও না। সবচেয়ে আপনজন মাকে সম্মান জানাতে ১২ মে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে ‘মা’ দিবস।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশে প্রতি বছর মা দিবস পালন করা হয়। তবে দেশভেদে মা দিবস পালনের তারিখে পার্থক্য আছে। সাধারণত প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারকে মা দিবস পালন করার রীতি অনেক দেশেই গড়ে উঠেছে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, মা দিবস পালন করার রীতি এ যুগের নয়। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগেও অনেক জায়গায় এই দিবসটি পালন করত মানুষ। অবাক হওয়ারই কথা। খ্রিষ্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই মিশর, রোম ও গ্রিসে মা দিবস পালন করা হত। তবে সে দিবসটা ঠিক আমাদের বর্তমানের মা দিবসের মতো ছিল না। এদিকে ১৬ শতকে ইংল্যান্ডে মা দিবস পালন করা হত বলে জানা যায়। দিবসটি তারা মাদারিং ডে হিসেবে পালন করত। সেদিন সরকারি ছুটিও ছিল। পরিবারের সবাই তাদের মায়ের সাথে দিনটি কাটাত। তবে এই দিবসটি ততটা প্রসার লাভ করেনি। ব্রিটিশরা আমেরিকায় তাদের কলোনি স্থাপন করার পর ইংল্যান্ড থেকে দলে দলে মানুষ আমেরিকায় বসবাস করতে শুরুকরে। আমেরিকার এইসব নতুন অধিবাসীরা ইংল্যান্ডের ‘মাদারিং ডে’ কেও আমেরিকায় আমদানি করে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু নানা কারণে সেটা তারা চালু রাখতে পারে নি। এর প্রায় ১০০ বছর পর ১৮৭০ সালে আমেরিকার জুলিয়া ওয়ার্ড হাও নামের এক গীতিকার মা দিবস পালনের প্রস্তাব দেন।

তিনি আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় একটি দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন। সে গানটা সে সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় হাজার মানুষকে হত্যা করা হচ্ছিল কারণে বা অকারণে। এক মায়ের সন্তান আরেক মায়ের সন্তানকে হত্যা করছিল অবলীলায়। এসব হত্যাযজ্ঞ দেখে জুলিয়া খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি এটা বন্ধ করার জন্য আমেরিকার সব মাকে একসাথে করতে চেয়েছিলেন। আর এ কারণেই তিনি আন্তর্জাতিক মা দিবস পালন করতে চাচ্ছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল এই দিনটি সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করার। তিনি ব্যাপকভাবে সাড়া না পেলেও তার নিজের শহর বোস্টনে দিবসটি পালিত হচ্ছিল বেশ ঘটা করেই। এদিকে ভার্জিনিয়ার একটি মহিলাদের দল জুলিয়া ওয়ার্ড হাওয়ের প্রস্তাবিত মা দিবসটি পালন করত বেশ মর্যাদার সঙ্গেই। এই দলের নেত্রী ছিলেন অ্যানা রিভেস জারভিস। তিনি গৃহযুদ্ধের সময়কালে ‘মাদারস ফ্রেন্ডশিপ ডে’ পালনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই দিবস পালনের কারণে গৃহযুদ্ধ সময়কালে অনেকটাই শান্তির বার্তা এনে দিয়েছিল। অ্যানা রিভেস জারভিস তার জীবনের সুদীর্ঘ ২০ বছর কাটিয়েছিলেন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গ্রাফটনের একটি গির্জায়। সেখানে তিনি সানডে স্কুলের শিক্ষকতা করেছেন। তার মৃত্যুর পর তার মেয়ে অ্যানা এম জারভিস মা দিবস ঘোষণা আন্দোলনের হাল ধরেন। অ্যানা জীবিত ও মৃত সব মায়ের প্রতি সম্মান জানানোর তথা শান্তির জন্য এই দিবসটি পালন করতে চাচ্ছিলেন। এই লক্ষ্যে তারা ১৯০৮ সালে গ্রাফটনের ওই গির্জার সুপারিনটেনটেন্টের কাছে একটি আবেদন জানায়। তার অনুরোধে সাড়া দিয়ে সে বছরই ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ও পেনসিলভেনিয়ার কয়েকটি গির্জায় মা দিবস পালিত হয়। এভাবে অনেকেই প্রতি বছর মা দিবস পালন করতে শুরুকরে। এরপর অনেক পথ পেরিয়ে ১৯১৪ সালে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার জাতীয় মা দিবসের মর্যাদা দেন। আরও পরে ১৯৬২ সালে এই দিবসটি আন্তর্জাতিক মা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। মা দিবস বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পালন করা হয়। শুধু কী তাই, দেশভেদে এই বিশেষ দিবস পালনের রীতিও ভিন্ন ভিন্ন। তবে সব দেশের রীতিতে যত ভিন্নতাই থাকুক একটা ব্যাপারে সবাই কিন্তু এক। সেটা আর কিছুই নয়, সবাই চায় এই দিনে মাকে খুশি করতে। মায়ের সাথে সময় কাটাতে, মাকে সুন্দর সুন্দর জিনিস বানিয়ে উপহার দিতে, আরও অনেক কিছু।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনা। এই দেশটি অক্টোবর মাসের তৃতীয় রবিবার মা দিবস পালন করে থাকে। এই সময়টায় আর্জেন্টিনায় বসন্তকালের আমেজ থাকে। তাই মা দিবসে পরিবারের সবাই মিলে ঘুরতে বেরোয়। অবশ্য সবাই যে বাইরে ঘুরতে যায় এমন নয়। যারা বাড়িতে থাকে, তারা মাকে খুশি করতে নানা কাজ করে থাকে। যেমন ধর, মায়ের সম্মানে তারা একত্রে খাওয়াদাওয়া করে, কবিতা আবৃত্তি করে। আবার স্কুলে গিয়ে মায়ের উদ্দেশে চিঠি লেখে বা নিজে হাতে কার্ড বা অন্যকিছু বানিয়ে মাকে উপহার দেয়। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, এই দিনে মায়ের কথা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এদিকে এই দিনে আর্জেন্টিনায় পরিবারের বাবা রান্না ও ঘরের অন্যান্য চমদপ্রদ কিছু উপহার দেয়। আবার ফ্রান্স মে মাসের শেষ রবিবার মা দিবস পালন করে আসছে ১৯২০ সাল থেকে। এই দিনটি সেখানে সরকারিভাবে পালন করা হয়। মজার ব্যাপার হল, যে মায়ের যত বেশি সন্তান তার তত বেশি সম্মান। এ জন্য যে মায়ের চার বা পাঁচটি সন্তান আছে তাকে মা দিবসে সরকারিভাবে ব্রোঞ্জ পদকে পুরস্কৃত করা হয়। একইভাবে যার ছয় বা সাতটি সন্তান তাকে রৌপ্য পদক এবং যার আটটি বা তারও চেয়ে বেশি সন্তান তাকে স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। জাপানে মা দিবসের পৃথক একটি নাম আছে। তারা মা দিবসকে বলে ‘হাহা নো হি’। ১৯১৩ সাল থেকে জাপানে খ্রিষ্টানরা আমেরিকান রীতিতে মা দিবস পালন করতে শুরুকরে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে পশ্চিমাদের অনুকরণে এই দিবসটি পালন করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যুদ্ধের পর থেকে আবার তারা মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মা দিবস পালন করছে। জাপানিরা এই দিনে মাকে ফুল, রুমাল ও হাতব্যাগ উপহার দেয়। বাড়িতে আয়োজন করা হয় জাপানের ঐতিহ্যবাহী খাবারের। মেক্সিকোতে অনেক আগে থেকেই মা দিবস পালন করা হয়। মেক্সিকানরা ১০ মে মা দিবস পালন করে। সকাল বেলায় পরিবারের সবাই মিলে মাকে গান শুনিয়ে মা দিবস শুরুহয়। মাঝে মাঝে ব্যান্ড দলও ভাড়া করে আনা হয় গান গাওয়ার জন্য। মায়ের জন্য সন্তানরা ফুল আর চকোলেট কেনে।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় সব কিছুরই আলাদা আলাদা নাম আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এক ভাষার সাথে আরেক ভাষার কোনো মিলই নেই। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের শিশুর প্রথম ভাষা ‘মা’। তাই এক কথায় ‘মা’ শবদটি আসলে কোনো ভাষার নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এই শব্দটি সর্বজনীন। যেমন ফ্রান্সে মা বলা হয় মেরি, জার্মানিতে মাটার, হিন্দিতে মাজি, উর্দুতে উমি, ইংরেজিতে মামি, মাম, মামা, মাম্মি, বাংলায় আম্মা, মা। ভালোমতো খেয়াল করে দেখুন ‘মা’ শব্দটি কী খুব বেশি পার্থক্য সৃষ্টি করছে, অবশ্যই না। তাই মা কিন্তু হেলাফেলার কোনো কিছু নয়। মা দিবসটিও পালন করতে হবে সুন্দর ও অর্থপূর্ণভাবে। এই দিনে অনেকেই ফুল, বই, গানের সিডি, চকোলেট বা অন্য বিশেষ কোনো কিছু উপহার হিসেবে বেছে নেয়।

সন্তানদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে মায়েরা অসামান্য অবদান রাখেন। একটি জাতির শিক্ষিত হয়ে উঠার পেছনে মায়েদের অবদান সবচেয়ে বেশি। যে পরিবারে মা শিক্ষিত সেই পরিবারের সন্তানেরা সহজেই সুশিক্ষিত হয়ে উঠে। এসব বিবেচনা করেই বর্তমান সরকার মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। বয়স্ক মায়েদের জন্য ভাতার ব্যবস্থাও করা হয়। চাকরিজীবী মায়েদের কষ্ট লাঘবের কথা বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন স্থানে ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইতিমধ্যে তাদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আজ সমাজে এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

পৃথিবীর প্রায় সব কবিই মাকে নিয়ে ছড়া-কবিতা লিখেছেন। বাংলা ভাষার কবি বা ছড়াকারও পিছিয়ে নেই এক্ষেত্রে। কবির কল্পনায় মায়ের নানা রূপ ফুটে উঠেছে ছড়া-কবিতাতে। এসব ছড়া-কবিতায় মা কখনো মমতাময়ী, কখনও খেলার সাথি, কখনও তার শিশুমনের আজব কল্পনায় সবচেয়ে আপন চরিত্র, কখনো বা একমাত্র অবলম্বন। একেক কবি মাকে একেকভাবে চিহ্নিত করছেন তাদের ছড়া-কবিতায়। তেমনি কবি কাজি কাদের নেওয়াজ লিখেছেন, ‘মা কথাটি ছোট্ট অতি/ কিন্তু জোনো ভাই/ইহার চেয়ে নাম যে মধুর/ ত্রিভুবনে নাই।’

লেখক : সাংবাদিক-কলামিস্ট।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, DCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

মা কৈলে-তয় যা, উড়াই যা

হুমায়ুন কবির

১

প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই আমার প্রথম কাজ হলো জানালার ব্লাইন্ড তুলে পাখিগুলো কি করছে দেখা। কখনো ঘরের ছাদে, কখনো সবজির-বাগানের মাচায়, কখনোবা গাছের ঝোপে পায়রা দুটো উড়ে উড়ে বেড়ায়। বুঝতে পারি ওরা বাসা বাঁধার জায়গা খুঁজছে। লক্ষ্য করছিলাম ঝুলন্ত ফুলের টবের দিকেই ওদের নজর বেশি। দেখি, দিনশেষে ফেন্সের উপর বসে সারাদিনের হিসেব মিলায়। দুজনে শলাপরামর্শ করে। মা হবার সময় এসেছে, যেনোতেনো আঁতুরঘর হলে তো চলবে না!

অবশেষে সবদিক যাচাইবাছাই করে একদিন মনের মতো জায়গাটি বেছে নেয় ওরা। ঝুলন্ত ফুলের টবে! কোন মা না চায়, সন্তানদের জন্ম হোক ফুলের বিছানায়! ওরা ও চেয়েছে।

শুরু হয় বাসা বাঁধার কাজ। দুজনে মিলে খড়কুটো জড়ো করতে থাকে। ছোট বড়ো নানান মাপের খড় কুটো দিয়ে একটু একটু করে বুনতে থাকে বাসা। কখনোবা ভেজা ঘাসে একটু কাদা মাখিয়ে নিয়ে আসে। রাজমিস্ত্রীদের মতো নিপুন হাতে ঘর বানায়। ঠিক যেমন রাজমিস্ত্রীরা ছোটবড় ইট মিলিয়ে, কেটেকুটে গাঁথুনি গাঁথে, ওরাও তাই। সারাদিন পরিশ্রম আর রাতে বিশ্রাম। আবার কাকভোরে কাজে লেগে যায়।

কে শিখিয়েছে ওদের এতো কারিগরী বিদ্যা? আমি অবাক বিস্ময়ে স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি প্রানভরে দেখি।

একসময় বাসাবাঁধা শেষ হয়। মা ডিমপেড়ে তা' দেওয়া শুরু করে। পুরুষ পাখিটা ঘুরে ফিরে তদারকি করে। পালা করে পাহারা দেয়। মা'কে অবসর দেয় মাঝেমাঝে। আমি পালক-পিতা'র মতো ওদের সন্তান আসার অপেক্ষায় দিনগুনি। কখনো দেখি, ফুলের ঝোপের ফাঁক গলিয়ে মায়ের গভীর কালো উদ্বিগ্ন চোখ উঁকিমারে। আমাদের চোখাচোখি হয়। ইশারায় অভয় দেওয়ার চেষ্টা করি। জানিনা ওরা বুঝতে পারে কি না।

কয়েকরাত ধরে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিলো। আবার দিনের বেলা ঠা-ঠা রোদ্দুর আর প্রচণ্ড গরম। প্রকৃতি যেন তার অশুভ খেলায় মেতেছে। মায়ের পরীক্ষা নিচ্ছে বারবার। প্রকৃতি কি বোকা, ও কি জানেনা মায়েদের পরীক্ষা নিতে নাই। মা-রা তো পরীক্ষায় কখনো ফেল করে না! ভিজে একাকার, তবুও মা-পাখি ঘর ছেড়ে পলায় না। অতি যত্নে ডিমগুলো আগলে রাখে।

যদিও আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম, যদি ডিমগুলোর কোনো ক্ষতি হয়।

আমার কান্ড দেখে আমার স্ত্রী নিরা হাসে।

-কি এত দ্যাখো? একদিনতো তোমার বাচ্চাদের মত, ওদের বাচ্চারাও মায়ের পাঁজর কেটে উড়াল দেবে। চিন্তা করলেই কষ্ট লাগে। এতো কষ্ট করে ছেলেমেয়ে পাললাম কেন? নিরা এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু হালকা হবার চেষ্টা করে।

আমি মনে মনে বলি

-পাঁজর কি শুধু তোমার কাটবে, আমার না? কিন্তু ওকে জানাতে চাইনা আমার কষ্টের কথা।

-এটাইতো নিয়ম, তুমি আমি সবাইতো উড়াল দিয়েছি। তাও আবার এক-আধ মাইল না, দীর্ঘ বারো হাজার মাইল!

-দেখ, দেখতে থাকো আর কষ্ট পাও। নিরার টিপ্পনিকাটা শেষ হয় না।

বুঝতে পারি, সব মায়েদের মতো নিরাও চায় বাচ্চাদের আগলে রাখতে। বাচ্চাদের বিচ্ছেদে কষ্টে পায়।

সৃষ্টির অপূর্ব এই খেলা আমার ভালো লাগে। আমি প্রাণ ভরে দেখি। উপভোগ করি। তাছাড়া আমিতো বাবা। বাবাদের কষ্ট পেতে নাই।

তিন সপ্তাহ পরে বাচ্চা ফুটলো। ছোট্ট মাথা জুড়ে পুরোটাই গোলগোল চোখ। যদিও চোখ তখন ফোটেনি। আরো কিছুদিন লাগবে। গায়ে খোঁচাখোঁচা ধূসর রঙের পালক। গোলাপি রঙের ঠোঁট। কেমন অদ্ভুত পোকাদের মত দেখতে।

চুড়ি বাচ্চাদের দেখতে চায়। আমি ছবি তুলে দেখাই।

- ইস, এরকম আগলি কেন আব্বু? চুড়ি বলে।

- ইস বলছিস কেন? তুইও জন্মের পরেরদিন এরকম আগলি ছিলি । নিরা মেয়েকে ক্ষেপায়।

- না, আমি এরকম ছিলাম না। আব্বু আমি এরকম ছিলাম? চুড়ি প্রশ্ন করে

- না আম্মু, তুমি টুকটুকে একটা পরী ছিলে। এখনো আছো।

চুড়ি খুশি হয়ে চলে যায়।

২

ছুটির দিন ছাড়া আমাদের কারোই একসাথে লাঞ্চ করা হয়না। কাজের দিনগুলোতে কারো স্কুল, কারো অফিস। তাই যেখানেই থাকি, রাতের খাবার সবাই একসাথে করার চেষ্টা করি। এটা অনেকটা অলিখিত নিয়মের মত আমাদের বাসায়। যে নিয়মটা অনেকদিন ধরে মেনে চলার চেষ্টা করছি সবাই।

ঠিক দু'বছর আগের কথা। সে-দিনটা নিরা আর চুড়ি বাংলাদেশে। ছেলেও বাসায় নেই। শুক্রবার রাত। পরদিন ছুটি। ডিনার টেবিলে আমার বড়মেয়ে নাজ আর আমি। মেয়েটাকে যেনো একটু বিষণ্ণ লাগছিল।

-সব ঠিক আছে? চুপচাপ কেন? জিজ্ঞেস করলাম।

-কই, নাতো, সব ঠিক আছে আব্বু । একটু টায়ার্ড লাগছে।

কথা শেষ না হতেই তাড়াহুড়া করে ডিনার টেবিল ছেড়ে রুমে চলে গেল। আমি আর কথা বাড়ানোর সুযোগ পেলাম না। তাছাড়া কিছু জিজ্ঞেস ও করতাম না হয়তো।

একটা সময় আসে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে কথাবার্তা মেপেঝেপে বলতে হয়। তা নাহলে ওদের কাছে কথা শুনতে হয়। ওরা বলে

-আমরা এখন বড় হয়েছি, এতো বেবি-বেবি করোনা।

মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলতে গিয়ে মনে হয়, যেন ডিমের খোসার উপর দিয়ে হাঁটছি। একটু এদিক ওদিক হলেই সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। যাইহোক, এসব অনুভুতি শুধু আমার জন্য প্রযোজ্য। সবার জীবন তো এক না।

একটু পরে নাজ রুম থেকে ফিরে এল ।

-আব্বু আইসক্রিম খাবে?

-খেতে পারি।

-মানে কি, খাবে? হা বা না বলো।

-হ্যাঁ, শুধু এক চামচ।

ও এক বাটি আইস্ক্রিম নিয়ে আসে।

-এতো কেন?

-তুমি তো সবসময়ই বলো এক চামচ, কিন্তু দিলো তো সবটুকুই খাও।

আমি হেসে ফেলি।

আমার মনে আবার আশংকা ভীড় করে। ও হয়তো কিছু একটা বলতে চায়?

আইসক্রিম খেতে খেতে টুকটাক কথার মাঝে হঠাৎ কোনো ভনিতা না করেই নাজ বলে ফেললো, যে কথাটি বলতে চেয়েছিলো এতক্ষন।

-তাই ? খুব ভালো খবর।

-হা, কিন্তু আম্মু হয়তো খুশি হবে না।

-কি বলো, খুশি হবে না কেন?

-চাকরিটা সিয়াটলে।

একটা তীক্ষ্ণ নখরের আঁচড় অনুভব করলাম বুকের বা-দিকে। কিন্তু আমি তো বাবা, তার উপর পুরুষ মানুষ। পুরুষ মানুষরদের প্রকাশ্যে কষ্ট প্রকাশ করতে নাই।

-সিয়াটেল! ওয়াও! ভালোই হবে, তোমার উছিলায় আমাদের বেড়াতে যাওয়া হবে। সিয়াটল তো অসম্ভব সুন্দর শহর, যেখানে সমুদ্রের পাশ ঘেঁষেই পাহাড়। আমাদের ডালাস তো একেবারে খটখটা।

-তুমি তোমার আম্মুকে জানিয়ে দাও তাহলে।

-তুমি বলো। আমার ভয় লাগছে। নাহ ঠিক আছে, আমি কল করে জানাবো। মেয়ে রুমে চলে যায়।

কিছুদিন আগে শাহাদুজ্জামানের লেখা অনবদ্য একটি বই পড়েছিলাম। "একজন কমলালেবু" পড়তে পড়তে একটা লাইনে এসে চোখ আটকে গিয়েছিলো।

"পাখির-মা দেখলো ছানারা একটু বড়ো হয়েছে। তারা ডানা ঝাপটায়। মা কৈলে ..."বাছারা তোরা কি এখন উড়তি পারবি?" ছানারা কয় .... "হ পারুম।" মা কৈলে - "তয় যা, উড়াই যা - তয় সাবধানে থাকিস! "

কত নির্মম সুন্দর এই বাণী! প্রকৃতির সাথে মানুষের জীবনের কত মিল। মায়ের লুকায়িত গভীর বেদনা, আর উচ্চারিত আশীর্বাদের পিছনে চাপা দীর্ঘশ্বাস সন্তানেরা কি টের পায় ?

৩

বার্নারের অটো সুইচটা কিছুতেই কাজ করছিল না। লাইটারটার ও একই অবস্থা। কিভাবে চুলা জ্বালাবো? চা খেতে ইচ্ছে করছে খুব। রাতে ভালো ঘুম হয়নি। মাথাটা ধরে আছে।

এক সময়ে বারবার চা না খেলে যেন ভাত হজম হতো না। ইদানিং অভ্যাসটা আর নেই। আগের 'ভালো লাগার দিনের' সাথে 'এখন কার দিনের' অনেক বিরোধ। আগের কালের মিষ্টির হাড়ি, এখন যেন পান্তাভাতে ভরা।

শেষমেষ একটা উপায় পাওয়া গেলো বটে। সুগন্ধি মোমবাতিটা তখনও কিচেন টেবিলের উপর জ্বলছিল। একটা কাগজে আগুন ধরিয়ে, চুলা জ্বালিয়ে কেটলিটা চাপিয়ে দিলাম।

ভাজ করা কাগজ সহজে পুড়ে ছাই হতে চায় না। আগুনের শিখা নিভে গেছে ততক্ষণে কিন্তু কাগজের ধার ঘেঁষে সোনালী আগুন, জরির কাজের মতো ঝিলমিল করছে তখনও। আগুন পুড়িয়ে পুড়িয়ে একটু একটু এগুতে থাকে কাগজের ধার ঘেঁষে ঠিক যেন আমার মনের আগুনের মতো। কাগজের আগুন নিভে যাবে এক সময়ে। কিন্তু আমার মনের আগুন? মেয়ের কথাগুলো তখনও কানে ভাসছিলো।

-আব্বু আমি একটা ভালো চাকরির অফার পেয়েছি। এখনকার মতোই বড় কোম্পানি। বেতন আর সুযোগসুবিধা ও বেশি।

খানিকটা আনমনা হয়ে গিয়ে ছিলাম। ফায়ার অ্যালার্ম এর টু-টু সম্বিধ ফিরে পেলাম। পানি শুকিয়ে কেটলিতা পুড়ে যাচ্ছিলো। আর চা খেতে ইচ্ছে হলোনা।

কেন কষ্ট হলো অথবা হয়, জানি না। এটাই তো জীবনের নিয়ম। আমি নিজে ও সেই ইন্টারমিডিয়েটে থেকে ঘরের বাইরে। জীবনে পরিবার ছেড়েছি অনেকবার। খুলনা থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে সিলেট, আবার ঢাকা থেকে আমেরিকা! তখন মায়ের কষ্টের মলিন মুখের দিকে তাকাবার সময়েই হয়নি একটুও। জীবনের প্রয়োজনে গিয়েছি, যেতে হয়েছে।

দুই বছর হয়ে গেল নাজ সিয়াটলে চাকরি নিয়েছে। এরমধ্যে আমরা দুইবার বেড়াতে গিয়েছি। দুই তিন মাস পর পর ও আসছে। করোনা'র জন্য এখানে কাটিয়েছে ছয় সাত মাস। বাসায় থাকলে যতটা না কথা হতো, তার চেয়ে বেশি কথা হয় এখন। তবু ও মন ভরে না। বার বার মনে হয় ও ডালাসে নাই।

পাখির ছানাগুলো বড় হচ্ছে দিন দিন। বাবা মা পালা করে পাহারা দেয় ওদের। প্রকৃতির নিয়মে ডানা ঝাপটাবে কদিন পরে।

মা বলবে "বাছারা তোরা কি এহন উড়তো পারবি...?

পাখিরা পারে মানুষরা কেন পারে না!

আস্তে আস্তে সয়ে যাচ্ছিলো সবকিছু। ক্ষত শুকানো এখনো বাকি। নিয়তি তার ধারালো নখর নিয়ে আবার হাজির হলো।

ছেলেটা ইউনিভার্সিটি-অফ-মিলওয়াকিতে রিসার্চ এসিস্টেন্সশিপ পেয়েছে। যা নিয়ে ও স্বপ্ন দেখতো। কীভাবে যেন রিসার্চ প্রোগ্রামটা আশ্চর্য ভাবে মিলে গেলো ওর জন্য। স্কলারশীপ, টিউশন ফ্রী , আমাদের না বলার কোনো অবকাশই নেই।

আমি যখন আমেরিকা আসবো, মেজো দুলাভাই বলেছিলো

-তুমি চলে যাচ্ছো, মনে হচ্ছে আমাদের যেন একটা ডানা ভেঙে গেল! তার কষ্টের অনুভূতিটা এতদিন পরে আজ আবার আমার মন উপলব্ধি করতে পারলো।

প্রায় প্রতিদিনই আব্বার লেখা চিঠির লাইন গুলো মনে পড়ে।

' -বড় সাধ ছিল, সবাই মিলে একত্রে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিবো। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের জন্য হলো না।'.....

সময় গড়াবে, একটা সময় আসবে চুড়ি চলে যাবে আমাদের ছেড়ে। যেভাবে আমরাও উপেক্ষা করে ছেড়ে এসেছিলাম মায়ের আঁচল, জন্মভূমি আর সকল পিছুটান।

জীবন চলবে তার আপন গতিতে! আর নিয়তি তার নিজের নিয়মে প্রতিশোধ নেবে বারবার।

বিগত প্রণয়

নাদিয়া নওশাদ

বাইশ বছর বয়সী হাল্কা ছিপছিপে গড়নের রিয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশোনার পাশাপাশি শখের বশে বই লেখে। প্রায়শই প্রতি বছর 'একুশে বইমেলা' তে ওর একটা না একটা বই প্রকাশিত হয়। তরুণ কথাসাহিত্যিক হিসেবে এরইমধ্যে খানিক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

এরকমই এক বিকেলে বইমেলা প্রাঙ্গণে সাংবাদিক অভি আহমেদের সাথে রিয়ার দেখা। অভি 'নতুন আলো' পত্রিকার সাংবাদিক। বই বিকি-কিনি,বয়োজ্যেষ্ঠ গুণীজনদের সমাগম, পাঠক প্রতিক্রিয়া, নিত্য-নতুন খবরের সন্ধানে অভি পৌঁছে গেলো বইমেলায়। রিয়ার সাথে আলাপচারিতা,এরপর ভালো লাগা,উভয়ের দূরালাপনী নম্বর বিনিময় সব মিলিয়েই চমৎকার সময় কেটে গেলো।

এক ছুটির দিনে রিয়া তার বাড়িতে অভিকে নিমন্ত্রণ করে। অভিনন্দন বাবা আশফাক সাহেব একজন ব্যবসায়ী ও মা সিতারা গৃহিণী।

কথায় কথায় অভি আশফাক সাহেব কে তার আর রিয়ার মন আদান-প্রদানের বিষয় খুলে জানায় আর রিয়া কে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ভালো ছেলে অভি। আর একমাত্র মেয়ে বলে আশফাক সাহেব ও সিতারা আপত্তি করলেন না। এক শ্রাবণ সন্ধ্যায় বেশ ধুমধাম করে অভি ও রিয়ার বিয়ের সানাই বেজে উঠলো।

সংসারে মা রিহানা ও বোন জয়া ছাড়া আপনজন বলতে আর কেউ নেই অভির। বিয়ের পর রিয়া অভির পরিবারের সদস্যদের সাথে মোহাম্মদপুরের নিজ বাসায় বসবাস শুরু করলো। এতকিছুর মধ্যেও রিয়া পড়াশোনাটা ঠিকঠাক চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথম কিছুদিন অভিদের বাড়িতে রিয়ার ভালোই দিন কাটলো। ধীরে ধীরে অভির প্রমোশন হলো আর কাজের ব্যস্ততায় অভি ডুবে গেলো। সারাদিন শাশুড়ীমার সাথে সাংসারিক টুকটাক কাজ, পড়াশোনা, লেখালেখি করে রিয়াও বেশ হাঁপিয়ে উঠেছে।

এরইমধ্যে নিজ শরীরে ছোট্ট একটি প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করলো রিয়া। অভি, রিহানা, জয়া, রিয়ার বাবা-মা সবাই খুব খুশি। তবে এই খুশি খুব বেশিদিন স্থায়ী হলো না। দিন দশেকের মধ্যে বাড়ির দোতলার সিঁড়ি থেকে আকস্মিক পা ফসকে গর্ভপাত হয়ে গেলো রিয়ার। মুহূর্তের মধ্যেই সব আনন্দ ধুলিস্মাত হয়ে গেলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে অভি আর রিয়ার মাঝে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হলো।

পাশাপাশি রিয়া চরম মানসিক হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেলো। সিদ্ধান্ত নিলো অভির কাছ থেকে চিরতরে সরে আসার। তবে অভি কিছুটা বোঝাতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত পারলো না। রিয়া চলে এলো তার নিজ বাড়িতে,বাবা-মায়ের কাছে।

মাঝে কেটে গেলো প্রায় সাত-আট বছর। আজ রিয়া কথাসাহিত্যিক হিসেবে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্ত এখনও বড্ড একাকিত্বে ভোগে। অতীতে অভির সাথে কাটানো সোনালি মুহূর্তগুলো তাকে যেন মাঝেমধ্যেই অতীতপানে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তার জীবনের বিগত প্রণয় কে চাইলেও ভুলে যেতে পারেনা। সেদিন নারায়ণগঞ্জে একটা ক্ষুদ্র আয়োজনের বইমেলায় হঠাৎই রিয়ার সাথে অভির দেখা হয়। তবে অভি জীবনে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। রিয়ার তাকে ছেড়ে আসার বছর দুয়েক পর মায়ের পছন্দের পাত্রী তানিয়ার সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় অভি। এই সংসারে দেড় বছরের এক কন্যাসন্তান আছে তাদের।

অভির নতুন জীবন আজ কেনো যেন একটু হলেও রিয়ার মনের কোণে বিরাট ধাক্কা দিয়েছে। সহজে মন থেকে মেনে নিতে পারে না রিয়া। তবুও এই বিগত প্রণয় নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে বলেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। বই লেখা নিয়ে এগিয়ে যাবে আগামীর পথে।

নেতা

সোমের কৌমুদী

"বাবা, এগুলো আমার ঔষধ কেনার জন্য। নিস্ না।"

মায়ের কথা কানে তোলে না জয়। টেবিলের কভারের নিচে লুকিয়ে রাখা টাকাগুলো বের করে নিজ পকেটে রাখে। বাবা হারা নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলের চলে যাওয়া পথের দিকে অসহায় তাকিয়ে থাকেন মা।

বাসা থেকে বের হয়ে জয় প্রতিদিনের মতোই সোজা চলে আসে মনির টি স্টলে। সন্ধ্যায় তার এখানে আড্ডা দেওয়া বন্ধুরা সব আগেই এসেছে। অভি সাথে করে নিয়ে এসেছে এলাকার বন্ধু বিপ্লবকে। জয় বেঞ্চে বসতেই কথা শুরু করে অভি-

'জয়, দোস্ত এ হলো আমার বন্ধু বিপ্লব।'

এবার বিপ্লবের দিকে চোখ ঘুরিযে নেয় অভি।

'আর বিপ্লব, এ হলো আমাদের বন্ধু জয়।'

বিপ্লবের সাথে করমর্দন শেষে কথা শুরু করে জয়।

'হুম্। আমি হলাম এদের নেতা বন্ধু (তর্জনীর ইঙ্গিতে বিপ্লবকে উপরে দেখায়)। এখন থেকে অভির সাথে তুমিও নিয়মিত এসো।'

আবার কথা বলতে শুরু করে অভি। বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে,

'শোন, যখন খুশি আসবি তবে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। এ দোকানে যত বিল হবে সব জয় দিবে। এটা জয়ের অনুরোধ। কেননা, জয়ের মতে এলাকাটা ওর।'

চা, সিগারেট আর গল্পে আড্ডা জমে উঠে। সন্ধ্যার প্রহর মুখরিত হয় জয়ের সাথে তার বন্ধুদের আড্ডায়। রোড লাইটের আলোয় ঝলমল করছে মনির মিয়ার চায়ের দোকানের উপর সাঁটানো ছাত্রনেতা জয়ের ছবি সম্বলিত বড় ব্যানার। ব্যানারের ছায়ায় দোকানের ছাদের কিছুটা অংশ আঁধারের মতো। হয়তো সেই আঁধারে ডুকরে কাঁদছে দলটির প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতার দেখানো ছাত্র রাজনীতির আদর্শ নীতি।

ক বি তা র এ ক পা তা

শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে শিকাগোর হে মার্কেটে প্রাণ দানের প্রায় ১৪০ বছর হয়ে গেলেও কৃষক, শ্রমিক, মজদুর, মেহনতী মানুষের খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ন্যূনতম ব্যবস্থা কি হয়েছে? হয়নি। আজো তাঁরা নিরন্ন। অপুষ্টির শিকার। নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই। অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় অকালে প্রাণহানি ঘটে চলেছে অসংখ্য মানুষের।
তবু আসে 'মে দিবস' (আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস)। মিছিল, মিটিং হয়, সেমিনারে ভারী ভারী কথা বলেন স্বীকৃত বিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ। অভাব বিদায় নেয় কি? দারিদ্র, অপুষ্টি অশিক্ষা, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বন্ধ হয়েছে কি? উত্তর একটিই। হয়নি।
মে দিবসের মানুষের সংগ্রামকে সম্মান জানিয়ে সাতজন কবির সাতটি কবিতা। পড়ার বিনীত আমন্ত্রণ। ফারুক ফয়সল

মে দিবসের মিছে আশ্বাস

ফারুক ফয়সল

শক্ত খসখসে আবরণের ভিতরে দুধ বরণ তরল ধান
জীবন-চক্রের অভিযানে পরিপক্ক সোনালি খাদ্য দান
প্রতি ছড়ায় কৃষকের শ্রমের কত ফোঁটা আছে স্বেদ, জানা নেই।
আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত, অথচ কৃষকের পাতে সংবৎসর পড়ে না!

কত তাপমাত্রায় ফার্নেসে লোহা গলে হয় তরল ইস্পাত দৃঢ় শক্তি
কোদাল, কড়াই, বেলচার ছাঁচে ঢালতে চামড়া-মাংস ঝলসে যাওয়ার ঝুঁকি
কারখানার মালিক মুনাফা জানে, শ্রমিকের পেশী ক্ষয়
নয়।
ধনীর তনয়া বহুমূল্য ড্রেসারে ঘুরে ঘুরে নিজেকে সাজায়,
দেখতে পায় না মূলোৎপাটন থেকে গাছ কাটা হয়ে সিজনড্ হওয়ার বেদনা,
তক্তার গা বেয়ে কাঠের গুড়া নয়, স'মেশিনে বৃক্ষের বুক চিরে রক্ত হয়ে নামে!

শিকাগো শহরে হে মার্কেটে শ্রমিকদের আত্মত্যাগের বয়ান
আজো আমরা দেশে দেশে গলা তুলে বলি, স্মরণ করি সে বলিদান
মুনাফার বাজারে শ্রমিকের শরীর পাতন নজর এড়িয়ে যায়
শিক্ষা-চিকিৎসা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সব হবে একদিন,
এই আশায় থেকে বছর বছর চতুর নেতার বাণী শোনে অভুক্ত শ্রমিক!

নুনচিত্র

ঝর্না রহমান

সারাজীবনই আমাগো নুন আনতে পান্তা ফুরায়
তয় নুন ফুরায় না। ঐটা ভুল কথা।
বিদ্যুৎ থাকে না দিনমান, রাইতে
একটা কম পাওয়ারের বাল্ব, ভূতের চৌখ্যের মত জ্বলে।
কারখানাও বন্ধ হয়া গেল
মেশিনের হ্যান্ডেল গেল। অখন রিশকার প্যাডেলই ভরসা।
পকেট ভারি হইলে একটা ব্যাটারি লইতে পারতাম,
ঠ্যাং তুইলা বইসা থাকলেও পোঁ পোঁ চলত গাড়ি।
পাও দুইখান তো একটু জিরান পাইতো।
প্যাডেল মারতে গিয়া টের পাই দুই রান বায়া ঘাম
নামতাছে। য্যান সুতানলি সাপ
চুলের জঙ্গল থেইকা, গর্দানের ফাটল থেইকা,বগলের
গাতা থাইকা বাইরাইতেই থাকে।
আইজ হালার এক পাসিঞ্জার মাঝপথে নাইমা গেল।
কয়, গা থেকে দুর্গন্ধ আসে। পিঠ ভরা শুকনা নুন।ওয়াক।
গোসল করতে পারিস না? বেটা ধাঙড়!
কই পামু গোছলের পানি? বস্তিতে মউতের গোছল
দেওয়ার পানি লইয়াও কাইজ্জা।
বউ আমার জামাডা হাতে লইয়া কয়, সাদা সাদা
এক্রাবেক্রা এই দাগগুলান কী গো?
তোমার ঘাম শুকাইয়া এই অবস্থা? মাইয়া কয়
এইটা তো মানচিত্র হইয়া গেছে বাবা! তোমার জামা কি মানচিত্র?
না রে মা, এইডা হইল নুনচিত্র।
মেয়ে সোহাগে বাপের বাহুতে চাটা দেয়।
এহ হে, এক্কেরে নুন-কডা! বাবা এই নুন কি খাওন যায়?
এই নুনই তো খাস রে মা!

গেণ্ডুয়া গেমের মাঠ ও গ্যালারি

মাসুদ খান

পশ্চিমের 'সভ্য' খেলোয়াড়েরা প্রায়-প্রায়ই নেমে পড়ে গেণ্ডুয়া খেলায়—
শিশু ও মানুষদের গোল গোল নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়া।

যতবারই এয়ার স্ট্রাইক, যতবারই বিস্ফোরণ,
ততবারই কুটি-কুটি হয়ে ছিঁড়ে যায় শতশত শিশু ও তাদের বাবা-মা।
সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে ওঠে গেণ্ডুয়া গেমের স্ট্রাইকার
আর মাঠে-নেমে-আসা তাদের উন্মত্ত, অন্ধ, সমর্থকেরা।

গ্যালারিতে বসে উপভোগ করে মানবতার ফেরিঅলা সম্প্রদায়।
মাঝে মাঝে তারা চোখ ঢেকে নেয় দু-হাতে, আবার
চোখ ফিরিয়েও নেয় কখনো কখনো।

মরতে ভয় পায় না আর সে-দেশে শিশুরা
স্রেফ মরে যেতেই তো চায় তারা।
শুধু মরতে চায় আস্ত, টুকরো টুকরো হয়ে নয়।
তাদের একমাত্র ভয়
কুটি-কুটি হয়ে ছিঁড়ে যাওয়ার।

সেই দেশে এক ঝটকায় খসিয়ে দেওয়া হয় মানুষের গড় পরমায়ু—
পঁচাত্তর থেকে পঁয়ত্রিশে।

প্রয়াত ক্রীতদাসদের মেহনত

মঈনুস সুলতান

চকমিলান এ অট্টলিকার সামনে এসে দাঁড়াই প্রায়
প্রতিদিন, মাঝেমধ্যে ঢুকেও পড়ি, হয়তো আজ দেখবো নতুন
কোন শৈলীর কারিকুরি—মনে প্রত্যাশাও জাগে ক্ষীণ।
শিল্পকলার রকমারি সম্পদে সমৃদ্ধ এ জাদুঘর, প্রতিটি কামরা
অলিন্দ ও দেয়ালগিরি হরেক বর্ণের মেঘজোৎস্নায় হয়ে আছে
পসর। আর্কাইভ ঘেঁটে জানাতে পারি, আঠারো শতকের শেষ
দিকে শতাধিক ক্রীতদাস, উদয়াস্ত খেটে নির্মাণ করেছিল
রিজেন্সি কেতার শ্বেতাঙ্গ অধ্যুসিত এ নিবাস। ভাবি—তাঁদের
পরিশ্রমের কথা কী লিপিবদ্ধ করা যেত না কোন ফলকে,
ফোটানো যেত না ভাস্কর্য—সংরক্ষিত মহার্ঘ কোন রকে?
বিষয়বস্তু-রিক্ত কিছু চিত্রের কম্পোজিশন ক্রিমসনের
বর্ণচ্ছটায় হয়ে আছে রজস্বলা আস্ত এক দেয়াল জুড়ে ঝুলছে
ন্যুড চিত্রকলা, চিত্রকরেরা মনে হয় নিয়েছিল নারীদেহ
ব্যবচ্ছেদের শপথ, সময় আসেনি কী দৃষ্টিভঙ্গি বদলের,
কেবলমাত্র শিল্পের জন্য শিল্প তো হলো ঢের, একটি
ক্যানভাসও কী প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না প্রয়াত
ক্রীতদাসদের মেহনত?

সূচকন্যা

নাহার মনিকা

গণিত শিখেছি আমি ঘাস বুনে বুনে
মাছের কাঁটার ধার দাঁতের আগুনে-
রসায়ন শিখে গেছি কড়াই, সালুনে
সন্ধ্যার সরলাংক, সোয়েটারে উল
সূচ গেঁথে এঁকে যাই আসল আর ভুল।

আমার দুঃখ থাকে না জমানো হাট
মুখ গুঁজে বেঁচে দেই বুকের তলাট।
আমারও আকাশ আছে দোষের বাতাসে
ফ্যাকাশে অন্ধকার ভেসে থাকা শ্বাস
আমিও আয়না দেখি, ম্লান ভুরু হাসে
বাসচাপা ঠেকা দেই, ছিঁড়ে যায় শাড়ি,
আমিই তো সূচকন্যা, আমিও বাহারি!

সেলাই মেশিনে তুলি সুরের দ্যোতনা!
আমার আঙ্গুলে আছে অজগর ফণা
আমিও মাথায় করে দশমনি ধান
থেঁতো, উড়ে- পুড়ে যাই তুষের সমান।

সহস্রাব্দের রক্তঘাম

উদয় শংকর দুর্জয়

চোখের কর্ণিয়ায় রক্তঘাম, জটলাগা চুলে কবে জুটেছিল এক চিমটি সোডা
আর ঘামে ভেজা ছিন্ন কাপড়ের কথা না হয় থাক। চলো শুধু একটি দিনের জন্য
শ্রমজীবী হই। যেবুড়ো লোকটা প্রকান্ড ঠেলাগাড়ি টেনে নিতে পেশীর সাথে যুদ্ধ করছে
যে বৃদ্ধা তার বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্য অন্যের বাড়িতে এঁটো বাসন মাজতে মাজতে
আংগুলের ফাঁকে ঘা বাঁধিয়ে বসেছে; মহাজনের রক্তচক্ষুতে নিষ্পেষিত যে বিধবার
কোনো গন্তব্য নেই শুধু শোষনের আড়ালে আরও বেশি শোষিত শুধু তাদের জন্য
একটা দিনের জন্য চলো শ্রমজীবী হয়ে উঠি।

এই আয়েশি যাপনের আড়ালে যাদের কব্জিতে পেশিতে জীবন্ত হয়ে আছে অনাচার,
কপালের ভাঁজে , কোঁচকানো চামড়ার গহ্বরে বিগত শ্রমজীবনের ইতিহাস আছে জমা
তারা আমার প্রপিতামহ। আমার পূর্বপুরুষের ক্লান্তি জড়ানো কোষ ঢেকে আছে অস্থিও
আর্থ্রাইটিস ছোবলে, ঝুলে আছে স্পাইনাল কার্ডের সীমাপরিসীমায় হাজার বছরের
দাসত্বের নির্মমতা। চলো গাঁইতি চালিয়ে হাতের তেলোয় ঠোলা পড়া মানচিত্রে আবার
শ্রমজীবী হয়ে উঠি। অন্তত একটা দিনের জন্য রক্তঘাম ঝরিয়ে পূর্বপুরুষকে স্মরণ করি।

মানচিত্র

রুদ্রশংকর

যারা তৈরি করেছে আকাশ ছোঁয়া শহর
যারা মাটির বুক চিরে এনেছে নদী
আঘাত সহ্য করে বুনেছে ফসলের মায়া
তাদের হাতে থাকুক পৃথিবীর মানচিত্র

এই মুহূর্তে পোড়া রোদের নিচে
মেহনতি স্বপ্নগুলো ফুল হয়ে বেরিয়ে আসছে
শুধু ফুলের মালা কেন?
শুধু স্লোগানের কোলাহল কেন?
এই শহর, এই গ্রাম, এই আকাশে
শ্রমিকের ঘামে, কৃষকের ঘামে বৃষ্টি হোক
জেগে উঠুক নরম শান্তি
হাওয়ায় ভেসে আসুক নতুন দিনের গান
অথবা গানের মতো এক সাম্যের পৃথিবী।

HELLO024.COM
PRESENTS
বাংলা বর্ষবরণ ও বৈশাখী মেলা -১৪৩২
এসো হে বৈশাখ
১৭ই মে শনিবার
বেলা ২টা – রাত ১১টা
প্রবেশ মূল্য ফ্রি
Actress Shirin Bakul
Event Presenter
Babu Zaman
Singers: Rizia Parveen. Protic Hasan. Chandan Chowdhury.
Shah Mahbub. Tanzim Sajib. Nipa Jaman. Arif. Mariom Maria.
Venue
P.S. 131 Abigail Adams
Elementary School Auditorium
170-45 84th Ave, Jamaica
Junior Singers
Anuva
Moumita
Manha, Meha
Arisha
Musicians
Media Partner
প্রথম আলো
নবযুগ
স্টল, বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ ৩৪৭-৫৫৩-৫৩১৫

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester Medical

PARKCHESTER MEDICAL

TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472

পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল

INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার — সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার — সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার — সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN ★★★ CDAA ★★★

Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–
- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

FREE
Accident
Consulation

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!

718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
15 May 2025, Thursday, Issue 426
বৃহস্পতিবার, ১৫ মে ২০২৫, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ১৭ জিলকদ ১৪৪৬

আটলান্টা ফোবানা সম্মেলন নিয়ে নিউইয়র্কে জনসংযোগ সম্পন্ন করেছেন একটি পক্ষ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হোস্ট কমিটির সদস্যরা।

ফোবানা নিয়ে বাণিজ্য, বিভক্তি নিয়ে ক্ষোভ প্রবাসীদের

বিভক্তি-বাণিজ্যিক স্বার্থ

একটা সময় ছিলো ফোবানা ছিল বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্যের স্থান। এখন হয়ে উঠেছে বাণিজ্যের প্লার্টফর্ম।

নিজস্ব প্রতিবেদক

উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের স্বদেশ-সংস্কৃতির আলোকে ঐক্যবদ্ধ রেখে নতুন প্রজন্মের মাঝে বাঙালিত্ব প্রবাহিত করা এবং মূলধারায় জোরালোভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার সংকল্পে ফোবানার যাত্রা শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা বা ফোবানা একটা সময় ছিলো বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্যের স্থান। তবে সেই ফোবানা এখন হয়ে উঠেছে বাণিজ্যের প্লার্টফর্ম। ব্যক্তিস্বার্থ ও ক্ষমতার লোভে ফোবানা আজ ভেঙে চুরমাচুর। মূল আয়োজনের গৌরব ছাপিয়ে ফোবানা বর্তমানে স্বার্থের প্রতীক হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

জানা গেছে, বর্তমানে ৫-৬টি ভাগে বিভক্ত হয়ে ফোবানার আয়োজন করা হচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে প্রতিবার নতুন নতুন পক্ষ তৈরি হয়েছে। মূলত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তার আশপাশের কয়েকজন একটি গ্রুপ করে এমন বিভক্তির জন্ম দিচ্ছেন। আর এর পেছনে সাংস্কৃতিক চর্চার চেয়ে বাণিজ্যকে প্রাধান্য দেওয়াকে দায়ী করছেন প্রবাসী বাঙালিদের।

চলতি মৌসুমে ইতিমধ্যে আটলান্টায় ফোবানা কনভেনশনের ঘোষণা দিয়েছেন একটি পক্ষ। গত ২৫ এপ্রিল ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ায় 'রয়েল কাবাব প্লেসে' অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। পরে গত ৯ থেকে ১১ মে 'ঢাকঢোল পিটিয়ে' একটি প্রতিনিধিদল নিউইয়র্কে জনসংযোগ করেন। এ সময় তারা নানা সংগঠন, স্পন্সর এবং শিল্পীদের সাথে সভা করেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমের সাথে তারা সভা করেছেন বলে জানালেও তেমন কোন প্রচার প্রচারণা চোখে পড়েনি। এসব কাজে সমন্বয় করেন ফোবানার নির্বাহী কমিটির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি আবীর আলমগীর।

এই জনসংযোগে কনভেনর নাহিদুল খান সাহেল, প্রেসিডেন্ট ডিউক খান, কো কনভেনর কাজী নাহিদ ও মেম্বার সেক্রেটারী মাহবুব ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। আগামী ২৯, ৩০ ও ৩১ আগস্ট জর্জিয়ার আটলান্টায় অনুষ্ঠিত হবে এই কনভেনশন। যেখানে ৮৬টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন অংশ নিবে বলে জানানো হচ্ছে।

এদিকে ঘোষিত এই ফোবানা সম্মেলন নিয়ে তেমন উৎসাহ নেই প্রবাসীদের মাঝে। এর পেছনে প্রধান কারণ ফোবানায় বিভক্তি। পৃথক পৃথক অনুষ্ঠান প্রবাসীদের যেমন 'কনফিউজড' করে তুলছে তেমনি আবেগহীন হয়ে উঠছে এই আয়োজন। প্রবাসীরা বলছেন, সবে তো শুরু হলো। একে একে ডজন খানেক সম্মেলন হতে পারে—এমন কথা বলেও কটাক্ষ করছেন অনেকে।

প্রবাসীরা বলছেন, ফোবানার মূল লক্ষ্য ছিল সাংস্কৃতিক বিনিময়, জাতীয় ঐক্য এবং প্রবাসী তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে পরিচিত করা। কিন্তু এখন এটি পৃষ্ঠপোষকদের বিজ্ঞাপন, টিকেট বিক্রি ও কর্পোরেট স্বার্থে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। অনুষ্ঠান আয়োজকরা উচ্চমূল্যের টিকিট বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, ভার্জিনিয়া, টেক্সাসসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রবাসীরা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

অবশেষে পেনশন সুবিধা কাট করতে তৎপর হাউস রিপাবলিকানরা

এইচবি রিতা

হাউস রিপাবলিকানরা এখন বড় কর ও খরচ কমানোর পরিকল্পনার টাকা জোগাড় করতে ফেডারেল কর্মীদের রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটে বড় পরিবর্তন আনতে চাচ্ছেন।

হাউস ওভারসাইট কমিটি গত সপ্তাহে একটি পরিকল্পনা পাস করেছে, যাতে আগামী ১০ বছরে রিটায়ারমেন্ট খাতে ৫০ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে। ট্রাম্প প্রশাসনের ফেডারেল কর্মী সংখ্যা কমানোর বহুমুখী প্রচেষ্টার সাথে কয়েক মাস ধরে লড়াই করার পর, সরকারি কর্মচারীরা এখন আরেকটি বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনার মুখোমুখি হচ্ছেন; যা তাদের আরও বেশি সংখ্যক কর্মীকে চাকরিচ্যুত করতে পারে।

ফেডারেল কর্মচারীদের পেনশন ব্যবস্থা সংস্কার করার চেষ্টা রিপাবলিকানদের দীর্ঘ দিনের লক্ষ্য, যা ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদেও চেয়েছিলেন। যদিও তখন সেই উদ্যোগ খুব একটা এগোয়নি, বর্তমানে রাজনৈতিক

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষাঋণ পরিশোধ শুরু

বিপাকে লাখো শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক

কোভিড-১৯ মহামারির সময় পাঁচ বছরের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল শিক্ষাঋণের কিস্তি পরিশোধ। তবে ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি সেই ছুটি তুলে নিয়েছেন। ফলে গত সপ্তাহ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পুনরায় শিক্ষাঋণের বাধ্যতামূলক কিস্তি পরিশোধ শুরু হয়েছে। এতে করে অন্তত ৫০ লক্ষ ঋণগ্রহীতা ডিফল্টে পড়েছেন এবং অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে চরম সংকটে রয়েছেন।

ক্রেডিট রেটিং সংস্থা ট্রান্সইউনিয়নের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট চার্লি ওয়াইজ বলেন, অনেক মানুষ তাদের মাসিক বাজেট তৈরি করেছিলেন ঋণ পরিশোধ ছাড়া।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

টক অফ দ্য উইকে রিনা আবেদীন

ভালো লাগে মানুষের জন্য কাজ করতে

সোহানা নাজনীন

রিনা আবেদীন

'আমি মনে করি, ম্যাচ মেকিং একটি পবিত্র ও মহৎ উদ্দ্যোগ। সব বিবাহ বন্ধনকে আমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত মনে হয়। আমাদের সবার জোড়া আল্লাহ্ই মিলিয়ে রেখেছেন, আমি শুধু একটু সহযোগীতা করি। মানুষকে দেখেই আমার মনে হয় এর সাথে ওর মিল হবে, বিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এটাকে আমি আমার মেধা বলতে পারি। তবে অনেক সময় আমি সফল হই, আবার অসফলও হই। আমার গড়া সম্পর্কগুলো খুবই ভালো হয়। তবে কিভাবে হয় তা আমার জানা নেই।'

নিজ পেশা ম্যাচ মেকিং নিয়ে এভাবেই উচ্ছ্বসিত হয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন রিনা আবেদীন। গত ৮ মে সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে ম্যাচ মেকিং নিয়ে কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সোহানা নাজনীন ও কুলসুম আক্তার সুমী। পরিচালনায় ছিলেন এইচবি রিতা।

রিনা আবেদীন দীর্ঘ ১২ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। সমাজ ও সমাজের মানুষের জন্য কিছু করতে পারাটাই তার ভালো লাগার কাজ।

ম্যাচ মেকিংয়ের কাজটি তিনি কবে থেকে করছেন এবং এর পেছনে প্রেরণা কী ছিল- শুরুতেই জানতে চান সোহানা নাজনীন। রিনা আবেদীন জানান, তিনি অনেক বছর আগেই কাজটা শুরু করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আগের দিনে বিয়ের ব্যাপারে অনেক বাধা ছিল। বিয়ের বিষয়ে আমি সব সময়ই যোগাযোগের কাজ করেছি। তাছাড়া আমার বাচ্চারা আমাকে সব সময় স্বাবলম্বী দেখতে চাইতো। আমেরিকার আসার পর ভাই সম্পর্কের একজন আমাকে উৎসাহিত করে। তার মতে, মানুষের সাথে কথা বলার দক্ষতা আমি যেন ম্যাচ মেকিংয়ের কাজে লাগাই। আমিও ধারণাটা লুফে নিলাম, এভাবেই ম্যাচ মেকিংয়ে আসা।'

সম্পর্ক তৈরির সূক্ষ্ম কাজটি কেবল দুইজন মানুষকে মেলানো নয়, তাদের পারিবারিক, মানসিক, সামাজিক বিষয় বা ধারণাগুলো মিলিয়ে দেখা। সে প্রেক্ষিতে ম্যাচ মেকিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ জানতে চান কুলসুম আক্তার সুমী।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেল্স এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫+
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX PROS
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
মোবাইল: ৩০১-৬৭৫-১৮২২
অফিস: ৩০১-৯১৬-১৪০০
ফ্যাক্স: ৩০১-৯১৬-০২৮২
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisterica Dr, #300
Germantown, MD 208/4

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স
TAX SERVICES INC.
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
IRS ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
IRS e-file
• Income Tax
• Sales Tax
• Corporate Tax
• Partnership Tax
• Business setup
• Payroll (W2, 1099)
• All imigratoin Services
• Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: +1 (347) 251-9921, Email: Hillsidetax21@gmail.com

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যাক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
2152B Westchester Ave,
Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

IATA Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমনের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
Emirates | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR | ETIHAD
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ্ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

নূতন রূপে বাহারি সব বাংলাদেশি খাবারের আয়োজন
Khalil's Food
খলিল'স ফুড
বিয়ে, জন্মদিন ,সকল আয়োজন এ ৫০০-২০০০ অতিথির কাটারীং করি
khalilsfood.com
Khalil Biryani House 718.409.6840
Khalil Halal Chinese 646.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.577.7997
Khalil Supermarket 718.521.9993
খলিলুর রহমান
CEO, Khalils Food
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

M মতিন OTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য • লেড পয়জনিং
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
IMMIGRATION
TIMOTHY BOMPART, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com